INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

April 6, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday, the 6th April, 1967.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, Four Ministers, Deputy Minister, Deputy Speaker and twentyone Members.

Mr. Speaker— To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Short Notice Question. Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma-- Question No. 210.

Shri T. M. Das Gupta— Mr. Speaker, Sir, short notice question No. 210.

QUESTION	ANSWER
(ক) গত ২৩/৩/৬৭ ইং তারিখে বিলোনিয়ার ঋষ্যমুখ তহশীলে কি কোন গ্রামবাসীকে পাকিস্থানীরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে ?	হঁ্যা।
(খ) যদি ধরিয়া লইয়া গিয়া থাকে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এতদসঙ্গে দেওয়া হইল
(গ) এই ব্যাপারে পাকিস্থান সরকারের কাছে কি প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে ?	হঁ্যা।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

গত ২৩/৩/৬৭ইং তারিখে আনুমানিক ৭ ঘটিকার সময় পাকিস্থানের জয়নগর গ্রামের অধিবাসী আলী আহম্মদ ও তাহার তিনজন অনুচর পাকিস্থানের ই. পি. আর. বাহিনীর সহায়তায় ভারতের কৃষ্ণনগর গ্রামে প্রবেশ করিয়া শ্রীবীরেন্দ্র সরকার ও শ্রী ইন্দ্র সরকার নামীয় দুইজন ভারতীয়কে তাহাদের একটি গরু সহ বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। পাকিস্থানী দুস্কৃতকারীরা বীরেন্দ্র সরকারের স্ত্রীকেও প্রহার করিয়া জখম করিয়াছে। কৃষ্ণনগর গ্রামটি ঋষ্যমুখ তহশীলের অন্তর্গত।

উপরোক্ত ঘটনাটি সম্পর্কে ত্রিপুরার আঞ্চলিক সেনাধ্যক্ষ (সেক্টর কমাণ্ডার) পাকিস্থানের আঞ্চলিক সেনাধ্যক্ষের নিকট তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। এবং উক্ত প্রতিবাদ লিপিতে অপহৃত ভারতীয় দুইজনকে তাহাদের গরু সহ ফেরৎ দিবার জন্য দাবী জানানো হইয়াছে।

বিলোনীয়ার মহকুমা হাকিম সেখানকার থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ও একজন নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার সহ ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করিয়া আসিয়াছেন। ভবিষ্যতে যাহাতে এই ধরণের ঘটনা ঘটিতে না পারে, সেজন্য সেই গ্রামে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা— তাদের কবে পর্য্যন্ত ফেরৎ দেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— ওরা ছেড়ে দিলে পরে ফেরৎ পাওয়া সম্ভব হবে, তার জন্য লিখা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, যে প্রতিবাদ লিপি পাঠানো হয়েছে তার কোন রিপ্লাই এসেছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এখন পর্য্যন্ত সেই সংবাদ এসে আমার কাছে পৌছায়নি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— কোন রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এখনও রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়নি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— এই সম্পর্কে আর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— সম্ভবপর সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে মিনিস্টারিয়েল লেভেলে কোন প্রকার আলাপ আলোচনা হবে কিনা ?

শ্রীতড়িৎতমোহন দাশগুপ্ত— সেটা ভবিষ্যতের কার্য্যক্রম অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে।

Mr. Speaker —Starred question, Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 103

Shri T. M. Das Gupta—Mr. Speaker, Sir, Starred question No. 103

QUESTION	ANSWER
1) Whether the Government desires to hand over the Agartala Municipality to the elected persons during the current calender year.	It may not be possible to handover the Agartala Municipality to the elected persons during the current calender year.
2) if so, what steps are being taken in the matter ?	The question of including some contiguous areas to this expanding town is under consideration. After this is decided it will be necessary to undertake delimitation of wards and thereafter preparation of electoral rolls before fresh election of Commissioners is held.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কবে পর্য্যন্ত এখানে ক্ষমতা ট্রান্সফার করা হতে পারে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এখন বলা সম্ভব নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি কারণগুলি ডিটেলস বলতে পারেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আজকে টাউনের এক্সটেন্‌শনের প্রশ্ন এর মধ্যে জড়িত আছে, মিউনিসিপ্যালিটির ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম, তার ফিনানসিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যাসেসমেণ্ট ইত্যাদি অনেকগুলি কারণ জড়িয়ে সমস্ত ব্যবস্থাটা বিচার করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, অন্যান্য দেশে, প্রায় সবগুলি ষ্টেটেই মিউনিসিপ্যালিটির টাকা সরকার থেকে দেওয়া হয় কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—সরকার থেকে দেওয়া হয় বলে আমার জানা নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অস্বীকার করতে চান যে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট ঘাটতি, কেন্দ্র থেকে দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—এটাতো সকলেরই জানা কথা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—শুধু আর্থিক অসংগতির জন্যই কি মিউনিসিপ্যালিটিকে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—আমিতো কারণগুলি পূর্ব্বাহ্নেই বলেছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—ইলেক্টেড পার্সনকে ক্ষমতা দেওয়া উচিত, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একমত কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত, এটা সকলেরই জানা আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, কত সালে এই মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের হাতে গিয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কতদিন পর্য্যন্ত এই এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের রাজত্ব চলবে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—পূর্ব্বাহ্নেই বলা হয়েছে যে এটা এক্ষুনি বলা সম্ভব নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মিউনিসিপ্যালিটির হাতে ক্ষমতা দেওয়া সরকারের ইচ্ছা আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—ইচ্ছা আছে। আমি আগেই বলেছি যে কতগুলি অসুবিধা আছে, সেই অসুবিধাগুলি দূর হলে পরেই ক্ষমতা দেওয়া হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—এই অসুবিধাগুলি দুর করার জন্য সরকার থেকে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—চেষ্টা চলছে ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—কি কি চেষ্টা চালানো হচ্ছে এই অসুবিধাগুলি দুর করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ— কি করে টাকা পয়সার সঙ্গতি করা যায়, কি করে টাউনকে আরও ইমপ্রুভ করা যায়, সেগুলি বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কি কারণে মিউনিসিপ্যালিটির হাত থেকে এটা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের হাতে নেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—আমি নোটিশ চাই ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, অর্থের সঙ্গতি করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে কি প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—সমস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিষ্কার করে বলতে পারেন কি এই অর্থের ব্যবস্থার জন্য সরকার পক্ষ থেকে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ? অর্থাৎ সরকার পক্ষ থেকে কি পরিকল্পনা আছে মিউনিসিপ্যালিটির অর্থের ঘাটতি যেটা আছে সেটা পুরণের জন্য ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ— নূতন মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ধরা হয়েছে, তার দ্বারা আয় হবে, আরও কি ভাবে আয়ের সঙ্গতি করা যেতে পারে, ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম হয়েছে তার আয় ব্যয় কি হবে, সমস্তগুলি বিবেচনা করে দেখে এবং কি পরিমাণ জল সরবরাহ হবে তার উপর কি পরিমাণ ট্যাক্স হতে পারে এই সমস্তগুলি বিবেচনা করার পর সেগুলি স্থির করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে নূতন কর ধার্য্য করার সরকারী পরিকল্পনা আছে কি না?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এই সম্পর্কে আমার জানা নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত এলাকা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত করার কথা ছিল, সেগুলি কেন করা হচ্ছে না, এই দেরীর কারণ কি?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— এইগুলি করতে গেলে পরে কিছু কিছু ইম্প্রোভমেন্ট করা দরকার। ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে আট লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে, তার জন্য স্কীম করা হবে, সেই স্কীমগুলি স্যাংশান হলে পরে উন্নতি বিধান করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে টার্গেট টাইম দেওয়া হয়েছিল, মিনিষ্টারের পক্ষ থেকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেই টাইম উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও সেই সমস্ত এলাকাগুলি মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না কেন?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—টার্গেট টাইমের কথা আমার জানা নাই, তবে যে এরীয়া একস্টেনশান করার কথা আছে, তার ডেভেলাপমেণ্ট করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেখানে নানারকম অসুবিধা আছে, সেজন্যই প্ল্যানের মধ্যে আট লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির নিজস্ব কোন ইঞ্জিনীয়ারিং ষ্টাফ নাই, কাজেই এইসব কাজগুলি পি, ডব্লিউ, ডি'র তরফ থেকে করতে হয়। তার মধ্যে ইরিগেশ্যানের কাজ আছে, আরও আদার ডেভেলাপমেণ্ট এবং টেকনিক্যাল কাজ আছে। যেহেতু মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে এইগুলি করা বা ষ্টাফ রাখা সম্ভবপর নয়, এই কাজগুলি এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান থেকে করে দিতে হয়। ওয়াটার লেভেল নেওয়া একটি বিরাট সমস্যা, কাজেই তার জন্য অর্থের বরাদ্দ রাখা হয়েছে, স্কীম করা হয়েছে। স্কীমগুলি পুরোপুরি স্যাংশান হলে পরে, তার আংশিক ডেভেলাপমেণ্ট হতে পারবে, তারপর সেটা দেখা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কবে এই প্ল্যান, অর্থাৎ কোন্ ফিনানশ্যাল ইয়ারে এই প্ল্যান, প্রোগ্রাম বা স্কীম করা হয়েছিল?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আমি আগেই বলেছি যে ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে এটা ধরা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—ফোর্থ প্ল্যানতো এখনও আরম্ভ হয় নাই।

Mr. Speaker :— Hon'ble Member, supplementary must have bearing on the original question. You are going beyond this. Shri Bidyachandra Deb Barma.

Shri Bidyachandra Deb Barma :—Question No. 158.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 158.

QUESTION	ANSWER
(ক) আগরতলা সহরের পাকা ড্রেইন তৈরীর কাজটি কবে সুরু হইয়াছে; এবং কবে পর্য্যন্ত শেষ হবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে?	১৯৬১—৬২ইং সনে আরম্ভ হয়। কবে শেষ হইবে নির্দিষ্ট তারিখ বলা এক্ষণ সম্ভব হইতেছে না।
(খ) এই কাজটি কি শেষ করিতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হইতেছে না?	না।
(গ) আগামী বর্ষার আগে ইহা শেষ করার চেষ্টা করা হবে কি?	যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইবে।
(ঘ) এই ড্রেইন তৈরীর কাজটি কি সহরের জল নিষ্কাসনের পরিকল্পনার সহিত জড়িত?	হ্যাঁ।
(ঙ) যদি তা না হয় সহরের জল নিষ্কাসনের জন্য সরকারের অন্য কোন পরিকল্পনা আছে কি?	উপরের (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই উত্তর উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই প্ল্যান বা স্কীমের জন্য কোন্ ইয়ারে কত টাকা স্যাংশান হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, বর্ষার সময় শিবনগর টাউন, ভট্টপুকুর প্রভৃতি জায়গা জলে ডুবিয়া যায় এবং তাতে শহরবাসীর অনেক ক্ষতি হয় ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—জানা আছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, এইসব জায়গা আট নয় দিন পর্য্যন্ত জলমগ্ন অবস্থায় থাকে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—সব জায়গায় ফ্লাড হয়ে থাকে না, হয়তো ড্রেইনগুলি ওভার ফ্লাডেড হয়ে থাকে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, কি পরিমাণ ড্রেনের কাজ শেষ হয়েছে এবং কি পরিমাণ বাকী আছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—দুইটি ফেজে এই কাজ আরম্ভ হয়েছিল। প্রথম ফেজে আখাউরা খালের যে ড্রেনের কার্য্য সেটা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আরেকটা হচ্ছে কালাপানীয়া ক্যানেলের কাজ। তার কিছুটা কাজ শেষ হয়েছে, আর বাকী কাজের জন্য খাস জমি দরকার। তারজন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, সেটা পেলে পরেই বাকী অংশের কাজ শেষ করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—বাজেটের যে স্যাংশাণ্ড টাকা, সেই টাকার মধ্যে কি পরিমাণ টাকা খরচ করা হয়েছে এবং কি পরিমাণ টাকা খরচ করা হয় নাই ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—এই কাজ কম্প্লিট হতে কত বছর লাগবে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—এই আর্থিক বৎসরের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা চলছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই স্কীমের কাজগুলি শেষ করার কোন টার্গেট টাইম ছিল কিনা?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬৬।

Shri T. M. Das Gupta—Mr. Speaker, Sir, Question No. 166

Question	Answer
ক) সরকারী কর্ম্মচারীদের Revised Pay Scale সমস্ত বিভাগের উপর প্রযোজ্য কিনা?	যে সকল পদের বেতনের হার সংশোধিত হইয়াছে সেই সমস্ত পদাধিকারী সরকারী কর্ম্মচারীদের বেলায় সংশোধিত বেতন হার প্রযোজ্য।
খ) প্রযোজ্য থাকিলে কৃষি বিভাগের ট্রেনিং প্রাপ্ত গ্রামসেবক ও এগ্রিঃ এসিষ্টেন্টগণের Revised Pay Scale অনুযায়ী বেতন দেওয়া হইতেছে কি না?	কৃষি বিভাগের ট্রেনিং প্রাপ্ত গ্রামসেবকগণকে সংশোধিত বেতন হার অনুযায়ী বেতন দেওয়া হইতেছে না কারণ তাহাদের বেতন হার এখনও সংশোধিত হয় নাই। ট্রেনিং প্রাপ্ত এগ্রিঃ এসিষ্টেন্টগণকে সংশোধিত হারে বেতন দেওয়া হইতেছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—এগ্রিঃ অ্যাসিষ্টেন্টদের বাড়ীভাড়া দেওয়া হয় কিনা?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—এই প্রশ্ন উঠে না। আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি রিভিশন অব পে স্কেল অনুসারে এখন পর্য্যন্ত কিছুসংখ্যক কর্ম্মচারীদের বেতন না পাওয়ার কারণ কি?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—এখনও যারা পাচ্ছে না তাদের জন্য গভর্ণমেণ্ট অব

ইণ্ডিয়ার কাছে লিখা হয়েছে। সেই স্যাংশনটা পুরোপুরি এসে গেলেই তাদের দেওয়া হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—সকলেরই হয়ে গেল তাদেরটা বাদ দেওয়া হল কি কারণে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়াকে স্যাংশনের জন্য লিখা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—সকলের যখন হয়ে গেল তখন তাদেরটা বাদ পড়ার কারণ কি?

মিঃ স্পীকার—আপনি কাদের কথা বলছেন?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—রিভিশন অব পে স্কেলে যারা বেতন পাচ্ছেন না, রিভিশন অব পে স্কেলের যখন প্রপোজাল দেওয়া হয় তখন তাদেরটা কেন বাদ পড়েছিল?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি। আগে যাদের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছিল তাদের ৭০ থেকে ১৫০ টাকা স্কেলে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছিল। সেই পে স্কেলটা ১২০—৩০০ তে রিভাইজড হয়। কাজেই পুরানো যারা অ্যাপয়েন্টেড আছে তাদেরটা বাদ গিয়েছিল। নিয়মানুযায়ী এটা রিভিশনের স্যাংশনের জন্য গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে লিখা হয় এবং এটা পে কমিশনের রিকমেণ্ডেশনেও আছে। কাজেই সেই ক্ষেত্রে এখন নূতন যারা অ্যাপয়েন্টেড হচ্ছে তারাও এই সকলের বেনিফিট পেয়ে যাবে। পুরানো যারা আছে তাদের জন্য গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে লিখা হয়েছে। সেটা স্যাংশান এলেই পাবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই কথা বলতে পারেন যে রিভিশন অব পে স্কেল কি পোষ্ট ভিত্তিক হয়েছে না অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ভিত্তিক হয়েছে?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—প্রশ্ন আমার কাছে স্পষ্ট নয়, আমি নোটিশ চাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—অ্যাগ্রি অ্যাসিসটেণ্টদের বেলায় শিক্ষার যোগ্যতা কি?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এই প্রশ্ন এখানে আসে না, আমি নোটিশ চাই।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 105

Shri T. M. Das Gupta—Mr. Speaker, Sir, starred question No, 105

QUESTION	ANSWER
1, Whether there is a Children Park in Agartnla ,	Yes.
2. if so, the facilities extended to the Children in the said Park.	Arrangement is being made to purchase the playing apparatuses namely sliding Chutes, Swings, See-Saw and Merry go-round etc. from outside market for providing playing facilities to the Children in the said park.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি এই চিল্‌ড্রেন পার্ক কোন্‌ ইয়ারে হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি এখানে বর্ত্তমানে শিশুদের খেলাধূলার জন্য কি ব্যবস্থা আছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—খেলাধূলার জিনিষের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এখন নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—এতদিন পর্য্যন্ত এটা করা হল না কেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—কিছুটা আর্থিক কারণে আর কিছুটা হল একবার অর্ডার দেওয়া হয়েছিল স্থানীয় বাজার থেকে পাওয়া যায়নি। পরে টেণ্ডার কল করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কি বলতে পারেন কবে পর্য্যন্ত খেলাধূলার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—যখন মাল এসে পৌছবে এবং সেগুলিকে যথাস্থানে লাগানো হবে তখন তার ব্যবস্থা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—কত বছরের মধ্যে আমরা আশা করতে পারি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এই কাজগুলি হয়ে যাওয়ার পরেই সেটা সম্ভবপর হবে।

Mr. Speaker— Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma— Starred question No. 159.

Shri. T. M. Dasgupta— Mr. Speaker, Sir, starred question No. 159.

QUESTION

(ক) ইহা কি সত্য যে গত চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনে খোয়াই নির্ব্বাচন কেন্দ্রের স্বতন্ত্রপ্রার্থী শ্রীহিরন্ময় বিশ্বাসের নাম ত্রিপুরা গেজেটে হিরন্ময় ভট্টাচার্য্য ছাপা হইয়াছে ;

(খ) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে এ'নাম সংশোধিত করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?

ANSWER

(ক) হ্যাঁ, বিগত ৩০ | ১ | ৬৭ইং তারিখে ত্রিপুরা গেজেটে প্রকাশিত খোয়াই নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের স্বতন্ত্রপ্রার্থী শ্রীহিরন্ময় বিশ্বাসের নাম ভুলক্রমে শ্রীহিরন্ময় ভট্টাচার্য্য ছাপা হইয়াছিল।

(খ) উক্ত ভুল সংশোধন করিয়া শুদ্ধিপত্র ত্রিপুরা গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় ২৪শে মার্চ্চ ১৯৬৭ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

Mr. Speaker—Shri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar—Question No. 170

Shri T. M. Das Gupta—Hon'ble Speaker, Sir, question No. 170

Question

উদয়পুরের ধনীসাগর নামীয় দীঘির ভিতরে মৎস্য বিভাগের ছোট ছোট পুকুর খনন করার প্রস্তাব আছে কিনা ? থাকিলে ইহার উপকারিতা কি ?

Answer

আছে। মাছের পোনা উৎপাদন করিয়া মৎস্য চাষীদের নিকট বিক্রয় করাই ইহার উদ্দেশ্য।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—এই ছোট ছোট পুকুরগুলি কাটা হলে দীঘির দৈর্ঘ্য কমে যায় না কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— দীঘির দৈর্ঘ বড় কথা নয়। দীঘিতে মৎস্য চাষ করতে হবে যাতে ভাল মৎস্য চাষ করা যায়, তার দিকে দৃষ্টি রেখেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এইরকম মৎস্য চাষের পোনা তৈরী করবার জন্য উদয়পুরের বহু পুকুর এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে না কেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এর সংগে এই প্রশ্নের যোগ নাই। কাজেই আমি নোটিশ চাই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কতগুলি পুকুর খনন করা হবে এবং কত টাকা ব্যয় হবে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— পুকুরের সংখ্যা ৭০'×৫০' সাইজের ১৮টি পুকুর করার পরিকল্পনা আছে, এর পুরো এষ্টিমেট যেটা তার পরিমাণ হচ্ছে ১, ০২, ২০০ টাকা।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এই সমস্ত দীঘি হল হিষ্টরিক্যাল অর্থাৎ পুরাতন মহারাজদের একটা কীর্তি। এই সমস্ত কীর্তি ছোট ছোট পুকুর খনন করার ফলে নষ্ট হচ্ছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি যতটুকু জানি এইগুলি দামে টানে ভর্তি ছিল, একে সংস্কার করে নেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে মৎস্য চাষ করা হচ্ছে। ঐতিহাসিক ঘটনা তার সংগে জড়িত আছে, এই ঐতিহাসিক ইম্পোর্টেন্স মৎস্য চাষের দ্বারা কমবে না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার-- ধনীসাগরের ভিতর দিয়ে কোন রাস্তা করার পরিকল্পনা আছে কিনা।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আজ পর্য্যন্ত এই স্কীমে কতটা ছোট ছোট পুকুর খনন করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই স্কীম মতে কাজ সুরু হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমার কাছে যতটুকু খবর আছে পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সুরু বলতে কি বুঝেন, কতটুকু হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— সুরু বলতে সুরু বুঝায়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার— এই স্কীমে যে সব পুকুর করা হয়েছে, সেইসব পুকুরে পোনা চাষ হচ্ছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমি নোটিশ চাই।

Mr. Speaker— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma— Starred Question No. 124.

Shri Tarit Mohan Das Gupta— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 124.

QUESTIONS	ANSWER
1) number of encroachment cases of Municipal land at Agartala by rent payers ;	1) So far 56 cases of encroachment have been found out on spot enquiry by the Municipality.
2) in how many cases the requisitions have been sent to the Settlement Officers to remove the encroachment under Land Revenue and Land Reforms Act of Tripura.	2) In 56 cases, the requisitions have been sent to the Settlement Officer to remove the encroachment on Municipality Property.

QUESTION	ANSWER
3) in how many cases the encroached land have been re-occupied ?	3) In 20 cases the encroached land has been re-occupied from Settlement Office, other cases are pending.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত জায়গা এনক্রোচড হয়ে আছে সেই সমস্ত জায়গা উদ্ধার করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পেণ্ডিং যেগুলি আছে, সেগুলির জন্য মিউনিসিপ্যালিটি থেকে মুভ করা হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কত পরিমাণ জায়গা দখলে আনা হয়েছে এবং কত পরিমাণ জায়গা এখন পর্য্যন্ত দখলে আনা হচ্ছে না।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কোন কোন এলাকার মধ্যে, কার মৌজির মধ্যে এই জায়গাগুলি এনক্রোচ্ড অবস্থায় আছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—নোটিশ চাই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী-মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, যে আগরতলা মসজিদ পট্টিতে মসজিদ আছে, তার কাছে একটা মাদ্রাসা আছে, সেই মাদ্রাসার পুষ্করিণী থেকে কতটুকু জমি এনক্রোচ করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এটা মিউনিসিপ্যালিটির জমি বলে আমার জানা নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ময়লা পরিষ্কারের জন্য যে মেথর পেসেজ করার কথা, সেগুলি হচ্ছে না কেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এর সংগে সরাসরি এটা আসে না, তবে আমার যতটুকু মনে হয়, কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটির জায়গায় হয়তো এনক্রোচ্‌মেণ্ট থাকতে পারে, যদি থাকে তাহলে সেখানে কাজ বিলম্ব হবে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী— মসজিদের যে মাদ্রাসা, তার পুকুরের জমি এনক্রোচ করা হয়েছে কিনা, সেটা তদন্ত করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দেখবেন কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত-- মিউনিসিপ্যালিটির প্রপার্টি হলে, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে তদন্ত করার ব্যবস্থা করা হবে।

মিঃ স্পীকার— শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৩

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—অনারেবল স্পীকার, স্যার, ষ্টর্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৩

প্রশ্ন	উত্তর
উদয়পুরের চন্দ্রসাগর নামীয় দীঘি পুনঃ সংস্কারের স্কীম কোন ডিপার্টমেন্টের কোন সনের ছিল ?	মূলতঃ ইহা ১৯৫৮ সনে পুনর্ব্বাসন বিভাগ কর্ত্তৃক আরম্ভ হয়। উক্ত স্কীমটি ১৯৫৯ইং সনে কৃষি বিভাগে হস্তান্তরিত হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই দীঘি সংস্কার বাবদ কত টাকা স্যাংশান ছিল ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—প্রথম স্কীমে, এক ফেজে ২৮,০০০ টাকা স্যাংশান ছিল।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই ২৮,০০০ টাকা কোন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে প্রথম খরচ করা হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— কাজ কিছু রিলিফ ডিপার্টমেণ্ট করেন, তারপর পি. ডব্লু. ডি. সেটা ট্রান্সফার করা হয়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার— ইহা কি সত্য নহে যে এই দীঘিটা সংস্কারের স্কীমটা রিলিফ ডিপার্টমেণ্ট থেকে প্রথমে করানো হয়।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত-- উত্তরে আমি তাই বলেছি—মাননীয় স্পীকার মহোদয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কি বর্ত্তমানে এটার দায় দায়িত্ব এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টকে দেওয়া হল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— কারণ হচ্ছে প্রয়োজন। রিলিফ ডিপার্টমেন্টে এই কাজ করানোর মত স্পেশালিষ্ট নাই, কাজেই কাজটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান, যে রিলিফ ডিপার্টমেন্টকে এই পুকুরটি সংস্কারের কাজের দায়িত্ব দেওয়ার পরও, রিলিফ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এই পুকুরটির সংস্কার হয় নাই ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—রিলিফ থেকে এই স্কীমটা ফিশারী ডিপার্টমেন্টের আণ্ডারে চলে আসে এবং পরবর্ত্তী সময়ে এই কাজগুলি এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে করানো হয়।

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা— আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই রিলিফ ডিপার্টমেন্ট এই সংস্কার বাবদ কোন টাকা খরচ করেছিল কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—আংশিক করেছিলেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—এই স্যাংশাণ্ড এ্যামাউন্টের মধ্যে কত পরিমাণ টাকা খরচ করেছিল রিলিফ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে বলতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—১৯৫৯—৬০ ইং সনে ১, ২২৮ টাকা ব্যয় হয়েছিল।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই দীঘিটা সম্পূর্ণ রিকলেমেশানে আনা হয়েছে কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এখনও কিছু কাজ রয়ে গেছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—এই দীঘিটা সংস্কার হলে পরে, এটা মৎস্যজীবিদের দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—বর্ত্তমানে যে পরিকল্পনা আছে তাতে দেখা যায়, এই

দীঘিটা সংস্কার হলে পরে, এই ট্যাক্সের দ্বারা যেটা আয় হবে এপ্লাইড নিউট্রিশান প্রোগ্রাম পরিকল্পনা অনুযায়ী এ, অঞ্চলে যারা উদ্বাস্তু আছে, তদের সোসাইটির মধ্যে যারা গরীব আছে একপেক্‌টেন্ট মাদার, চিল্‌ড্রেন তাদের উন্নতির জন্য এই অর্থ ব্যয়িত হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এ' দীঘি সংস্কার করতে এত সময় লাগার কি কারণ থাকতে পারে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—কারণ হচ্ছে দীঘির উপর এক ধরণের দাম তৈরী হয়, সেটা অত্যন্ত পুরু, কাজেই এইগুলি পরিষ্কার করার জন্য উপযুক্ত কণ্ট্রাক্টার নেয়া হয়েছিল, কিন্তু কণ্ট্রাক্টাররা ফেল করেছে এবং তার কষ্ট ও অত্যন্ত বেশী পড়ছে, একদল লোক বেশীদিন কাজ করতে চান না, ইত্যাদি কারণে যারা আসেন তারাও বেশী অর্থ দাবী করেন, এই সমস্ত নানা কারণে কাজ দেরী হয়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই প্রথমে এই দীঘির কন্‌ট্রাক্ট কে নিয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি স্মৃতির থেকে বলছি উদয়পুরের কোন লোকই নিয়েছিল।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—ইহা কি সত্য নহে, প্রথমে ফুলকুমারীর সমবায় সমিতি এটার কন্‌টাক্ট নিয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, এই সমবায় সমিতির আর্ণেষ্টমানী এবং একটা বিল এখনও পেমেণ্ট করা হয় না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—It does not come out of this question, Sir.

মিঃ স্পীকার—মূল প্রশ্নের সংগে এটার সংগতি নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, দীঘির সংস্কার বাবদ যে এ্যামাউণ্ট স্যাংশান করা হয়েছিল, সেই এ্যামাউণ্টগুলি কি সবই খরচ হয়ে গেছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—সব ব্যয় হয় নাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই দিঘিটা এই কাজের জন্য এষ্টিমেট কয়বার চেষ্টা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মহোন দাশগুপ্ত-- কয়েকবারেই চেষ্টা করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন স্যাংসন অ্যামাউণ্টের মধ্যে কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কত টাকা বর্ত্তমানে আছে এবং বর্ত্তমানে যে টাকা আছে সেই টাকা দিয়ে বাকী সংস্কারের কাজটা করা যাবে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— এটার জন্য নোটিশ চাই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী— এই দিঘিটা সংস্কার করার সময়ে পি, ডব্লিউ, ডি, এর কর্মচারীদের মধ্যে এবং পাব্লিকের মধ্যে কোন মোকদ্দমা হয়েছিল কিনা এবং হয়ে থাকলে তার রেজাল্ট কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— এই দিঘি সংস্কারের জন্য কয়বার এষ্টিমেট করা হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— আমার কাছে যে ফিগার আছে তাতে দেখা যায় তিনবার হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— প্রথমে কত টাকার এষ্টিমেট হয়েছিল, দ্বিতীয়বার কত টাকার হয়েছিল এবং তৃতীয়বার কত টাকার অ্যামাউণ্ট এষ্টিমেট করা হয়েছিল ?

শ্রীতড়ি মোহনৎ দাশগুপ্ত— প্রথমটা আমি বলেছি আগেই, দ্বিতীয়বার দেখা যায় ১১,০০০ হাজার টাকা এবং সবটা মিলিয়ে ৮,৪০০ টাকা এষ্টিমেট করা হয় এবং তার থেকে ৪৫,২০৭·৬৫ পয়সা ব্যয় হয় এবং কিছু লায়াবিলিটিজ ছিল ৫৬৯·৮০ পয়সা। তারপর এই কাজটা ডিপার্টমেণ্টালী করার জন্য অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্‌টের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন স্কীমটার এষ্টিমেট করতে হয়েছিল কি কারণে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— কাজের কঠিনত্বের জন্য—

শ্রীএসরাজ আলী চৌধুরী— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই দিঘি সংস্কারের সময় কোন কন্ট্রাক্টর পি, ডব্লিউ, ডি, এর বিরুদ্ধে কোন আরবিট্রেশন মোকদ্দমা করেছিল কিনা ? যদি করে থাকে তবে এর পর কি হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— আমি নোটিশ চাই।

Mr. Speaker— To-day there are two unstarred questions ; Question No. 146 & 165. The Minister may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred questions.

Shri T. M. Das Gupta— Mr. Speaker, Sir, I lay the copies of the Unstarred questions on the Table.

Mr. Speaker— The following bills recieved the Assent of the President on dates as mentioned against each—

(1) The Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967 (Bill No. 1 of 1967) .. on 28th March, 1967.

(2) The Appropriation (No. 2) Bill, 1967 (Bill No. 2 of 1967) .. on 28th March, 1967.

These are for information of all members.

Next item in the List of Business is Voting on Demands for Grants for 1967-68. To-day 3 demands viz. Demand Nos.—20—Industries, 39—Capital Outlay on Industrial and Economic Development and 46—Loans & Advances by the State/Union Territory Governments are to be disposed of.

Now I call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 20—Industries and 39—Capital Outlay on Industrial and Economic Development together.

Shri Krishnadas Bhattacherjee, (Finance Minister)— Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not

exceeding Rs. 33,90,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968, in reespect of Demand No. 20—Industries.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 8,00,000/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 39 - Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

Mr. Speaker —Now I call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma to move his Cut Motion on Demand No. 20

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ২০ ইণ্ডাষ্ট্রিজ। এখানে আমার কাটমোশন হচ্ছে—Inadequacy of provision for the development of Small Scale Industries. আর একটা হচ্ছে Demand No. 39—এ Failure to run properly the Govt. Commercial and Industrial undertaking. এখন প্রশ্ন হচ্ছে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে পরিমানে লোকসংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে এবং যেভাবে আমাদের অর্থ নৈতিক সংকটকে আরও তীব্র করে তুলছে সেই অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমাদের চিন্তা করতে হয়, ত্রিপুরার মানুষকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে এখানে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলাপমেণ্ট করা দরকার। অর্থাৎ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলাপমেণ্ট ছাড়া বর্ত্তমান ত্রিপুরার যে বেকার সমস্যা, ত্রিপুরার যে আর্থিক সমস্যা বা অন্যান্য সমস্যা সেগুলি সমাধান করা সম্ভব নয়। কারণ ত্রিপুরা একটা ক্ষুদ্র এলাকা, এখানে টিলাই বেশী, এখানে এখন পর্যন্ত আমরা কৃষিপ্রধান রাজ্য হিসাবেই আছি। কাজেই আজকে যে সমস্ত লোক দিনের পর দিন আসছে তাদের বাঁচার তাগিদে আজকে জমির উপর চাপ অত্যধিক বাড়ছে। ফলে আজকে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যান্ত আমরা দেখি সর্ব্বত্রই জমি নিয়ে এই সমস্যা চলছে। কাজেই জমির উপর চাপ যদি কমাতে হয় তাহলে জমি ছাড়াও দরকার অন্য কোন জিনিষ। সেটা হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রি। বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রি যদি ত্রিপুরাতে গড়ে তোলা না যায় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই মৃত্যুর মুখে চলে যেতে বাধ্য। এই অবস্থা আমরা বহুদিন থেকেই শুনে আসছি। রুলিং পার্টির মিনিষ্টাররাও স্বীকার করবেন বাস্তব অবস্থাটাকে এবং বাজেটের মধ্যেই পলিসি ষ্টেটমেণ্টের মধ্যে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা আছে যে এখানে ইণ্ডাষ্ট্রি হবে, বেকার সমস্যার সমাধান করা হবে।

অর্থাৎ অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্রি করা হবে, যেমন প্লাই -উড, সুগার কেন বা সুগার ফ্যাক্টরী বা পেপার মিল, এইরকম ধরণের বহু নাম আমরা শুনেছি প্রাইভেট সেকটারে করার কথা। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত হয় নাই বা কখন হবে তার কোন নিশ্চয়তা নাই। সেই দিক দিয়ে কোন চেষ্টা চরিত্র হচ্চে না। কাজেই এখন প্রশ্ন হচ্ছে যারা পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে চাপে পড়ে দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন, তারা এসেই দেখতে পান যদি বাঁচতে হয় তাহলে তাদের জমি দরকার। জমি কাদের আছে? যারা স্থায়ী বাসিন্দা, যারা উপজাতি,—একথা বললেই রুলিং পার্টির গাত্রদাহ আরম্ভ হয়। উপজাতিরা চিন্তায় চেতনায় বুদ্ধি বিবেচনায় অনগ্রসর। কিন্তু তাদেরও বাঁচার তাগিদ আছে, তাদের জমির তাগিদ আছে, কারণ বাঁচতে হলে জমির দরকার। শত শত কেস আজকে চলছে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে আমরা এখন আরও দেখছি যে এখানকার যারা উপজাতি তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে শত শত উপজাতিকে নানা অঞ্চল থেকে উৎখাত করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন কারণে তারা আজকে উৎখাত হচ্ছে অর্থাৎ যাযাবরের মত অবস্থা চলছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যদি সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি, অগ্রগতির কথা চিন্তা করতে হয় তাহলে আজকে ইণ্ডাষ্ট্রিকে বাদ দিয়ে কেউ চিন্তা করতে পারে না। এই অবস্থার মধ্যে বর্ত্তমানে রুলিং পার্টি, আমরা গতবারের বাজেট'এর কথা বাদ দিলেও এবার মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী শ্রী এস, এল, সিংহ কলিকাতা, দিল্লী আসা যাওয়ার পথে বিভিন্ন সময় সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন যে আমরা ত্রিপুরাতে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ব, প্লাই উড ইণ্ডাষ্ট্রি, সুগার মিল, পেপার মিল ইত্যাদি আমরা করব, এটা আমরা শুনে আসছি, কিন্তু কার্যতঃ আজ পর্যন্ত কিছুই হচ্ছে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যদি ইণ্ডাষ্ট্রি করতে হয়, তাহলে আমাদের কম্যুনিকেশানকে আরও ষ্ট্রেংদেন করতে হবে, হয়তো রুলিং পার্টির মিনিষ্টাররা বলতে পারেন যে আমরা ধর্মনগর পর্য্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা করেছি, আগের তুলনায় অনেক দুর আমরা অগ্রসর হয়েছি, এই সমস্ত বড় বড় কথা বলে আত্মসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারেন। আমরা এই সমস্ত কথা অনেক শুনে আসছি। কিন্তু কথা হচ্ছে যদি ইণ্ডাষ্ট্রি করতে হয়, শুধু মোটর দ্বারা উৎপাদনের কাঁচা মাল আনা নেওয়া করা সম্ভবপর নয়, কাজেই সেই দিক দিয়ে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলা মুখের কথা নয়। সাব্রুম পর্যন্ত সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে যাতে মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হয়, মালপত্র ক্যারিং'এর পক্ষে সুবিধা হয় তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে এবং যদি করতে হয় আমাদের রেলপথের সম্প্রসারণ করা দরকার। কিন্তু এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের যে পলিসি ষ্টেটমেণ্ট সেখানেও এ্যামেণ্ডমেণ্ট দিয়ে বক্তব্য রাখতে আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু এই সম্পর্কে কোন রকম প্রতিশ্রুতি রুলিং পার্টির মিনিষ্টাররা দেননি বা আমরা যে এক সময়ে ঐক্যবদ্ধভাবে রিজল্যুশান একটা নিয়েছিলাম সেই রিজল্যুশানের ভাগ্যে যে কি ঘটল, আদৌ সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন একষ্টেনশান করবেন কিনা, তার কোন হদিশ আমরা পাচ্ছি

না। বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ আমরা বছর বছর রাখি, ত্রিপুরাতে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলব, ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান করব এই সমস্ত গাল ভরা কথা, বড় বড় কথা আমরা প্রত্যেক সেশানে শুনতে পাই, কিন্তু কার্যতঃ ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ার ইচ্ছা যদি রুলিং পার্টির থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন করার ব্যবস্থা করা হত, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেদিকে কোন নজর দেওয়া হচ্ছে না। এই ব্যাপারে রুলিং পার্টি কি চেষ্টা করছেন, সেইটুকু পর্যন্ত এই বক্তব্যের মধ্যে রাখেননি। অর্থাৎ যে প্রস্তাবটা আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই হাউসে নিয়েছিলাম এবং সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছে প্রস্তাবটা পাঠান হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে প্রস্তাবটা ইম্প্লীমেণ্ট করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা তাঁরা বলেন নাই — ধামা চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হয়তো আমরা বাজেট'এ ব্যয় বরাদ্দ রাখব, আগেও আমি বলেছি, ত্রিপুরা সরকারের পরিকল্পনা, প্রকল্পের অভাব নাই, অনেক প্রকল্প, অনেক পরিকল্পনা আমরা দেখছি, কিন্তু এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের আর্থিক আয় উন্নত হচ্ছে না, জনসাধারণের আর্থিক মান উন্নত হচ্ছে না, এই হল অবস্থা। অর্থাৎ বাজেটে বরাদ্দ রাখি, টাকা খরচ হয়ে যায়, কার্য্যতঃ মানুষে লাভবান হচ্ছে না। কাজেই প্রকৃতই যদি বেকার সমস্যা দূর করতে হয়, সামগ্রিকভাবে যদি ত্রিপুরার উন্নতি, অগ্রগতি করতে হয়, তাহলে রেল লাইন করার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ পাওয়ার এর ব্যবস্থা করতে হবে। পাওরারের কথা অনেক আলোচনা হয়ে গেছে, পুনরায় আলোচনা করতে চাই না, পাওয়ার আমাদের দরকার এটা সকলেই স্বীকার করবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্যের মুল বিষয়বস্তু হচ্ছে এই, রুলিংপার্টি অনেক সময় অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমরাও বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ রাখছি, নেশান্যাল ইণ্ডাষ্ট্রী কর্পোরেশান খাতে ত্রিপুরা সরকার ৭৫,০০০ টাকা ধরেছেন ত্রিপুরাতে একটা ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল বেস করার জন্য। সার্ভে করানোর জন্য ৭৫ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। তারপর ওদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত পেপার মিল করার জন্য প্ল্যান প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছিল, সেটাতে কেন্দ্রীয় সরকার আপত্তি দিয়েছেন, অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগ যদি প্রডাকশন হয় তাহলে সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট কোন বড় রকমের ইণ্ডাষ্ট্রী এখানে গড়তে চান না। আসামে যদি করা যায়, তাহলে নেফা, মণিপুর এবং ত্রিপুরা থেকে মেটেরিয়ালগুলি সংগ্রহ করা যায়, সেইদিকে কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তা করছেন। সেই স্কীম মতে আমাদের এখানে কোন প্ল্যান প্রোগ্রাম কেন্দ্রীয়ভাবে করা হচ্ছে না। কিন্তু যেটা করার কথা সেটা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টর। আমরা যদি ধরে নেই যে এই শিল্প আসামে হলে পরে আমাদের ত্রিপুরার কাচা মাল সরবরাহ করা যাবে তাহলে আমাদের এখানকার যে বেকার সমস্যা, সেটা থেকেই যাবে। কাজেই সেটা থেকে মুক্তি পাওয়ার

জন্য একটা বড় রকমের শিল্প যদি গড়ে তোলা যেতো, তাহলে অনেক লোক সেখানে কাজ করে খাওয়ার সুযোগ সুবিধা পেত, কিন্তু এই যে অবস্থা চলছে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার করতে চাচ্ছেন না, কাজেই এখানকার রুলিং পাটির যে মিনিষ্টাররা তারা নাকের মধ্যে নস্যি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকবেন, আর আত্মসন্তুষ্টি লাভ করবেন যে আসামে ইণ্ডাষ্ট্রী হবে, আসামতো ভারতবর্ষেরই একটা অঙ্গ, সেখানে হলে আমাদের ক্ষতি কি, এইকথা যদি মনে করে থাকেন, তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান করার যে একটা আশা ছিল সেটা হবে না। তারা তাতে শুধু কাঁচামাল সপ্লাই করতে পারবে, আর কোন দিকে লাভবান হওয়ার কোন কারণ নাই। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বেকার সমস্যার সমাধান বা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভবান হওয়ার কোন কারণ আমি দেখছি না। এই হল একটা জিনিষ, তদুপরি শান্তিরবাজারে পল্যাইউডের একটা কারখানা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাইভেট সেক্টারে প্ল্যান, প্রগ্রাম করার পর, এখানকার যে কর্তৃপক্ষ, রুলিং পাটির মাননীয় মিনিষ্টাররা এই ব্যাপারে উদাসীন হয়ে রইলেন, কাজেই ইনডাষ্ট্রি যারা করতে চেয়েছিলেন, তারা ফিরে যেতে বাধ্য হন। এমন অনেক ঘটনা আছে। যেমন ত্রিপুরায় সুগার প্রডাকশান, এখানে সুগার কেন পূর্বে অনেক হত, এখন কিছুটা কম হচ্ছে, কিন্তু ত্রিপুরাতে একটা সুগার ফ্যাক্টারী হতে পারত, তার জন্য দিল্লী থেকে প্রাইভেট সেক্টারে একটি কারখানা করার জন্য স্কীম দিয়েছিল, কত টাকা তারা ইনভেষ্ট করবে, কত লোক নিয়োগ করা যাবে, কি পরিমান প্রডাকশান হবে, সমস্ত দিয়ে একটা স্কীম করে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু ত্রিপুরার সরকার যিনি এই সমস্তের দায় দায়িত্ব নিয়েছেন, তারা এই সম্পর্কে কোন উৎসাহ দেখান নাই, ফলে এই স্কীমটা এবাণ্ডান হয়ে গেছে। অর্থাৎ প্রাইভেট সেক্টারে যারা আসতে চায়, তাদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই তারা করতেও পারছেন না। আমরা বরাবর শুনতে পাই সমাজতন্ত্রের বুলি, সমাজতন্ত্রের দিক ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু কার্য্যতঃ তার কোন চেষ্টা আমরা দেখতে পাই না। আজকে প্রাইভেট সেক্টারে যদি না করা হয়, তাহলে ষ্টেট সেক্টারেই করা হউক এবং সেই জন্য ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের উপর চাপ দিয়ে সেটা স্যাংশান করিয়ে আনার চেষ্টা নিশ্চয়ই করতে পারতেন। সরকারী প্রচেষ্টায় পেপার মিল হতে পারত, জুটের কল হতে পারত, বা এখানে প্লাইউডের কারখানা হতে পারত, ম্যাচ ফ্যাক্টরী হতে পারত, সুগার ফ্যাক্টরী হতে পারত, এখানকার বেকার সমস্যাকে আংশিক সমাধান করা যেত। কিন্তু সেই দিকে নজর দেওয়ার কোন ঘটনা আমরা রুলিং পাটির কার্য্যকলাপে দেখছি না। শুধু মুখের বুলি, শুধু প্রতিশ্রুতি বা অভয়বাণী আমরা শুনতে পাচ্ছি। এই অবস্থা আজকে চলছে। সুতরাং আজকে ইণ্ডাষ্ট্রির মাধ্যমে যে টাকা পয়সা যেভাবে ব্যয় বরাদ্দ করা হয় সেই ঘটনাগুলি যদি আমরা একটা একটা করে দেখি, তাহলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পরিকল্পনা পর্যন্ত এই ইণ্ডাষ্ট্রি বাবতে, অর্থাৎ ত্রিপুরাতে ছোট ছোট ইণ্ডাষ্ট্রি করে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি হওয়ার কথা। কিন্তু পরিকল্পনার পেছনে যে সমস্ত কাজ করানো হয়েছে বা পরিকল্পনার মাধ্যমে যে সমস্ত টাকা পয়সা খরচ হয়েছে

এইগুলি যদি আমরা তলিয়ে দেখি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই, দেখতে পাই যে এ' টাকাগুলি শুধু অপব্যয় হয়েছে, কোন কাজ হয় নাই, কোন লোকের কোন উপকারে আসে নাই। অর্থনৈতিক উন্নতি অগ্রগতি হওয়া দূরের কথা, টাকাগুলি মিস্‌-ইউজ হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা ঘটনা আমি এখানে উল্লেখ করব। কিভাবে কোথায় কি অবস্থা হয়েছে। সরকারী রিলিফ এবং রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে যে কিছু কিছু কাজ করা হয় নাই তা নয়. অনেক কাজ করানো হয়েছে। ম্যাচ ফ্যাক্টরী করার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে বা কোন কোন জায়গার মধ্যে বিভিন্ন রকমের ফ্যাক্টরী করার জন্য অনেক টাকা লোন বা গ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকে যে সমস্ত টাকা ব্যয় করা হয়েছে সেগুলি যদি আমরা তদন্ত করে দেখি তাহলে দেখতে পাব যে এইগুলির চিহ্ন পর্যন্ত নাই। ম্যাচ ফ্যাক্টরী করার জন্য বড় রকমের একটা অ্যামাউন্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কার্যতঃ পরে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে, তার কোন চিহ্নমাত্র নাই।

আর একটা ঘটনা হল যে অরুন্ধতীনগরে একটা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এষ্টেট করা হয়েছে। গত ৩১শে মার্চ, ১৯৬১ সালে যখন সেকেণ্ড প্ল্যান শেষ হয়ে গেল তখন সেখানকার ওয়ার্কার্সদের বলা হল যে তোমরা কো-অপারেটিভ কর, অর্থাৎ সরকার এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটটা আর পরিচালনার দায় দায়ীত্ব নেবেন না। যারা সেখানকার কর্মচারী, তাদিগকে বলা হল এই কথা। পরে তারা সরকারের ইনষ্ট্রাকশন মেনে নিয়ে কো-অপারেটিভ করল। সেখানে অনেকগুলি আইটেম আছে। প্রত্যেকটা আইটেমে দশ হাজার টাকা করে লোন দেওয়া হল। এরপর দেখা গেল যে কো-অপারেটিভ আর চলে না। না চলার ফলে শেষ পর্যন্ত সেটাকে ভলান্টারিলী লিকুইডেশন করে দেওয়া হল। তারপর সেটাকে রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের হাতে তুলে দেওয়া হল। প্রথম হল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট, তারপর কো-অপারেটিভ, তারপর রিলিফ রিহেবিলিটেশন কর্পোরেশনকে এই দায়িত্বটা দেওয়া হল। দেওয়ার পরে বেশ কিছুদিন চলার পর আপটু ১৯৬৫ পর্যন্ত, আবার যখন এটা চলে না তখন বাধ্য হয়ে নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব নিতে হল। এখন ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্টের হাতে আছে। পূর্ব্বে সেখানে ওয়ার্কাস ছিল সাড়ে তিনশ। আর কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আমি জানি সেখানে একশ ছিল। এখন বোধ হয় আরও কমে গেছে। বর্ত্তমানে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এসটেটে যারা কাজ কর্ম করে তাদের অবস্থা হচ্ছে নো ওয়ার্ক, নো পে, এইরকম। তাদের পরিবার রক্ষার দায় দায়িত্বের কোন গ্যারাণ্টি নাই। কাজ হল বেতন পেল, কাজ হল না বেতন পেল না। অর্থাৎ কি অবস্থায় ছিল আর কি অবস্থা হয়েছে। তাছাড়া কো-অপারেটিভগুলি, শুধু কো-অপারেটিভের কথা আমি বলছি না, ইণ্ডাষ্ট্রি খাতে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় সেটা যে পারপাসে দেওয়া হয় আজকে সেই পারপাসগুলি সার্ভ হচ্ছে না, টাকাগুলি অপব্যয় হচ্ছে। তারই একটা চিত্র আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই হাউসে তুলে ধরছি। অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত এটা ব্যর্থ হয়ে গেল। তাছাড়া সেখানে প্রাক্তন ছাত্রদের একটা কো-অপারেটিভ আছে, তাদের

ব্যক্তিগতভাবে অনেক লোন দেওয়া হয়েছে। এই লোনের কোন হিসাব নাই। এইরকম একটা দুইটা করে অনেকগুলি করা হয়েছিল। যেমন বগাফাতে একটা সেন্টার, অমরপুরে একটা সেন্টার আছে, ধর্মনগরে আছে, বিলোনীয়াতে আছে, উদয়পুরে আছে, বিভিন্ন জায়গার মধ্যে আছে। প্রথম প্রথম বাজেটে টাকা যখন থাকে তখন বেশ জাক জমকভাবেই হয় এবং পরবর্তী সময় আস্তে আস্তে ঐসব লিকুইডিশনে যাওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে যেগুলো আছে সেগুলি শুধু টিম টিম করে জ্বলছে, কোন রকম অস্তিত্ব শুধু বজায় রেখে চলছে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে ত্রিপুরার মধ্যে কোন রকম উন্নতি অগ্রগতি হতে পারে না। এই রকম অনেক ঘটনা আছে, যেমন এখানে বিষ্ণু এজেন্সী নামক একটা কারখানা হয়েছিল। তাদিগকে পারমিট দিয়ে কাজ করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে এটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এইভাবে আজকে যদিও আমরা এখানে ইণ্ডাষ্ট্রি খাতে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছি কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা দেখতে পাই প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় যে সমস্ত টাকা রেখেছিলাম সেগুলি অপব্যয় হয়েছে। কাজেই বর্তমানে সরকার যদি এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন না করেন, যদি জনসাধারণকে গালভরা অভয়বাণী শুনিয়ে যান তবে তাতে কোন কাজ হবে না বরং দিনের পর দিন অবস্থা খারাপের দিকে যাবে। সমস্ত দোষ যদি জনসাধারণের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে তারা নিজেদের দোষ অস্বীকার করতে চান তাহলে যদিও এই ব্যয় বরাদ্দ আছে তাতে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন উন্নতি অগ্রগতি হবে না। কোন রকম প্ল্যান প্রগ্রাম না করে মিনিষ্টাররা একে অন্যের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ত্রিপুরার শান্তি বিঘ্নিত করবার চেষ্টায় আছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ক্যাপিটেল আউটলে অন ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৯ এর মধ্যে এই চিত্রগুলি দেখলেই ইণ্ডাষ্ট্রির ডেভেলাপমেন্ট সম্পর্কে সরকার যে উদাসীন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে আইটেম ওয়ান বাই ওয়ানে একটা আছে যেমন শেয়ার কেপিটেল কনট্রিবিউশন ১লক্ষ টাকা ছিল। এখানে অবশ্য দুইটা মিলিয়ে আড়াই লক্ষ টাকা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থাৎ যেভাবে আমাদের এখানে জনতা বাড়ছে, সেই জনসংখ্যাকে যদি ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে হয় বা দেশের উন্নতি অগ্রগতি করতে হয়, তাহলে টাকার পরিমাণ আরও বেশী করা দরকার। যে পরিমাণ ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, এটা শুধু লোক দেখানো বলা যেতে পারে। এই ব্যয় বরাদ্দ দ্বারা খুব বেশী অগ্রগতি বা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যে আর্থিক উন্নতি হবে এটা মনে করার কোন কারণ নাই। আরেকটা হচ্ছে – A1(3)—Investment in Share Capital of Road Transport Corporation. এখানে ১৯৬৬-৬৭'এ ধরা হয়েছিল পনের লক্ষ টাকা। এবার সেটাকে কমিয়ে করা হয়েছে তিন লক্ষ টাকা। অর্থাৎ রুলিং পার্টির মিনিষ্টাররা যদি একথা মনে করে থাকেন যে রোড ট্রান্সপোর্টের সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে, আর এটার দরকার লাগবে না, তাহলে বলার কিছু নাই। কিন্তু যেভাবে ধর্মনগর টু সাব্রুম, আগরতলা টু সাব্রুম, সাব্রুম টু ধর্মনগর, যে বাসগুলি বর্তমানে আছে, সেগুলির সংখ্যা খুব কম। সেগুলির সংখ্যা বাড়ানো দরকার। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে যদি আরও উন্নত করতে হয়, আরও গ্যারেন্টেড

করতে হয় তাহলে এই বাসগুলি আরও বাড়ানো দরকার এবং তার জন্য এই খাতে আরও বেশী ব্যয় বরাদ্দ রাখা উচিৎ ছিল। কিন্তু এই খাতে মাত্র তিনলক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এই বাস সার্ভিস যদি বাড়ানো যেত, তাহলে কিছুসংখ্যক লোকের কর্ম্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করা যেত, এবং অনেক মানুষের পক্ষে খেটে সংসার চালানোর সহায়ক হত। কিন্তু এটা তাদের চিন্তা চেতনার মধ্যে নাই। লোক দেখানোর জন্য এই ব্যয় বরাদ্দ এখানে ধরা রয়েছে "যে, দেখ আমরা এখানে টেন্সপোর্টের জন্য ব্যয় বরাদ্দ রেখেছি, আরও রাখব ইত্যাদি"।

"Capital outlay on Industrial and Economic Development" Investment n Co-operative Societies. এটার যে অবস্থা, সেটা না বললেও চলে। নমঃ নমঃ করে একটা এ্যামাউন্ট ধরা হয়েছে। কারণ, না রাখলেই নয়। কাজেই এই চিন্তা দেখে একথা মনে করার কোন কারণ নাই যে এই ইণ্ডাষ্ট্রির মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হবে, সামগ্রিকভাবে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাব। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে সমস্ত খাতে টাকাগুলি ইনভেষ্ট করলে জনসাধারণের অর্থ নৈতিক মান উন্নত হতে পারে, দেশের প্রডাকশন বাড়তে পারে বা কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে সেইদিকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। ইণ্ডাষ্ট্রি করতে গেলে যে মূল জিনিষগুলি প্রথমে করা দরকার, যেমন রেল লাইন, পাওয়ার, আরও অনেকগুলি দরকার সে সম্পর্কে রুলিং পার্টির মিনিষ্টাররা উদাসীন। প্রাইভেট সেক্টারে ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য পার্টি আসে কিন্তু তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়, কারণ তাদের সাথে কো-অপারেশান করা হয় না বা তাদের উৎসাহ দেওয়া হয় না। আর যদি প্রাইভেট সেক্টারে না করতে হয়, তাহলে যাতে ষ্টেট সেক্টারে হতে পারে তারজন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের উপর চাপ দিয়ে যে এখানে ষ্টেট সেক্টারে কোন কিছু করা, সেইদিকেও কোন চেষ্টা নাই। এই অবস্থা চলছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে অবশ্য রুলিং পার্টির মিনিষ্টাররা বলতে পারেন, গালভরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, অভয়বাণী যেমন ভাবে দিয়ে আসছেন, সেভাবে দেবেন। কার্য্যতঃ আজকে তার দ্বারা যে ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিকভাবে উন্নতি, অগ্রগতি হবে, সেটা মনে করার কোন কারণ নাই। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় যেভাবে টাকাগুলি অপচয় করা হয়েছে, ঠিক তদরূপ এই বাজেটের টাকাগুলিও খরচ করা হবে, এই টাকার দ্বারা ত্রিপুরার জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে উপকৃত হবে না, একথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Member Shri Promode Ranjan Das Gupta to participate in the debate.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ২০ এর উপর বক্তব্য রাখতে যেয়ে প্রথমে এই ডিমাণ্ডের সমর্থনে এবং কাট মোশানের বিরুদ্ধে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে যে কাটমোশান মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু এনেছেন সেটা হচ্ছে—"Inadequacy of provision for the development of Small Scale Industries." সেখানে প্রথমতঃ আমি একথাই বলব যে এটা সত্য, ত্রিপুরায় জনসংখ্যা অসম্ভব বাড়ছে, এবং ত্রিপুরার কৃষি অর্থনীতির উপর ভীষণ চাপ এসেছে। সেই সমস্যা আমাদের সমাধান করতে হবে এবং সেই সমস্যাকে সমাধান করতে গেলে শিল্পের দরকার, এটা মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমি অস্বীকার করছি। কিন্তু একথা বলতে যেয়ে তিনি দুইটি কথা বলেছেন যে, যারা পাকিস্তান থেকে আসছেন, ত্রিপুরায় প্রবেশ করছেন, সেইসব লোক এসে কি করছে। তারা উপজাতীদের জমি হতে উচ্ছেদ করছেন এবং সরকার উপজাতীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছেন অর্থাৎ ত্রিপুরা সরকার কোন অবস্থায় মিল কিংবা ইণ্ডাষ্ট্রি করতে রাজী নয়। কিন্তু আমি তাদের একবার ভাবতে বলব যে প্রাইভেট পার্টির ইণ্ডাসৃট্রি করতে গেলে তারমধ্যে তারা যেসব কণ্ডিশন চাইবেন সেগুলি পূরণ করবার ক্ষমতা ত্রিপুরা সরকারের আছে কিনা? এমনও তো হতে পারে তারা ইলেক্‌ট্রিসিটি চাইতে পারেন। ত্রিপুরার ইলেক্‌ট্রিসিটি শহরেই চাহিদা মেটাতে পারছে না, শিল্পের চাহিদা মেটাবে কি করে? এমনও তো হতে পারে সাবসিডি চাইতে পারে। সেই সাবসিডি ত্রিপুরা সরকারের দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। তারা আবার বড় বড় কথা বলেছেন, সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। সমাজতন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে তিনি একটা ইংগিত করেছেন যে কংগ্রেস সমাজতন্ত্র চায় এই কথা শুধু মুখের বুলি। পাবলিক সেক্‌টারে তারা কোন রকম ইণ্ডাষ্ট্রি করছেন না। কিন্তু একটা কথা উনি ভুলে গেছেন যে সমাজতন্ত্র করতে গিয়ে ত্রিপুরার ক্যাপিটেল ফরমেশান হয়েছে কিনা। তার জন্য তো যেতে হবে সেই কেন্দ্রে। গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্য দিয়ে কৃষি শিল্প সমস্ত কিছুই ডেভেলাপ করতে হবে; উনি কি ভুলে যাচ্ছেন যে কেরালায় নাম্বুদ্রিপাদ প্রাইভেট সেক্টারে বিড়লাকে আহ্বান করেছিলেন এবং সেই প্রাইভেট সেকটারে করতে ত্রিপুরা সরকারের আপত্তি নাই। কাজেই সমাজতন্ত্র করতে গেলে ষ্টেজকে অস্বীকার করা যায় না। ত্রিপুরার ক্যাপিট্যাল যেহেতু ফরমেশান হয় নাই এবং সেই কেপিটাল আমরা কেন্দ্র থেকে পাব কিনা সেই প্রশ্ন দাঁড়ায়। তাই আমাদের প্রথম চিন্তা করতে হবে যে ইণ্ডাষ্ট্রী করবার ভিত্তি প্রথমে আমাদের পত্তন করতে হবে এবং সেই দিক দিয়ে আমরা বলছি যে সুগার মিল আমাদের দরকার, পেপার মিল আমাদের দরকার এবং জুট মিল আমাদের দরকার এবং তার জন্য একটা সার্ভেও করা দরকার। আমাদের কি পরিমানের মেটেরিয়াল আছে সেটাও আমাদের সার্ভে করতে হবে এবং সেই সার্ভে হচ্ছেও।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, যেহেতু ত্রিপুরায় বড়

ইণ্ডাষ্ট্রি গঠন করতে চাই এবং প্রাইভেট সেক্টারে সেইসব ইণ্ডাষ্ট্রি করবার জন্য ডুম্বুর হাইডেল প্রজেক্ট যাতে ১৯৬৯ সালে ত্রিপুরার সর্বত্র আসতে পারে তার জন্য একটা স্কীম নিয়েছেন সরকার মাননীয় সদস্য যদি নূতন বাজার যান বা ডুম্বুর এলাকায় যান তা হতে তিনি দেখতে পেতেন সেখানে সত্যিই কাজ হচ্ছে কিনা? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে যে ইলেকট্রিসিটির কথা বলছিলাম সেই ইলেকট্রিসিটি শুধু ডুম্বুর হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট থেকেই আসে নাই, আসাম থেকেও আসছে। আসাম থেকে যদি ইলেকট্রিসিটি আসে তাহলে সেই ইলেকট্রিসিটি এবং ডুম্বুরের হাইডেল প্রজেক্টের যে ইলেকট্রিসিটি সেটা দিয়ে একটা ইণ্ডাসট্রি করতে গেলে তার কতগুলি জিনিষ প্রয়োজন। প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে ক্যাপিটেল, র' মেটেরিয়াল এবং তার সাথে মিলস্ অব প্রডাকশন এবং তার সাথে দেখতে হবে যে কমপিটিটিভ মার্কেটে সেই ইণ্ডাসট্রি টিকতে পারে কিনা। এই কতগুলি ফ্যাক্ট আমাদের দেখতে হবে। মিলস্ অব প্রডাকশন সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে মেশিনারী যদি আমরা আনতে চাই তাহলে আমাদের ডলারের প্রয়োজন এবং বর্ত্তমানে কেন্দ্র আমাদের দেবে কি না সেই ডলার সেটাও আমাদের ভাবতে হবে। সেই ডলার ছাড়া বড় বড় মেশিনারী, বিদেশ থেকে যদি ডলার উপার্জ্জন না করা যায় তাহলে পাওয়া যায় না, সেটাও আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আর বিবেচনা করতে হবে, আমরা যে প্রডাকশান করব, আমাদের মাল বাজারে কম্পিটিশানে টিকবে কিনা, মার্কেটে চলবে কিনা? মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য'র ধারণা যে একটা পেপার মিল পাঁচ, সাত হাজার টাকায় হয়ে যায়, এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি এ'সব মিলের কথা বলছেন, তার এই যে অজ্ঞতা, সেটা অনুকম্পার বিষয়, সেইজন্য আমি উনার কথাকে আমল দিচ্ছি না।

মিঃ স্পীকারঃ—Hon'ble Member, please address the Chair. Do not look at the Member.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্তঃ—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এটা আমার কর্ত্তব্য যে মাননীয় স্পীকারের দিকে দৃষ্টি রেখে বলা, তবে তার অংগ ভংগীর দিকে মাঝে মাঝে আমার দৃষ্টি চলে যায়, এছাড়া তার কিছু নয়।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি যেকথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এই, যে কম্পিটিটিভ মার্কেট মানে কষ্ট অব প্রডাকশান কি পড়ে, একটা ইণ্ডাষ্ট্রি করতে হলে পরে কি পরিমাণ কষ্ট অব প্রডাকশান পরতে পারে, সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমতঃ আমাদের ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে যে পাওয়ার আছে, তার পার ইউনিট আট আনা কষ্ট পড়ে, কিন্তু যদি আমরা গোমতী হাইডেল প্রজেক্ট কিংবা আসাম থেকে পাওয়ার পাই তাহলে তার পার ইউনিট কষ্ট পড়বে ১০ থেকে ১২ পয়সা, এর বেশী পড়বে না। কাজেই সেই দিকে

চিন্তা করতে হবে র'মেটেরিয়ালসের কথা এবং কম্যুনিকেশানের কথা। বড় ইণ্ডাষ্ট্রির পত্তন করতে গেলে এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করে দেখতে হবে, তার জন্যই আমি সার্ভের কথা বলেছিলাম, কারণ সার্ভে করে দেখতে হবে সেখানে পেপার মিল করা চলে কিনা, প্ল্যাই উড ফ্যাক্টরি করা যায় কিনা, কম্যুনিকেশানের সুবিধা আছে কিনা, না থাকলে তার ব্যবস্থা করা দরকার এবং পাওয়ারের ব্যবস্থা করা দরকার। তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন যে পাওয়ার যদি না আসে, সাব্রুম পর্যান্ত যদি রেল এক্সটেণ্ড করা না হয়, তাহলে বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রি হতে পারে না, এই স্বীকার উক্তির পর আবার বলছেন যে আমরা কেন্দ্রকে চাপ দিয়ে কেন এগুলি করার চেষ্টা করছিনা। তার উত্তর দিতে গিয়ে আমি বলব যে আমরা চেষ্টা করছি যাতে এখানে বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রি গড়বার ভিত্তি স্থাপন করতে পারি। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি এই বক্তব্য রাখতে যেয়ে বাজেটের দিকে যাচ্ছি। বাজেটে ডিমাণ্ড নাম্বার ২০'তে আমরা দেখছি যে এই বছর ৩০,৯০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে এবং গত বছর যাতে ২৭,৭৫,০০০ টাকা ধরা হয়েছিল, অর্থাৎ এবছর, গত বছর থেকে বেশী টাকা ধরা হয়েছে এবং তার সাথে সাথে আরেকটা কথা আমি বলতে চাই যে ফোর্থ প্ল্যানে প্রাইভেট সেক্টারে স্পিনিং মিলের একটা পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন এবং সেই স্পিনিং মিলের জন্য ১৮,০০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। স্মল ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য সরকার একটা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন করেছেন এবং তার জন্য ফোর্থ প্ল্যানে ১০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। হ্যানডলুম আছে, অবশ্য টাইবেলদের নিয়ে এ্যাক্টিভ লুম প্রায় ১০ হাজার আছে এবং সেই খাতে আমরা দেখছি যে ৬,২৭,০০০ টাকা রয়েছে। আরেকটা খাতে রাখা হয়েছে, যেখানে উনারা বলেছেন যে ট্রান্সপোর্টের জন্য গত বছরে পনের লক্ষ টাকা রাখা হয়েছিল এবার সেখানে তিন লক্ষ টাকা রাখা হবে তাদের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করছি যে এই পনের লক্ষ টাকা রিভাইজড বাজেটে রাখা হয়েছে, ত্রিপুরার প্রয়োজনে বা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য বা সাহায্যের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে রিভাইজড বাজেটে এবারেও টাকা নেওয়া যাবে। তারপর আমরা দেখছি যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিট স্থাপনের কাজ, উদয়পুরে, কুমারঘাটে কনষ্ট্রাকশান আরম্ভ হয়েছে। অরুনধুতিনগর যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিট আছে, এটা সম্বন্ধে উনারা অনেক কথা বলেছেন, আমি উনাদের জ্ঞাতার্থে বলছি সেই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিটে এ্যালুমিনিয়াম, ইউটেনসিলস, বার্বড ওয়ার, ফাউনটেন পেন এবং ষ্টীল ফার্নিচার, সেফ্টী ম্যাচেচ এই সব সেখানে তৈরী হচ্ছে, তিনি বোধহয় সেটার খবর রাখেন না এবং সেখানে আরও কাজ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে মোলডিং এবং কাস্টিং প্রায় দুই শত ওয়ার্কার সেখানে আছে। ত্রিপুরায় একটা ক্যাসেণ্ডারিং এবং সাজিং প্ল্যান্টের ও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার পাঁচ শত পাওয়ার লুম করার জন্য টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে এবং পাঁচ শত পাওয়ার লুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন', একথাটা কিভাবে যে ইনণ্ডাষ্ট্রী গ্র্যাণ্টের উপর আলোচনার সময় তিনি জানলেন, তা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না আর কেনই বা নবাগতদের উপর এতবড় আক্রোশ যে নবাগতরা এলে উপজাতিদের জমি থেকে উচ্ছেদ করবে, এই যে সেক্টারীয়ান মনোবৃত্তি, সেই মনোবৃত্তি আজকে এই গণতন্ত্রের যুগে কামনা করতে পারি না। সেই মনোবৃত্তি হচ্ছে ভারতবর্ষের সংহতিকে নষ্ট করবার একটা প্রথম ধাপ। এটা তারা নানাভাবে বাইরেও প্রকাশ করছেন এবং তার কিছুটা আভাষ আমরা আজকের বক্তৃতার মধ্যে দেখতে পাই। এই নবাগতদের কেউ হয়তো একচেঞ্জ করে এসেছেন, কেউ হয়তো মা, বোনদের আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে না পেরে, তার মান মর্যাদা রক্ষা করতে না পেরে তারা পাকিস্থান থেকে চলে এসেছে এবং ত্রিপুরার মধ্যে আশ্রয় চান ত্রিপুরার যে আদিবাসী কি বাঙ্গালী, কি উপজাতী, সকলের সাথে মিলে মিশে থাকতেই চান, এর মধ্যে উচ্ছেদের কথা আসে না এবং সরকার পক্ষ থেকে রিহ্যাবিলিটেশান থেকে বহু অর্থ তাদের জন্য ব্যয় করা হয়েছে, এখনও তাদের জন্য আশ্রয়, আনএ্যাটচড ক্যাম্প ইত্যাদি করে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং তাদের সাহায্য দেবার ব্যবস্থা, ডোল ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে এবং কি ভাবে তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া যায়, কি ভাবে তাদের এই সমস্যাকে সমাধান করা যায় তারজন্য সরকার চিন্তা করছেন। আমরা আশা করছিলাম যে বিরোধীপক্ষের নেতৃবৃন্দ এবং সদস্যবর্গ সেখানে সরকারের সাথে সাহায্য করবেন কি ভাবে এই সমস্যা সমাধান করা যায় সেটা বলবেন, কিন্তু তা না করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন এর মধ্যে উচ্ছেদের বিভীষিকা। আমি তাই তার সাথে একমত হতে পারছি না এবং তার এই যে আটারিং আমি তাকে ঘৃণা করি। আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রীর উপর বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ইণ্ডাষ্ট্রী হচ্ছে না, আবার সেই সংগে বুঝাতে চেয়েছেন যে ইণ্ডাষ্ট্রী হতে হলে রেলওয়ে দরকার, পাওয়ার দরকার, তাহলে তিনি বুঝতে পারছেন যে যদি পাওয়ার'এর এ্যারেঞ্জমেণ্ট না করা যায়, যদি ট্রান্সপোর্ট'এর ডেভেলাপমেণ্ট না করা যায়, তাহলে পরে কোন বড় ইণ্ডাষ্ট্রী ত্রিপুরায় করা সম্ভব নয়, একথা ওনার মুখেই শুনেছি। আজকে ত্রিপুরায় যদি পেপার মিল, সুগার মিল, স্পিনিং মিল করতে হয়, তাহলে কতগুলি ফ্যাক্টারকে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। উনি বলেছেন যে আসামে মিল করার প্ল্যান সেণ্ট্রাল থেকে নেওয়া হয়েছে, আমরা যদি সেণ্টারকে চাপ দেই তাহলে আমরা সেটা এখানে পেয়ে যাই, কিন্তু আমরা তা দেই না, এমনকি প্রাইভেট সেক্টারে করার জন্য যে সমস্ত দরখাস্ত বা স্কীম আসে, সেইগুলিও আমরা গ্রহণ করি না।

মাননীয় সদস্য মহোদয় আর একটা কথা আমি এই বাজেটের মধ্যে দেখছি যে প্রায় ৭৬৫টা পরিবার সেরিকালচার এর সাহায্য পাচ্ছে এবং শুধু তাই নয় আমরা দেখছি যে প্রায় ৫০০ লোক এই হ্যাণ্ডিক্র্যাফটে কাজ করছে। অতএব বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেট সময়োচিত হয়েছে এবং বাজেটের সমর্থন করে এবং কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker— Now I would call on Hon'ble Member Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নং ২০র উপর আমি আমার কাটমোশন রাখছি এই কারণে যে আমাদের গণতান্ত্রিক যে প্রসার সেই প্রসারটাকে আমরা যাতে কার্য্যকরী করতে পারি তারি জন্য আমাদের এই বিধানসভাগুলিতে উত্তর প্রদেশের আইন অনুসারে পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে সেই পঞ্চায়েতের হাতে যাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং তাদের কার্য্যভার দেওয়া হয় সেজন্য এখানে আমার কাটমোশন রাখছি। আমরা বিভিন্ন ধরণের গরীব কৃষকের, মজুরের যদি আর্থিক উন্নতি করতে চাই বা মানুষের বাঁচার মত অধিকার দিতে চাই তাহলে এই সমস্ত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আমরা তাদের অনেক কিছু 'দতে পারি এবং সেজন্যই পঞ্চায়েতের ভিতর আমরা যা দেখছি এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যতগুলি টাকা খরচ হচ্ছে সেটা পঞ্চায়েতের সবাই জানেনা। গণতান্ত্রিক পন্থায় খরচ করা হলে পঞ্চায়েতগুলির মিটিং বসতো এবং সমস্ত পঞ্চায়েত মেম্বারদের সেই সম্পর্কে বলার অধিকার থাকত। কাজেই সেই অধিকার থেকে সমস্ত মেম্বারদেরই বঞ্চিত করা হচ্ছে। যাতে তারা সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তারি জন্য আমাদের এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য, আপনার কাটমোশন হচ্ছে—তাঁতশিল্পের উন্নতির ব্যাপারে সরকারী সাহায্যের স্বল্পতা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা— সবগুলি একসাথে বলছি।

মিঃ স্পীকার— আচ্ছা বলুন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা-- ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা আছে। কাজেই সেই দিক থেকেই আমরা ছোট ছোট শিল্পগুলি যদি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কি কি শিল্প গড়ব, সেই সমস্ত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ডিসিশন নিয়ে যদি বিধানসভায় পাঠান হত তাহলে আমরা গরীব এবং মজুরদের আর্থিক উন্নতির দিক দিয়ে সাহায্য করতে পারতাম। কিন্তু এখন যা হচ্ছে সেটা বাস্তবের মত। কোন গণতান্ত্রিক প্রথায় সেগুলি হচ্ছে না। কেবল এস. ডি. ও. সার্কেল অফিসার গিয়েই সেই প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলেন বা অন্যান্য সাবডিভিশন্যাল অফিসারদের দিয়ে সেগুলি গড়ে উঠে, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেগুলি গড়ে উঠে না। কাজেই ছোট শিল্পগুলি যাতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গড়ে উঠতে পারে তারজন্য পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য আমি আমার প্রস্তাবটা রাখছি। কুটির শিল্প বলতে বহু রকমের শিল্প আমরা দেখতে পাই। বেতের শিল্প বা বাঁশের শিল্প গড়ে তোলা

যায়। কিন্তু এখন অবস্থাটা আমরা যা দেখতে পাই সেটা হল নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে আমরা দেখলাম বহু টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু কোন শিল্প গড়ে উঠে নাই ঠিক ঠিক ভাবে। বিশেষ করে বেসরকারী শিল্পগুলি, যেমন তাঁত শিল্প হয়েছিল আমাদের ট্রাইবেল এলাকাতে ৪০ হাজার। কিন্তু সেই তাঁত শিল্পগুলিকে কোন সাহায্য সহায়তা দেওয়া হয় না। আর বেসরকারী শিল্প সমবায় সমিতির মারফতে যেগুলি গড়ে উঠে, যেগুলি রেজিষ্টার্ড, সেগুলিও আজ পর্য্যন্ত কোন সরকারী সাহায্য পায় নাই। বিশেষ করে বিড়ি ফ্যাক্টরী.রেজিষ্টার্ড হওয়া সত্বেও গভর্ণমেণ্ট থেকে সাহায্য পায় নাই। কাজেই বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য এই পঞ্চায়েতের উপর যদি দায়িত্ব দেওয়া যায় তাহলে ঠিক ঠিক ভাবে শিল্প গড়ে উঠবে এবং তাঁত শিল্প যাতে ঠিক ঠিক ভাবে সরকারী সাহায্য পায় তার জন্য আমি এই কাটমোশন রাখছি।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি এখানে ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২০'র সমর্থনে এবং কাট মোশানের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য রাখছি। একটা দেশের একটা জাতীর উন্নতির জন্য শিল্প প্রচেষ্টা অপরিহার্য। আজকে আমরা ত্রিপুরায় যেহেতু কৃষির উপর নির্ভরশীল, এখানে যে শিল্প সংস্থাপিত হবে, যে বুনিয়াদ গড়ে উঠবে, তা উঠবে কৃষির উপর নির্ভর করে। কারণ শিল্প সৃষ্টির জন্য আমাদের কাঁচা মাল চাই, পাওয়ার চই, ফুয়েল চাই, শিল্পকে যোগান দিতে এইগুলি হচ্ছে প্রয়োজনীয় জিনিষ। কয়লা আমাদের এখানে নাই, ইলেকট্রিসিটি যা আছে তার কস্ট বেশী। সুতরাং ইলেকট্রিসিটির উপর নির্ভর করে এখানে বৃহৎ শিল্প যদি সংস্থাপন করা হয়, তাহলে কমপিটিশানে তা পেরে উঠবে না এবং এই শিল্পের দ্বারা দেশের অর্থাৎ ত্রিপুরার কোন লাভ হবে না। আজকে পাবলিক সেক্টারে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, এই আওয়াজ উঠতে পারে। কিন্তু বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করেও দেখতে হবে, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান এখানে সম্ভব কিনা? আমরা জানি মাটির নীচে অনেক মীনারেল আছে। কিন্তু কি আছে, কয়লা, না পেট্রোলিয়াম, না গ্যাস না অন্য কিছু ধাতব পদার্থ, তারও অনুসন্ধান আমাদের করতে হবে এবং তার অনুসন্ধানের জন্য খরচও করতে হবে। সরকার তা করছেন। কাজেই এই খরচকে যারা আজকে অপব্যয় বলতে চান, তারা ভবিষ্যতে এখানে শিল্প সংস্থাপিত হউক, শিল্প গড়ে উঠুক, তা তারা চান না। কারণ আমরা শিল্পের প্রয়োজনীয় রসদ বা যে মাল, তার অনুসন্ধান না করে, খবর না নিয়ে পরিমাণ না বুঝে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজে হাত দিতে পারি না। কাজেই আজকে ত্রিপুরার যে বর্ত্তমান অবস্থা, বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে যে শিল্প এখানে গড়ে উঠতে পারে, সেই সব প্রচেষ্টা পরিকল্পনা মারফত সরকার করে আসছেন। তারপর কথা হল এই, আজকে জনসংখ্যার চাপ যাতে কৃষির উপর কম পড়ে, কিছু লোক যাতে শিল্প সংস্থায় কাজ করে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করতে পারে, তার জন্য শিল্প সংস্থাপন করার ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু আজকে যখনই কোন কারখানা বা শিল্প সংস্থাপন আমরা করব, সেখানে কি ধরণের লোক চাই। সেখানে আমাদের প্রয়োজনীয় ফীল্ড ওয়ার্কার,

টেকনিশিয়ান, ইঞ্জিনীয়ার আছে কিনা দেখতে হবে। যদি না থাকে তা আমাদের তৈরী করতে হবে এবং তার জন্য আমরা দেখছি যে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায়, আগরতলা, কৈলাশহর, উদয়পুর প্রভৃতি জায়গায় সেই স্কুল করা হয়েছে যেখানে আমাদের যুবকদের বিভিন্ন ট্রেড বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে, কারণ আমরা শিল্প তৈরী করব। ধরুন একটা কাঠের কারখানা করতে হবে। ত্রিপুরাতে অনেক টিম্বার আছে, কাঠ আছে। যদি কাঠের কারখানা করতে হয়, তাহলে যারা কাজ করবে যেমন মিস্ত্রী, তাদের সেই শিক্ষা থাকা দরকার। ব্ল্যাকস্মিথ বা অন্যান্য যে সমস্ত ট্রেড আছে সেই সমস্ত ট্রেডের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। কাজেই আজকে আমরা দেখছি বিভিন্ন জায়গায়, যেমন অরুন্ধুতিনগর, উদয়পুর, ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল এষ্টেট হয়েছে, কুমারঘাট কাজ শুরু হয়েছে। শিল্প সৃষ্টির জন্য যে বুনিয়াদ তৈরী করা দরকার, সেইদিকে সরকারের দৃষ্টি আছে, সেইদিকে সরকার কাজ করছেন। আজকে সস্তায় যাতে পাওয়ার পাওয়া যায় তার জন্য গোমতী হাইডেল প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে, ডুম্বুর এবং আসাম থেকে বিদ্যুৎ আনার চেষ্টা চলছে। সুতরাং আমরা যখন শিল্প সংস্থাপন করার কথা বা ইণ্ডাষ্ট্রী বাজেটের কথা ভাবব, আমাদের আজকে যা প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতে যাতে তাকে আমরা এক্সপাণ্ড করতে পারি সেই দৃষ্টি ভংগী রেখেই এখানে বাজেট রচিত হয়েছে। ত্রিপুরায় অনেক পাওয়ার লুম আছে, তাঁতী আছে, দেশীয় প্রথায় তারা কাপড় তৈরী করছে। কিন্তু সেই তাঁতের অভাব ছিল ক্যালেণ্ডারিঙের। কারণ ক্যালেণ্ডারিং না হলে পরে সেই তাঁতের কাপড়ের উপযুক্ত দাম তাঁতীরা পায় না। কাজেই আজকে আমরা দেখছি এই বাজেটে একটা ক্যালেণ্ডারিঙের মেশিনের ব্যবস্থা রয়েছে এবং এর থেকে আমরা দেখব যে আজকে কাপড়ের দাম তাঁতীরা যা পাচ্ছে, তার থেকে অন্ততঃ ২৫ ভাগ দাম তারা বেশী পাবে। কাজেই কেউ যদি বলেন এই ক্যালেণ্ডারিং মেশিন আরও আগে কেন করা হল না, তার জন্য অর্থ রাখা হল না। আজকের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের তা করতে হবে। আমরা অপ্রয়োজনে যদি অযথা ব্যয় করি, তার ফলে ইনফ্লেশান হবে, অর্থনীতির উপর চাঁপ পড়বে, সমস্যা দেখা দিবে। কাজেই অর্থনীতিকরা সুনির্দিষ্ট চিন্তা এবং ভাবধারার ভিতর থেকেই এটা করছেন। তারপর কথা হল যে আজকের এ্যাগ্রিকালচারেল যে প্রডিউস, বিশেষ করে আনারস, সেই আনারসকে স্লাইস করার, জেলি করার শিল্প এখানে তৈরী হয়েছে এবং আমার মনে হয় যে ত্রিপুরাতে এই ধরণের আরও কয়েকটি ফুড প্রিজারভেশান সেণ্টার—একটা সোনামুড়া সাবডিভিশানে নতুন মেলাঘরে, আরেকটি কুমারঘাটে হতে পারে। সেটা হলে পরে যারা পাইন আপেল গ্রোয়ারস, তারা তাদের ফসলের ন্যায্য দাম পেতে পারে এবং সেখানে আমাদের কিছু যুবক কারখানায় কাজ করার সুযোগ পাবেন। ঠিক তেমনিভাবে আজকে ত্রিপুরার ধর্মনগর এবং কৈলাশহর অনেক আখের চাষ হয়। সেই আখের চাষে উৎসাহ দিয়ে, সাহায্য দিয়ে, ফলন বাড়িয়ে সেখানে চিনির কল স্থাপন করা যেতে পারে। কারণ আমরা আখ জমিতে না ফলিয়ে যদি চিনির কল করি, তাহলে

কিছু লাভ হবে না, অনর্থক কিছু টাকা ব্লক্‌ড হয়ে থাকবে। কাজেই পরিকল্পিত উপায়ে আমাদের ব্যয় করতে হবে। ফরেষ্টের যে সমস্ত প্রডিউস আছে, তার উপর ভিত্তি করে আমাদের শিল্প স্থাপন করতে হবে। কিন্তু এই সমস্ত কিছু নির্ভর করছে বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর। একটা কারখানা যদি চালাতে হয়, তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কয়লা বা বিদ্যুৎ। কয়লা আমাদের এখানে নেই, কাজেই বিদ্যুতের প্রয়োজন খুব বেশী। বিশেষ করে জল বিদ্যুৎ খুবই সস্তা। যে বিদ্যুৎ আমরা আজকে তৈরী করতে চলেছি, এই বিদ্যুৎ উৎপাদন'এর সাথে সাথে ত্রিপুরার বিড়ি শিল্প স্থাপনের একটা প্রচেষ্টা শুরু হবে। তারপর কথা হল বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন বৃহৎ শিল্প এখানে অদূর ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে কিনা, সন্দেহ আছে। কাজেই আমাদের নির্ভর করতে হবে ছোট ছোট এবং মাঝারি ধরণের শিল্পের উপর। ছোট শিল্প যাতে গড়ে তোলা যায় সেইদিকে নজর দিতে হবে। আমরা সরকারকে বলতে পারি না যে একটা ছোট শিল্প বা কারখানার জন্য সরকারী অর্থ বিনিয়োগ করা হউক। কারণ এই জায়গায় দেশের জনসাধারণ বা অন্যান্য যারা আছেন, যারা শিল্প স্থাপনে উৎসাহী, তারা তা করতে পারেন। কাজটা তারা যাতে ভালোভাবে করতে পারেন, তারজন্য তাকে প্রয়োজন মত সাহায্য দেওয়া হবে।

Mr. Speaker— The House stands adjourned till 2 P. M. to-day. The Member speaking will have the floor.

Shri Radhika Ranjan Gupta—বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা চাইছেন ত্রিপুরা সরকারকে, কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করতে জনসাধারণের কাছে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ জানেন, যারা আজকে চান এখানে power loom প্রতিষ্ঠিত হউক তারা জানের electricity ছাড়া তা করা সম্ভব নয়। তারপর কথা হচ্ছে, এখানে যে Pawer loom প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই Power loom এর যে technique সেটা এখানকার খুব বেশী লোকে জানেন না। কাজেই সেই loom প্রতিষ্ঠা করার আগে তাদেরও শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বাজেটে রাখা হয়েছে তাদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য। কাজেই আমি আশা করব যে ত্রিপুরার ডুম্বুর বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরী হওয়ার পর সে সমস্ত অঞ্চলে বিদ্যুতের লাইন যাবে Power loom প্রতিষ্ঠিত যাতে হতে পারে।

এখানে অনেক অনেক উদ্বাস্তু আছেন ; উদ্বাস্তু কলোনী আছে। অনেক উদ্বাস্তু আছেন যাদের ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োজনীয় যায়গা জমি দেওয়া যায়নি। কাজেই তাদের ইনকাম যদি বাড়াতে হয় সে সব জায়গায় শিল্প স্থাপন করতে হবে যাতে তারা সেই শিল্পের দ্বারা আয় করতে পারেন। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে অনুরোধ করব যাতে, উদ্বাস্তু কলোনীতে, বিশেষ করে কৈলাসহর, রাজনগর, মছবলি, কুমারঘাট এসব জায়গায় training centre

খোলা হয় এবং সেখানকার পুরুষ এবং মহিলাদের শিক্ষিত করে তোলা হয় কি করে power loom চালাতে হবে। কুমার ঘাট পর্য্যন্ত লাইন আসবে কৈলাসহর থেকে অবিলম্বে যাতে ফটিকরায়ে একটা centre খোলা হয় তারজন্য আমি অনুরোধ করব। আর একটি কথা হল, যে মেট্রিক সিষ্টেম এবং ওয়েট্স এণ্ড মেজারস চালু রয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষে সেই পদ্ধতি যাতে ত্রিপুরার সর্ব্বত্র সত্বর চালু হয় তার প্রচেষ্টা আরও শক্তিশালী করতে হবে আমাদের। কারণ ত্রিপুরার অনেক জায়গায় এখনও পুরানো বাটখারা দিয়ে কেনা বেচা হয়। এর ফলে ক্রেতারা এবং অনেক ক্ষেত্রে বিক্রেতারাও ক্ষতিগ্রস্থ হন। সুতরাং এদিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষের মারফত মন্ত্রী মহোদয়গণের নিকট অনুরোধ রাখব। তারপর যে সমস্ত co-operative রিলিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়েছিল উদ্বাস্তু কলোনী গুলোতে, সে সবের মধ্যে অনেকগুলি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। অনেক কো-অপারেটিভ এ তাঁত সরবরাহ করা হয়েছিল। এমনকি power loom ও করা হয়েছিল। সেগুলোও অকেজো হয়ে পড়ে আছে অনেক ক্ষেত্রে। কাজেই সমবায় বিভাগ এবং ইণ্ডাষ্ট্রি বিভাগের মধ্যে একটি আলোচনা করে যাতে সেগুলোকে চালু করা যায় তার জন্য আমি অনুরোধ রাখব।

আর একটি জিনিষ হ'ল খাদিও গ্রামোদ্যোগ। আমাদের দেশে man powerকে properly utilise করা একটি সমস্যা। আমি আশাকরি খাদিও গ্রামোদ্যোগ এর programme এর মারফতে অনেকে কাজ পেতে পারে। কাজেই আমি অনুরোধ করব এই programme কে আরও বিস্তৃত করার জন্য যাতে আরও বেশী লোকে কাজ পেতে পারে। বিশেষ করে আদিবাসী ও উদ্বাস্তু ভাইদের আরও বেশী করে কাজে লাগান যায় এবং তাদের আয় বাড়ানো যায় তার ব্যবস্থা করতে। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে আমার মনে হয় সেটা আমাদের অন্যান্য অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য আছে।

আর একটি কথা হচ্ছে যে, cashew nut ত্রিপুরার অনেক জায়গায় লাগান হয়েছে প্রায় দশ বার বছর হয়। গাছ বড় হয়ে অনেক জায়গায় ফলও ধরছে। কিন্তু শুনেছি সে সব বিক্রি করার জন্য ত্রিপুরায় তারা মার্কেট পাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে একটা survey করা দরকার বলে আমি মনে করি। যাতে Cashew nut Industry সে সব জায়গায় স্থাপন করা যায় সেজন্য প্রচেষ্টা করতে ও আমি অনুরোধ করব। কাজেই আমি এই demand কে সমর্থন করে এবং cut motion এর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker —Now I call on Hon'ble Member Shri Benoy Bhushan Banerjee.

শ্রীবিনয়ভূষণ বানার্জি—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Demand No. 20 এবং 39 এ যে বাজেট বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তা সমর্থন করছি এবং মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ যে Cut Motion এনেছেন তার বিরোধীতা করছি।

বিরোধী পক্ষ যে সব সমালোচনা করেছেন তার মধ্যে কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তৃতা আমরা শুনতে পাইনি। বর্তমানে ত্রিপুরার যে আর্থিক অবস্থা সেই অবস্থায় কেবল সমালোচনা করলেই চলবে না, দেশের অগ্রগতির জন্য সকলেরই আন্তরিকতার সহিত কাজ করতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে ত্রিপুরার উন্নতি নির্ভর করছে Central Government কর্তৃক দেয় টাকার উপর। লোকের মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে করে ত্রিপুরা শিল্পে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। মাননীয় বিরোধী পক্ষের জনৈক সদস্য বলেছেন যে ত্রিপুরার বিরাট সংখ্যক লোক যাযাবার জীবন যাপন করছেন। কেন তারা যাযাবর জীবন যাপন করছেন এবং কি করে তাদিগকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই সম্বন্ধে কিছুই বক্তব্য রাখতে পারেন নি। তারা শুধু বলবেন অনেক আদিবাসী তাঁতী আছে তাদেরে ঠিক ঠিক ভাবে সাহায্য করা হয় না। কিন্তু কে সাহায্য চেয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছুই বললেন না। শুধু একটা কথা বলতে হবে বললেন। আরেকজন বলেছেন বিরাট শিল্প গড়ে তোলার কথা। মুখ্য মন্ত্রী নিজেও সাংবাদিকদের নিকট বলেছেন ত্রিপুরাতে শিল্প গড়ে তোলার কথা। এটা খুবই স্বাভাবিক ত্রিপুরার অর্থ নৈতিক উন্নতি করতে হলে, ত্রিপুরাতে শিল্প গড়ে তোলতে হবে। তবে আমাদের চিন্তা করে দেখা দরকার এ মুহুর্ত্তে তা সম্ভব কিনা। ত্রিপুরার কোথাও শিল্প গড়ে তোলতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে সেখানে সেই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল পাওয়া যাবে কিনা, শিল্প জাত দ্রব্য ক্রয় করার মত লোকসংখ্যা এখানে আছে কিনা এবং তা বাইরে পাঠানোর মত যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে কি না। ওদিকে লক্ষ্য না রেখে যদি আমরা কাজ করি তবে তা বাস্তবে রূপায়িত করতে আমরা সক্ষম হব না, কল্পনাই তা থেকে যাবে। এখানে technical man এর অভাব আছে। কাজেই যে সমস্ত শিল্প কলিকাতার আসে পাশে গড়ে উঠা সম্ভব, এখানে তা সম্ভব নয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা তারা বলেছেন যে ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার মোটেই উন্নতি হয়নি। কিন্তু আমি বলতে পারি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সহজেই যাতায়াত করা চলে। এখানে কথা প্রসঙ্গ ক্রমে আরেকটি কথা বলতে চাই যে অতীতে ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা দৃঢ় করার সময়ে উনারা যে কার্য্যকলাপ চালিয়েছিলেন যেটা আবার নূতন করে বলার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না, আশা করি উনারা নিজেরাই তা উপলব্ধি করছেন। বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বলেছেন যে বাজেটের মধ্যে তার কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু আমি দেখেছি যে ত্রিপুরাতে ধাপে ধাপে শিল্পের উন্নতি হচ্ছে এবং শিল্পের মাধ্যমেই বেকার সমস্যার সমাধান হবে। সুতরাং আমি বুঝতে পারছি না উনারা কি করে বললেন বেকার সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। তাদের মুখে সমাজ

তন্ত্রের কথা শুনতে ভাল লাগে। কেননা সমাজতন্ত্রের যে ব্যাখ্যা তাঁরা জানেন আমাদের সমাজতন্ত্র ভিন্নমুখী। দেশে জাতীয় আয় ধাপে ধাপে যাতে সমাজের সর্বস্তরে সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হয় তারদিকে লক্ষ্য রাখাই আমাদের সমাজতন্ত্রের আদর্শ। সুতরাং এ সমাজতন্ত্র তাদের চোখে ভাল লাগেনা। তাদের সাজতন্ত্রের মুল নীতি পৃষ্ঠপোষক সেই মাউসেতুং যাকে কেন্দ্র করে আজ শুনা যাচ্ছে সারাচীনে অর্থ নৈতিক বিপ্লবের পদধ্বনি এবং সেখানে চলেছে ক্ষমতার লড়াই। সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা যাই হউক না কেন আমাদের মূল কথা হচ্ছে ত্রিপুরার উন্নতি সাধন করা এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই বাজেট তৈরী করা হয়েছে বলে আমার মনে হয়। এ ক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের থেকে যদি কোনপ্রকার গঠনমূলক প্রস্তাব আমরা পাই তাহলে নিশ্চয়ই তা আমরা গ্রহণ করব।

আমি এখানে খাদি সম্পর্কে বলছি। আমি দেখেছি আমাদের দেশে এমন অনেক লোক আছেন যারা কোথায় শ্রম বিনিয়োগ করলে পরে অর্থ নৈতিক অভাব ঘোচাতে পারে অথবা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা বুঝে উঠতে পারেন না। এ দিক দিয়ে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে কিছু সাহায্য করতে পারি খাদি বা কুটির শিল্পের মাধ্যমে। তাই আমি বলছি ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে যাতে আরো খাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় তার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। ত্রিপুরাতে যে সমস্ত শিল্পের সম্ভাবনা আছে তার একটা সমীক্ষাও হয়ে গেছে। বিরোধীপক্ষের সদস্যরা বলে থাকেন যে কিছুই করা হচ্ছে না। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টায় কি কি করা হচ্ছে তার একটা দৃষ্টান্ত আমি দিচ্ছি। আমি ধর্ম্মনগরে black-smithদের কথা বলছি। আমি দেখেছি black-smithদের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন রকম উপায় ছিল না। অতি কষ্টে তারা দিন যাপন করত। এখন সেখানে সরকারী প্রচেষ্টায় একটি কো-অপারেটিভ করে দেওয়া হয়েছে। এই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে বালতি, কড়াই ইত্যাদি তৈয়ার করছে, এবং কৃষি বিভাগের কতগুলি নষ্ট instrument repair করছে যা এমনিতেই অকেজো অবস্থায় পরে থাকত। এটা শুধু ধর্ম্মনগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই black-smith বা আসামের চা-বাগান থেকে এনে বহু কাজ করছে। কাজেই আমার বিশ্বাস যে সত্যিকারের যদি উদ্যোগ থাকে, কাজ করার আগ্রহ থাকে তাহলে এই ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এখানে আমি আরেকটি সম্ভাবনা দেখছি সেটা হল ছাতার বাট তৈরী করা। ত্রিপুরাতে ছাতার বাটের বাঁশ প্রচুর পাওয়া যায়। ইহা ত্রিপুরার একটা বিরাট সম্পদ। আমি দেখেছি যে কলকাতার বহু লোক এই ছাতার বাটের ব্যবসা করে বহু টাকা অর্জন করছেন। কাজেই ত্রিপুরার এই সম্পদকে যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে ত্রিপুরার অর্থ নৈতিক উন্নতি অনেক বৃদ্ধি পাবে বলে আমি মনে করি। এবং ত্রিপুরার অনেক বেকার যুবক এখানে কাজ পেতে পারবেন এবং এর দ্বারা বেকার সমস্যারও কিছুটা সমাধান হবে।

আরেকটা জিনিষ আমরা এখানে দেখেছি যে বেকারীর জন্য Industrial loan দেওয়া হয়। এই loan পাওয়ার পর যদি ময়দা সরবরাহ ঠিকমত না পায় তাহলে সেটা একটা ঋণ স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য যে আকাঙ্খা নিয়ে তারা এই loan নেন, তাহা কার্য্যতঃ ব্যর্থতায় পর্য্যবেশিত হয় এবং দিনের পর দিন তার ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে। কাজেই বেকারীর জন্য loan দিবার আগে সব দিক বিবেচনা করে এই loan দেওয়া উচিৎ। কারণ যে ব্যবসা করে তারা পরিবারের ভরনপোষন করবে বলে plan করে loan নেয় তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবেসিত হয়। এই দিক দিয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি। ধর্মনগরে যথেষ্ট আলুর চাষ হয়, এখানে কলা, আনারসও প্রচুর উৎপন্ন হয়, তাহা ছাড়া দামছড়া থেকে কমলাও প্রচুর আমদানী হয়। কৃষকরা ঐসব ফসল থেকে নায্য মুল্য পায় না কারণ ঐসব উৎপন্ন জিনিষ কোনটাই বেশী দিন ধরে রাখা যায় না। কাজেই ধর্ম্মনগরে একটা হিমঘর স্থাপনের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাব। তার সাথে সাথে ধর্মনগরে একটা Industrial Estate গড়ে তোলবার জন্য আমি আবেদন রাখব। ধর্ম্মনগরে যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে যেটা শিল্প নগরী গড়ে তোলার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এখানে উৎপন্ন দ্রব্যাদি আসামের কোন কোন বাজারে চালু করারও যথেষ্ট সুযোগ আছে। কাজেই ধর্ম্ম-নগরে একটা Industrial Estate গড়ে তোলার জন্য আবেদন রাখব। ধর্ম্মনগরে কোন একজন কাজু বাদামের বিরাট চাষ করেছে, বাদামও প্রচুর ধরেছে কিন্তু উপযুক্ত বাজারের অভাবে ঐগুলি বিক্রী করার কোন সুযোগ হইতেছে। অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করে তোলার জন্য যাদিগকে আমরা উদ্বুদ্ধ করেছি তারা যদি এখন ঐ কাজু বাদাম চাষের জন্য নিজেদের দুর্ভাগ্য বলে মনে করে এবং এটা তাদের পক্ষে বোঝা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে পরবর্ত্তী কালে আমরা আর অন্য কাউকে কাজু বাদামের চাষের জন্য উপদেশ দিতে পারব না এবং কেউ তা চাষ করার জন্য মনোনিবেশ ও করেন না। তার জন্য আমি আবেদন রাখব যে ধর্ম্মনগরে একটা Processing machine যেন স্থাপন করা হয়।

ধর্ম্মনগরের অধিবাসীদের একটা বিশেষ অংশ নাথ সম্প্রদায়ের অর্থাৎ তারা হস্ত চালিত তাঁতের ব্যবসা করে। এখানে হস্ত চালিত তাঁতের কাপড়ের ব্যবসার একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। ইহাতে আরো যাতে উৎসাহিত করা যায়, সেই সরকার পক্ষ থেকে একটা প্রতি-ষ্টান থাকা দরকার যারা তাতীদের উৎপন্ন দ্রব্য সঙ্গে ২ ক্রয় করে নেবেন। তাহলে ঐ শিল্প ও প্রসার ঘটবে এবং বেকার সমস্যার ও সমাধান হবে। আমি মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলব যে গনতন্ত্রে সমালোচনার অধিকার সকলেরই আছে। আমি দেখেছি কোন কোন গোষ্টি শ্রমিকদের উস্কানী দিয়ে কি ভাবে বিপথে চালিত করে। ইহা দেশ গঠন নয়, এই যে একটা অপকৌশল ইহা একটা দলীয় নীতি এবং দেশের

দেশের স্বার্থ বিরোধী। এ দেশকে আমরা সকলেই ভালবাসি, যদি তার উন্নতি ও সুখসমৃদ্ধি করতে চাই, তাহলে ঐ দিকে চিন্তা রেখে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা স্থির করতে হবে। এই বলেই আমার বক্তব্য আমি শেষ করব।

Mr. Speaker— Now I call on Hon'ble Member Shri Abhiram Deb Barma to move his cut motion—শিল্প ঋণ বণ্টনে সরকারী দুর্নীতি। As the proposer is absent, the cut motion falls through. I would now call on Hon'ble Member Shri Jatindra Majumder.

Shri Jatindra Majumder— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন তার সমর্থনে এবং মাননীয় বিরোধী পক্ষ যে বক্তব্য রেখেছেন তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমরা দেখে আসছি যে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা Budget Demand নিয়ে যখনই আলোচনা হয় তখনই তার বিরোধিতা করে থাকেন। তাদের বক্তব্যের পিছনে কোন রকম যৌক্তিকতা থাকে না। বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ যাতে জনস্বার্থে ব্যয়িত হতে না পারে তারই পরিপ্রেক্ষিতে তারা বক্তব্য রেখে বিধান সভা সরগরম করে তুলেন। যদি তারা জনস্বার্থে অর্থ ব্যয় করার জন্য কোন প্রকার গঠনমূলক সমালোচনা করতেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তাকে অভিনন্দন জানাতাম। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য এই Industry খাতে ব্যয় বরাদ্দের আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলেন যে এই যে কংগ্রেস সরকার তারা উপজাতিদের কথা বলিলেই চটে উঠেন। আমি এই কথার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কংগ্রেস সরকার উপজাতি-কল্যাণের জন্য আজ পর্য্যন্ত যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্যের এই রকম উক্তি সাজে কিনা তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। কিন্তু অঘোর বাবু তার বক্তব্যে বলেছেন যে উপজাতির কথা উঠলে বা তুললে রুলিং পার্টি চটে উঠেন। আমি এর প্রতিবাদ জানাই এজন্য সে সরকার উপজাতি কল্যাণের জন্য যেভাবে আজকে চিন্তা করছেন, তাতে মাননীয় সদস্যের এই ধরনের উক্তি করা সাজে কিনা, তা আমি আমার চিন্তার মধ্যে আনতে পারছি না। আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে ওনাকে অনুরোধ করতে চাই যে উপজাতির জন্য অন্যান্য খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তার উল্লেখ আমি করছিনা বরং তা ছেড়ে দিয়েই আজকে যে বিষয়টি সামনে এসেছে, তাই বলছি। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সাব-ডিভিশনের উপজাতি জনসাধারণের সত্যিকারের সেবামূলক মনোবৃত্তি নিয়ে চলেন কিনা, যদি চলতে পারতেন, তাহলে নিশ্চয় তিনি দেখতেন যে উপজাতিদের মানিকভাণ্ডারে ছাত্র-শিল্প সমবায় সমিতি রয়েছে, রয়েছে মানতোলা উপজাতি তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি, কাঞ্চনপুরে বাঁশবেতের শিল্প প্রতিষ্ঠান, তাছাড়া মনিপুরী আদিবাসীদের মধ্যে ও নানা রকম শিল্প ও কারুকার্য্যের প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

এই যে এতগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান উপজাতি ভাই বোনেরা গড়ে তুলেছেন, তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের এই কংগ্রেস সরকার আজকে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের জন্য সমানভাবে চিন্তা করছেন। আজকে শিক্ষা, ও শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাতে সমভাবে আমরা সবাই নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করতে পারি, সরকার সেজন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় বিরোধী পক্ষ নির্ব্বাচনে হেরে গিয়ে, উপজাতিদের মধ্যে একটা সন্ত্রাস, একটা বিভ্রান্তি ও একটা অপপ্রচার সরকারের বিরুদ্ধে করবার জন্যই আজকে বিধান সভায় তারা মায়াকান্না কেঁদে তাদের কাছে নাম কিনতে চায় এবং তারা তাদের tempo ঠিক রাখতে চান যাতে ভবিষ্যতে আবার নির্ব্বচনে নামতে পারেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ রাখব যে তারা যেন বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আদিবাসীদের আরও কিছু প্রয়োজন আছে কিনা জেনে আস্তে, যাতে করে সমবায়ের ভিত্তিতে, হস্ত শিল্প, বাঁশ বেতের কাজ, বিভিন্ন কুটির শিল্প বা যে সমস্ত গ্রামীন শিল্প আছে সেগুলি যাতে সেই সব অঞ্চলে স্থাপন করা যেতে পারে এবং আমরা সকলের জন্য সকলে, এই মনোভাব নিয়ে যাতে আমরা কাজ করে যেতে পারি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে তারা শুধু বলছে যে শিল্পের কিছু হচ্ছে না, এই নাই, সেই নাই, কিছুই নাই, এই সব বলে কংগ্রেস সরকারকে একটা অপবাদ দিয়ে চলছে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি রূপায়নের পর ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প ক্ষেত্রে যে একটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তার একটা উদাহরণ আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। সেটা অন্য কোন দিক দিয়ে নয় বিশেষ করে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনের দিক দিয়ে। আমাদের শিল্পগুলিতে মোট ৫ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকা মূল্যের সামগ্রী আজকে উৎপাদন হচ্ছে। তাতে বুঝা যায় যে সরকারের এদিকে বিশেষ নজর আছে, আর তা যদি না হত তবে আমরা এই উপরিউক্ত মূল্যের সামগ্রী কোথায় পেতাম? আমাদের শিল্পে উৎপাদিত এই যে জিনিষগুলি দেশের বিভিন্ন জায়গায় ও বাজারে যাচ্ছে, তা যে কেন ওনারা লক্ষ্য করছেন না, আমি তা বুঝে উঠতে পারছি না। আমি অনুরোধ করছি তাদের যে এদিকে লক্ষ্য রেখে ভবিষ্যতে চিন্তা করে যেন কথাবার্ত্তা বলেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি sericulture সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে চাই। আমি মনে করি ত্রিপুরাতে যে রেশম শিল্প গড়ে উঠেছে, তার প্রচার কার্য্য জনসাধারণের মধ্যে ব্যপক ভাবে চালিয়ে যাওয়া উচিত। এটা খুব বেশী শ্রম সাধ্য নয়, অবসর সময়ে কিছু পাতা সংগ্রহ করলেই মাসে এর থেকে ৩০ ৪০ টাকার মত আয় করতে পারা যায়। তাই রেশম পোকার চাষ করার জন্য জনসাধারণকে বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়া দরকার। এই পোকার চাষটা অত্যন্ত মূল্যবান। আমরা দেখেছি গ্রামাঞ্চলে আদিবাসী, মনিপুরী, বাঙ্গালী প্রত্যেকেই যদি এই বিষয়ে একটু চেষ্টা করেন তাহলে

এটার একটা সার্থক রূপায়ন হতে পারে এবং আমরা এর মধ্য দিয়ে যদি কৃষিরোজগার করে নিজেদের আর্থিক মান ও উন্নত করতে পারি।

চম্পকনগরে একটি sericulture farm আছে। সেই farm এ লোকজন আছে কিন্তু কাজ অত্যন্ত কম। যাতে জনসাধারণের সাথে মিলেমিশে তাদের বুঝিয়ে খুব বেশী করে তাদের সঙ্গে Co-operation রেখে এই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যায়, তাহলে আমার মনে হয় অর্থ সংগ্রহের এটা একটা উপায় হবে। এবং তাতে জনসাধারণের ও কৃষকদের উপকার হবে। কারণ মা বোনেরা এবং ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েরাও এদিকে নজর দিতে পারবে, এটা খুব কঠিন কাজ নয়। কাজেই আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মারফত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট অনুরোধ রাখবো যাতে এদিকে তাঁরা দৃষ্টি দেন।

আর একটি কথা হচ্ছে। এই যে sericulture সেটা একটা cultivation. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সমস্ত উৎসাহী ব্যক্তি গ্রামে রয়েছ তাদের বাগান করার জন্য যদি কিছু financial assistance দেওয়া হয়, তাহলে তারা বাগান করে পোকাকে পাতা পাওয়াতে পারবে। তা না হলে খুঁজে খুঁজে পাতা আহরণ করে পোকাকে খাওয়ানো কষ্টকর। তারজন্য তারা বেশী পোকার চাষ করতে পারে না এবং অসুবিধাও হয় না। তারপর handloom, হস্তচালিত তাঁত শিল্পের অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে ত্রিপুরাতে। তাদের কাউকে সরকার থেকে ঘর তৈরী করার জন্য অর্থ দেওয়া হচ্ছে এবং Raw materials ও নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কথা হচ্ছে তাঁতীরা সাধারণতঃ গরীব, এদের ঘর দরজা নেই। ওরা এমন একটি জায়গায় বসে তাঁত বুনে যেখানে জল পড়ে, রোদ লাগে। জল যখন পড়ে তখন তাদের কাপড় সুতা ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই অনেক সময় কাজ বন্ধ করে বসে থাকতে হয় এবং রীতিমত production করতে পারে না। সেইজন্য মাননীয় অধ্যক্ষের মারফত মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়গণকে অনুরোধ করব যাতে অন্ততঃ তাদের সকলকে তাঁত ঘরের জন্য grant দেওয়া হয়। গত বৎসর তাঁতীদের যে house grant দেওয়া হয়েছে তাথেকে অনেকেই বঞ্চিত হয়েছেন এবং grantএর টাকাও নাকি ফেরত গেছে।

আর একটি কথা হচ্ছে তারা, তাঁতশিল্প সম্পাদক বা সভাপতিরা কোন Allowance বা honoranium পাননা। তারজন্য তাদের লক্ষ্য থাকে না যে কিভাবে তাঁত শিল্পের উন্নতি বা production বাড়ানো যায়। কাজেই যদি তাদের কিছু Allowance দিয়ে উৎসাহিত করা হয়। তাহলে তারা মনেপ্রাণে তাঁত শিল্প প্রসারের এবং production বাড়ানোর চেষ্টা করবে। সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার বলে আমি মনে করি।

আর একটি দিক হল তাঁত শিল্প বিক্রয়ের জন্য আগরতলা সহরে কোন একটা বাজার নেই। Sales emporium রয়েছে অবশ্য, কিন্তু তাতে খুব ভাল দরের তাঁতবস্ত্র ছাড়া রাখে না বলেই আমার

মনে হয়। কাজেই যেন কম দরের তাঁত শিল্প বা কাপড় আদিবাসীদের পাছড়া ইত্যাদি বিক্রয়ের বাজার থাকে, না হলে তাঁতীরা বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেন। তা না হলে ঐ সকল জিনিষ বিক্রয়ের জন্য তাদের অনেক ঘুরাফিরা করতে হয়। কাজেই এইদিক দিয়ে শিল্পের উন্নতির জন্য ত্রিপুরার আদিবাসী, বাঙ্গালী সমস্ত যুবক যুবতীকে উৎসাহিত করার জন্যে এবং শিল্পের দিক থেকে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে, মাননীয় অধ্যক্ষের মারফতে মন্ত্রীমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর একটি কথা হল যারা trained যারা Industrial Institute, Agartala থেকে training নিয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা বেকার বসে আছেন, তাদের কি করে কাজে লাগানো যায় সেদিকে যদি সরকার দৃষ্টি দেন তাহলে তাদের সত্যিকারের কাজের আগ্রহ বাড়বে এবং তাদের বাঁচার একটি ব্যবস্থা হবে। এই বলে Demand No. 20 র বরাদ্দ অর্থের পক্ষে এবং Cut motion এর পক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— Now I would call on Hon'ble Minister Sri Tarit Mohon Das Gupta to reply.

Shri Tarit mohan Das Gupta— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখনে যে মূল প্রস্তাব আমি তার সমর্থন জানাচ্ছি এবং Cut motion এর বিরোধিতা করছি। আমার পুর্ব্বের মাননীয় অনেক সদস্য Cut motion এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই জন্য আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘতর করবো না। আজকে ত্রিপুরাতে ভারি শিল্প মাঝারি শিল্প, প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা চলেছে এবং তা এখনই হচ্ছে না কেন বলে মাননীয় সদস্যদের মধ্যে কেহ কেহ অভিযোগ তুলেছেন। আজ সমস্ত জিনিষ দেখতে হবে। একটি শিল্প রাতারাতি করে দেওয়া বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে যে শিল্প স্থাপিত হবে তাদিয়ে যেমন লোকের কর্ম্ম সংস্থান হবে এবং সেই কর্ম্ম সংস্থান যাতে ব্যবসায়ী ভিত্তিতে হয়। সেটা যদি না হয়, তাহলে শিল্প সৃষ্টি করার যে মূল লক্ষ্য সেটা ব্যাহত হয়ে যাবে। তখনই হয়তো মাননীয় সদস্যরা আবার বলবেন যে একটা mismanagement হচ্ছে। কাজেই এমন একটা অবস্থার মধ্যে আজ শিল্প তৈরী করতে হবে, যেখানে তার অর্থনৈতিক দিকের, তার বাজার পাওয়ার এবং কি মূল্যে এখানে জিনিষ উৎপন্ন হতে পারে সেটা ভেবে দেখতে হবে। কাজেই আগে থেকে কাগজে, পত্রে, কলমে হিসাব করে যদি তা থেকে কোন লাভ না পাওয়া যায়,শুধু একটা শিল্প স্থাপনার নাম করার জন্যে বা শুধু এটা দেখবার জন্যে শিল্প করে লাভ কি ? তাতে জনসাধারণের দেওয়া যে অর্থ,সেই অর্থের ব্যয় হবে তবে সেই ব্যয়কে বলতে হবে যে সেটা অপব্যয়। কাজেই এই ধরণের মাঝারি শিল্প ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠা করার আগে, তার যত রকম দিক আছে, সবদিক থেকে বিচার, বিবেচনা, বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত এবং তার জন্যে যে উৎপন্ন দ্রব্য হবে, তার সবটা ত্রিপুরায়

consume হবে কি না, ত্রিপুরায় সেটা বিক্রয় করা সম্ভব হবে কি না, বিক্রয় যদি না হয় তাহলে এটাকে যদি আবার কলকাতার বাজারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়, মূল্য কত হবে এবং সেই মূল্যে ব্যবসা করে লাভ থাকবে কি না, সেই সব জিনিষ দেখতে হয়। কাজেই আজ একটা শিল্প প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যে তার cost of production অর্থাৎ উৎপাদনের যে মূল্য, সেই মূল্যটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং সেই মূল্যে বাজারে জিনিষ ছাড়লে পর, সেটা লাভজনক হবে কি না। এবং যদি লাভজনক না হয় তাহলে সেই শিল্প তৈরী করার দরকার নেই। তার জন্যই মাননীয় সদস্যরা দেখেন যে অনেক পূর্ব থেকে বলা হচ্ছে অথচ কাজ হচ্ছে না। এটাই হচ্ছে বাস্তবতার রূপ। যেমন কারোর যদি একটা সন্তান থাকে, ছোটবেলা থেকেই তাকে বলা হয়, যে আমার ছেলে কেউ ডাক্তার হবে, কেউ Engineer হবে, তখনও কিন্তু কেউ ডাক্তার Engineer হয়নি। কিন্তু তখন থেকেই তাদের মধ্যে ডাক্তার Engineer হওয়ার আকাঙ্খা জাগাচ্ছে, বিশ্বাস জাগাচ্ছে। তারপর যখন বাস্তবে এসে দাঁড়াচ্ছে, ঠিক কোনটা যে সে গ্রহণ করবে সেটা দেখে নিতে হবে। কাজেই আজকে যত ধরণের শিল্পই আছে, এই দিক থেকে দেখতে হবে যে আজ ত্রিপুরায় শিল্প তৈরী করার যে প্রচেষ্টা তারমধ্যে কত রকম শিল্প হতে পারে, তারজন্য সংদিকে দৃষ্টি দিয়ে, সেগুলাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সেই প্রচেষ্টা ত্রিপুরার মধ্যে হচ্ছে এবং সেই সম্ভাবনা যেখানে আছে, সেখানে সরকারের তরফ থেকে কোন গলতি হচ্ছে কিনা? এই দিক থেকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে ত্রিপুরায় যতদিকে সম্ভাবনা আছে, যেমন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ply wood হওয়ার কথা ছিল তৎসত্ত্বেও ply wood করার জন্য private sectorদের দেওয়া হচ্ছে না; কিন্তু আমি যতটুকু জানি যে দেওয়া হবে। কেউ যদি মনে করে যে ply wood এর factory এখানে করে, তার চুক্তি সম্পাদন করে। তার কাঠ পত্র বাইরে নিয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে কোন জিনিষ তৈরী করবে না শুধু কাঠটাই তৈরী করবে। তাহলে ত্রিপুরায় যে উদ্দেশ্যে নামে Ply wood factory একটা হলেও এখানে যদি whole process finish না হয় শুধু টুকরো টুকরো কাঠ করে তার থেকে এক piece finish করে; বাকী যেটা সেটা বাইরে নেওয়া হয় তা হ'লে স্বভাবতই সেই রকম যদি কোন party আসে তাহলে ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার স্বার্থের জন্য তার সঙ্গে চুক্তি করতে পারেনা। party আসলো কি আসলো না সেটা বড় কথা নয়। আমাদের দেখতে হবে যে ত্রিপুরাতে Employment দেওয়ার ক্ষমতা তার কতখানি। শুধু যে সে এসে ব্যবসা করে নিয়ে যাবে তাহলে এটা এখানে ও সে করতে পারে, এখানে ও ছোট ছোট করে ply wood করার সম্ভাবনা আছে, আমি যতটুকু জানি, দু'একটি Company এখানে গঠিত হয়েছে, যারা ছোট ছোট করে ply wood তৈরী করছে। কাজেই এখানে অল্প মূলধন নিয়ে ও ply wood Industry গড়ে উঠতে পারে। তাহলে বেশী মূলধন নিয়ে যারা আসছে তারা ছোটদের ব্যবসা

ক্ষতি করতে পারে। তখন তাদেরকে না আসতে দেওয়াই উচিৎ। কারণ এই সব ছোট ছোট plywood factoryর সমন্বয়ের দ্বারা ত্রিপুরাতে পরিপূর্ণভাবে শিল্প হওয়া সম্ভব হতে পারে। কাজেই আজকে কোন কিছুতে হাত দেওয়ার আগে ত্রিপুরা সরকারকে বিশেষভাবে বিবেচনার সঙ্গে কাজ করতে হবে, আমি বলব যে সেটাই হচ্ছে ভাল কাজ। আজকে রাতারাতি লোক দেখানোর জন্য বা বাজেটের অর্থ ব্যয় করার জন্যে এই ধরণের কোন একটা কিছুর মধ্যে যদি লাফিয়ে পড়া হয় এবং পরে যদি দেখা যায় যে সেটা একটা লোকসানের আড়ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাহলে সেটা অত্যন্ত দুঃখের হবে। কাজেই আমাদের ঐটাও দেখা উচিৎ যে যারা বাইরে থেকে মূলধন নিয়ে আসতে চাইছে তারা আমাদের সরকারের সঙ্গে কি ধরণের চুক্তি করতে চায়। এই চুক্তি যদি ত্রিপুরার স্বার্থের পরিপন্থি হয় তাহলে সেই ধরণের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ত্রিপুরা সরকার চুক্তি করতে পারেন না। কাজেই আজকে ত্রিপুরাতে Industry গড়ে উঠুক সেটাই বড় কথা নয়। তার দ্বারা Employment হবে, লাভ হবে এবং লোকের কর্ম্ম সংস্থান হবে, সেই দিকটা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। তার কারণ হচ্ছে এই যে ত্রিপুরার এই অঞ্চলে এর আগে এই ধরণের Industry আর হয়নি। এবং একটা Industry হতে গেলে পর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি-বিধান প্রয়োজন, Emergency ইত্যাদি মিলিয়েও তারও একটা সম্ভাবনা থাকা প্রয়োজন। এবং এই যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে যে costing বা মূল্য পড়ছে সেটাও উৎপাদনের সঙ্গে যোগ করে বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। এইসব বাস্তব দিক বিচার বিবেচনা করে এখানে চিনির কারখানা হওয়া সম্ভব কিনা দেখা প্রয়োজন। এখন যদি কেউ বলেন যে চিনির কারখানা করার জন্য এখানে এসেছিলেন তবে আমার যতটুকু জানা আছে, Sugar Factory করার জন্য একটি party আলাপ আলোচনা করেছিলেন। সে থেকে আমি বলছি, এখন তারা যদি মনে করেন, চিনির কারখানা এখানে করবেন, তারজন্য যদি জমি দেওয়া হয়, তখন Condition করে দিতে হবে যে জমি শুধু চিনি উৎপাদনের জন্য দেওয়া হবে সে যদি নিজে চিনি উৎপাদন করে, তাহলে সে জমি তার হবে, না হয় হবে না। তিনি যদি বলেন যে জমিগুলি আমাকে দিয়ে দাও, ভবিষ্যতে যদি সে চিনি উৎপাদন না করে জমি বিক্রি করে দেয়, তবে Industry করার যে সমস্ত পরিকল্পনা তা বানচাল হয়ে যাবে। কাজেই তাদের মূলধন থাকলেও চুক্তি করতে গেলে পর সরকারের সতর্কতা অবলম্বন করে তা করা উচিত। অতএব চিনির কারখানা করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে জমি বন্দোবস্ত চাইছে, তার উপর কতটুকু অধিকার তার থাকা উচিত ? সে চিনি উৎপাদন করলেই তার মালিকানা থাকা উচিত, তা না হলে উচিত নয়। যদি এই রকম সর্ত্তে সরকারের সঙ্গে কেউ চুক্তি করতে রাজী না থাকে, তার মূলধন থাকা সত্ত্বেও, আমি বলব তাকে এই রকম চুক্তিতে আবদ্ধ করা উচিত নয়। তাই একটা Industry করতে গেলে এই জিনিসগুলি বিবেচনার মধ্যে আনতে হয় এবং তার সম্ভাবনার জন্য, ধাপে ধাপে অগ্রগতির জন্য, বাজার দেখার জন্য এগুলি করতে হয়। তার কারণ হচ্ছে এখানে একটা Industry করতে গেলে, তার প্রয়োজনীয় যে সব যন্ত্রপাতি, তার প্রায় সবটাই

বাহির থেকে আনতে হয়, তার জন্য foreign exchangeও খরচ করতে হয়। যেমন বলা হয়েছিল যে একটা paper plant এখানে হবে, পরে যখন expert রা আসলেন, তারা সব কিছু দেখে শুনে বললেন যে ১০০ টনের মত কাগজ উৎপাদিত হতে পারে এ রকম কাঁচামাল এখানে নেই তবে এখানে দৈনিক ৫০ টন কাগজ উৎপাদিত হতে পারে এমন একটা plant হতে পারে মাত্র। এজন্য দৈনিক প্রায় ২৫০ টন বাঁশের প্রয়োজন এবং তার যোগান যদি অনবরত না দেওয়া যেতে পারে, তবে এই রকম একটা plant এখানে করে বিশেষ সুবিধা হবে না। অতএব তা করতে হলে ব্যাপক ভাবে bamboo production করতে হবে। আবার তার যে সব প্রারম্ভিক কাজ আছে সেগুলি না করে যদি মাত্র bamboo plantation করা হয় তাহলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে। আর এজন্যই ভারতের ২/৩ স্থানে যে paper plant আছে, তারা ও এই সমস্যার মধ্যে এসে পড়ছে। যেখানে আগের মত আর natural way তে বাঁশ হচ্ছে না, তার জন্য ও bamboo plantation এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই সমস্যার দরুনই এক একটা plant এর phase by phase কাজ এগিয়ে যেতে দেরী হচ্ছে। আমি মনে করছি, এই দেরীটা ভালর জন্যই। এসব আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন এ ধরণের কুধারণা থাকলে চলবে না। আমরা এখানে industry করতে চাই এবং সেটা একান্ত দরকার। আমি ওনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, এই যে বড় বড় industry তাতে indirectly অনেক employment এর ব্যবস্থা হয়, কিন্তু তার জন্য যে মূলধন প্রয়োজন, তা বিরাট। কাজেই ত্রিপুরার সমস্ত উদ্বাস্তু, ভূমিহীন যারা আছে. industryর দ্বারা employed হয়ে যাবে, এই যে ধারণা, সেটা ভুল। আমি একটা big industryর কথা জানি, যা আপনারা জানেন না তা নয়, সেটা একটা petrolium manufacturing unit, সেটা ১৬ কোটি টাকা ব্যয় করে তৈরী করা হয়েছে। সেখানে skilled worker লাগে ২০০ জন এবং unskilled worker লাগবে ২০০ জন এই মোট ৪০০ লোকের employment এর ব্যবস্থা করতে ১৮ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। আজকের দিনে industry অনেক mechanised কাজেই সেখানে যদি মনে করেন যে ত্রিপুরার সব লোকের employment এর ব্যবস্থা হয়ে যাবে তবে সেটা ভুল ধারনা করা হবে। Indirectly কিছু লোক হয়তো benefited হবে, কিন্তু তার সম্ভাবনা এই রকমই থাকবে। ত্রিপুরাতেও Bamboo Plantএর যে Project ধরা হয়েছে তার পরিমাণ হবে প্রায় ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। আর সেখানে direct Employment হবে ৭১২ জন। Industry হওয়া দরকার কিন্তু তার জন্য এধারণা রাখা ভুল হবে যে ত্রিপুরা রাজ্যে সব লোক Employed হবে। সেজন্যই দেখতে হবে যে Industry Department কি জন্য কি ধরণের পরিকল্পনা করছে। আজকে Industry Deptt. শুধু বড় বড় Industry করার জন্য নয়। Industryকে এমনভাবে দেখতে হবে যাতে আজকে ত্রিপুরার ঘরে ঘরে এই ধরণের ছোট খাট Industry গুলোর মাধ্যমে গড়ে তোলা যায় এবং কাজের সংস্থান করা যায়। আর যে সকল অঞ্চল কৃষির উপর নির্ভরশীল, অনগ্রসর, সেখানে বেশী জোর দেওয়া উচিৎ কৃষি

শিল্পের উপর আর কুটির শিল্পের উপর। যদি অধিক সংখ্যক লোকের জীবিকার সংস্থান করতে হয় তাহলে ছোট ছোট শিল্পগুলির উপর সরাসরি জোর দিতে হবে এবং এর সম্ভাবনাও বেশী। আজকে আমরা গ্রামীন অর্থনীতিতে দু'টো জিনিস লক্ষ্য করছি, যেখানে লোক আছে কিন্তু কর্ম্মের সংস্থান নেই। কেন নেই ? অধিকাংশের এমন জমি নেই যার মধ্যে সে বারমাস শ্রম দিতে পারে। আজকে সমস্যাটা কোথায় ? কৃষকেরা যে আজকে কাজ করতে চায় না তা নয়। কিন্তু তার যে জমি আছে তাতে harvestingএর সময় দেখা যায়, যখন harvesting time হয় তখন দেখা যায় যে সাধারণ সময় যে শ্রমিকের মজুরী থাকে তিন টাকা, তখন তা হয়ে যায় চার টাকা। বিশেষ করে যখন ধান ও পাট উঠে, তখন Labour পাওয়া যায় না এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাপারে দেখা যেত যে ঐ সময় পাকিস্তান থেকে লোক এসে এই কাজগুলি করত। ত্রিপুরাতে লোক পাওয়া যেত না। কিন্তু অন্য সময় যখন আসে তখন ত্রিপুরার যে লোক তাদেরই কাজ থাকে না। কাজেই লোক আসছেই এই যে কথা বলা হল তার কোন অর্থ নাই। আজকে ৭০০ লোকের কথা যা বলা হল, তার মধ্যে হয়ত ৩০০ লোকই আমাদের বাহির থেকে আনতে হবে, কিছু লোক হয়ত Foreign থেকেও আনতে হবে। আমি তার detail জানি না। কাজেই সেই ক্ষেত্রে কিছু unskilled labour আমার থাকবে কিন্তু তার দ্বারা যে এই গ্রামের লোক রয়েছে তাদের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তার জন্যই বহুমুখী শিল্প যথা Seri-culture, তাঁতশিল্প, খাদি শিল্প ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এগুলির দরকার কেননা এখানকার অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবি। কৃষিকার্য্য যখন থাকেনা, তখন অবসর সময়ে নিজের বাড়ীতে থেকে ঐ সব কাজ তারা করতে পারে, যার ফলে তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদও শক্ত হবে। এই জন্য ঐ সব রকমের শিল্পের ব্যবস্থা Industry Budget এ রাখা হয়েছে এবং তার পরিকল্পনাও আছে। কাজেই আজকে সরকার শুধু বড় Industryর দিকেই তাকিয়ে নেই, ছোট খাট Industry যেমন বাঁশবেতের বা কাঠের প্রত্যেকটির মধ্যেই কম বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। এই বাজেটে আপনারা দেখতে পাবেন যে তাঁতীদের উন্নতধরনের সরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য ১লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা রয়েছে। যাতে ন্যায্য মূল্যে সূতা সরবরাহ করা যায় তার জন্য ১৬ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। যাতে তাঁতীদের অতিরিক্ত মূল্যে কোন জিনিষ কিনতে না হয়, কেহ কোন রকম ব্যবসা করে যাতে অতিরিক্ত মুনাফা না করতে পারে তার জন্য ১৬ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। কিছু কিছু তাঁতীদের বিনামূল্যে সূতা রং করে দিলে যাতে তারা competitionএ দাঁড়াতে পারে সেজন্য বিনামূল্যে সূতা রং করবার জন্যে বাজেটে ৪৮ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এবং পরিবহনের মধ্যেও যাতে দাম বেড়ে না যায়, তার জন্যেও কিছু subsidy দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এবং তার জন্যেও বাজেটে ৭ হাজার টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তারজন্য আমি বলছি না যে, এই টাকা দ্বারা এক বৎসরে সমস্ত . সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু এর মধ্যে এই যে প্রচেষ্টাটা,

আজকে বাইরের কাপড়ের দামের অনেক competition ; কাজেই তার সঙ্গে যাতে স্থানীয় তাঁতীরা completition এ দাঁড়াতে পারে তারজন্যে subsidy দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কাজেই অবসর সময়ে কৃষক যারা তারা যদি কৃষিকার্য্য করে, আর অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত সময়ে যাতে তাঁতের কাজ করে, তা দেখুন। আমার অত্যন্ত দুঃখ হয়েছে যে মাননীয় সদস্যের একজন বলেছেন, আজকে ক্ষমতাসীন দলের যারা আছেন তাঁরা আদিবাসীদের উপেক্ষা করছেন। কিন্তু সে কথা সত্য নয়। তার কারণ, আজ দেখতে হবে, যেখানে আদিবাসী ছিল সেখানে নাকি অচল অবস্থা হয়েছে। আজকের এই যে কংগ্রেস বা ক্ষমতাসীন দল তাদের সব সময়ই ত্রিপুরার যারা অনগ্রসর, আদিবাসী জুমিয়া, উদ্বাস্তু, যারা অনগ্রসর আছে, তাদের প্রত্যেকের সবদিক থেকে যাতে উন্নতি হয়, তার প্রচেষ্টা করতে হবে। এবং সেখানেও আদিবাসী পুনর্ব্বাসনের জন্যে ব্যবস্থা পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে। Idustryর ক্ষেত্রেও আদিবাসীদের জন্যে, যেমন General Budgetএ যে সুযোগ আছে তার সমস্ত সুযোগ তাদের প্রাপ্য। তা ছাড়াও, অতিরিক্ত অর্থ আদিবাসীদের জন্য রাখা হয়েছে। কিন্তু আজ আমি আদিবাসী ভাইদের দোষ দিচ্ছি না। কারণ বহুদিন যাবত একটা বিশিষ্ট জীবন ধারায় চলার জন্য তাদের মধ্যে নূতন ধরণের যে জীবিকা—যারা গ্রামের অভ্যন্তরে আছে তার সঙ্গে তাদের অনেকের পরিচিতি নেই। কিন্তু যারা শিক্ষিত, যারা এই নিয়ে চর্চ্চা করেন তাদের উচিত যে আজকে এই যে একটা পরিকল্পনা, এই যে তার বিভিন্ন ধারা তার প্রতি—অন্ততঃ প্রাথমিক অবস্থায় একটা শ্রদ্ধা এনে দেওয়া। কারণ শাস্ত্রে বলে শ্রদ্ধয়া লভতি জ্ঞানম্। আজকে যে যেকোন কাজ করুক সেই কাজের প্রতি শ্রদ্ধা না আসলে কোন কাজ হতে পারে না। আজকে যে কারণে ত্রিপুরায় উন্নতি হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে—যারা এই সরল আদিবাসীদের অতিরিক্ত রাজনীতি করার জন্য উৎসাহিত করছেন, যারা তাদের সমস্ত মনকে রাজনীতির প্রভাবে আচ্ছন্ন করে রাখছেন তারাই ত্রিপুরার আদিবাসীদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করছেন। কারণ যাদের মন বিশেষ রাজনৈতিক চিন্তা ধারায় আচ্ছন্ন তারা অন্য ধরণের চিন্তা করতে পারে না। তারা সব সময়ই সরকারের প্রতিটি পরিকল্পনাকে একটা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। তাদের মনের মধ্যে এটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে পরিকল্পনা ভাল নয়। এটা তোমার মঙ্গলের জন্য নয়। এই ভাবে যদি প্রত্যেকটা ব্যাপারে একটা অশ্রদ্ধার মনোভাব থাকে তাহলে স্বভাবতই যাদের নিকট থেকে তারা জ্ঞান আহরন করছে তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তারাও বলবে যে এর মধ্যে ভাল কিছু নেই। এর দ্বারা আমাদের উন্নতি হবে না। কাজেই আজকে যে পরিকল্পনার মধ্যে এই সুযোগ রয়েছে—আদিবাসীদের জন্য রয়েছে, সাধারণ লোকদের জন্য রয়েছে, উদ্বাস্তুদের জন্য রয়েছে, ত্রিপুরার প্রত্যেকটি জনসাধারণের রয়েছে তার থেকে যদি আহরণ করতে হয় তাহলে তাদের মনটাকে তৈরী করার জন্য—যারা রাজনীতি করেন, যারা সমাজের মঙ্গল চিন্তা করেন তাদের আদিবাসীদের মধ্যে, নূতন সমাজের মধ্যে, নূতন সংহতি মিলাবার জন্য তাদের মনের ধারাকে সেইভাবে তৈরী করার জন্য সহযোগিতা করা উচিত। একই লোক একজনের চোখে সুন্দর দেখায়, আরেকজনের কাছে সুন্দর দেখায় না।

সুন্দর করে তাকে প্রকাশ করতে হয়। ছোট শিশুকে যদি সব সময় খারাপ বলা যায় তবে আস্তে আস্তে শিশুটি খারাপ হয়ে যায়। কাজেই আজকে এই যে পরিকল্পনা যেটা ত্রিপুরা রাজ্যে কখনও ছিলনা তাকে যদি বাস্তবে রূপায়িত করতে হয় তবে তার মধ্যে ভাল কি আছে, তার মধ্যে মঙ্গলজনক কি নিহিত আছে সেটা আজকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা উচিত। সরকার তাকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন কিন্তু অনবরত যদি অারেক দিক দিয়ে আরেকটা বিরূপ চিন্তাধারা, বিরূপ মনোভাব প্রত্যেকটি পরিকল্পনার উপর এনে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে স্বভাবতই যারা এই কাজটি করতে যাবে তাদের মন ও চিন্তা এবং শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে। তারা এই কাজটি আর সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে না। কাজেই আজকে ত্রিপুরার যদি মঙ্গল করতে হয় তবে বাজেটে যে অর্থ বরাদ্ধ করা হয়েছে তার দ্বারাই মঙ্গল করা সম্ভব। আজকে শুধু জমির উপর দাড়িয়ে কোন মানুষেরই বেঁচে থাকা সম্ভব নয় যতই চীৎকার করুননা কেন। কাজেই আমি অরেকটি বিকল্প চিন্তাধারার কথা বলছি। তার কারণ হচ্ছে—আজকে যিনি বাবা, যার আজকে ১০ কাণী জমি আছে তার ৫টি সন্তান অাছে। ১৫ বৎসর পরে তার ৫ সন্তানের মধ্যে যদি ১০ কাণী জমি ভাগ হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত আয় যদি না থাকে তাহলে মাথা পিছু জমি হবে ২ কানি, যা নিয়ে তার চলা সম্ভব নয়। কাজেই আর একটা বিকল্প জীবিকা সম্পর্কে তাকে চিন্তা করতে হবে। সেই দিক থেকে কিছুটা শিল্প কিছুটা sericulture, কিছুটা তাঁতের কাজ করেই হউক বা কিছুটা কুটির শিল্পের কাজ করেই হউক আজকে পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের কাছে সেই সুযোগ এনে দিতে হবে। এইভাবে সম্পূর্ণ সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আদিবাসীদের সঙ্গে হাত মিলালে তাদের সবচেয়ে বেশী মঙ্গল হবে। কিন্তু অন্যদিকে যারা আছেন তারা আদিবাসীদের মঙ্গলের জন্য কিছুই করেন না, শুধু রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের জন্যই আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করে থাকেন। এক বৎসরের মধ্যে ত্রিপুরার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়, কাজেই এক বৎসরের মধ্যে যতটুকু কাজ করা সম্ভব সেই পরিমাণ অর্থ আজকে এই Industryর বাজেটে ধরা হয়েছ। এই বলেই মূল Demandটি সমর্থন করে এবং cut motionএর বিরোধিতা করে আমি অাসন গ্রহণ করছি।

Mr. Speaker— The debate on demand No 20 & 39 is over. Now I am putting the demands to vote separately. Of course I shall first put the cut motion to vote relating to the aforesaid demand.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Inadequacy of provision for the Development of Small Scale Industries.

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

(Voices—Ayes.)

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

(Voices—Noes.)

I think, Noes have it ; Noes have it, Noes have it.

THE MOTION IS LOST.

Now, the question before the House is the cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "তাঁত শিল্পের উন্নতির ব্যাপারে সরকারী সাহায্যের স্বল্পতা" ।

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

(Voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say—Noes

(Voices—Noes)

I think "Noes have it.

Noes have it, Noes have it.

The motion is lost.

As the proposer Sri Abhiram Deb Barma is absent the cut motion "শিল্প বণ্টনে সরকারের দুর্নীতি" falls through.

Now the question before the House is that the demand for grant No 20, moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 33,90,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968, in reespect of Demand No. 20—Industries.

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

(Voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

No—Voice

I think 'Ayes' have it ; 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The demand is passed.

Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on 'failure to run properly the Government Commercial and Industrial undertaking.'

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

(Voices— Ayes.)

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

(Voices—Noes.)

I think, Noes have it ; Noes have it, Noes have it.

THE MOTION IS LOST.

Now the question before the House is that the Demand for Grant No. 39 moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 8,00,000/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 39 - Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

As many as are of that opinion will please say— Ayes.

(Voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

(No—Voice)

I think Ayes have it

Ayes have it, Ayes have it ;

The Demand is passed

Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 46—Loans & Advances by the State/Union Territory Governments.

Shri Krishnadas Bhattacharjee, Finance Minister— Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 36,07,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill. 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 46—Loans & Advances by the State/Union Territory Governments.

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma to move his cut motion.

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No, 46 এ ৩৬,০৭,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এখানে আমার ১নং cut motion হচ্ছে Inadequacy of provision for purchase of Bullocks and Tractor for displaced persons from East Pakistan, ২নং হচ্ছে Absence of provision for market development schemes in Tripura, ৩নং হচ্ছে Inadequacy of provision for centrally sponsored scheme, ৪নং হচ্ছে To represent disapproval of Policy regarding establishment of regulated market in Tripura.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার cut motion এর বিরোধীতা করতে গিয়ে মাননীয় শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত একটি আপত্তিকর উক্তি করেছেন। আমি নাকি আমার বক্তব্যের মধ্যে বলেছি যারা পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে আসছে তাদের আমি ঘৃনা করি। একজন responsible member হয়ে তিনি যে এইরূপ সত্যের বিপরীত কথা বলতে পারেন এটা আমি কল্পনাও করতে পারিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার Cut motionই প্রমান করবে, পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে যারা আসছেন তাদের সুবিধার্থে কোন কাজ করতে চাইছি কিনা এবং করছি কিনা। যাক্ সেই সমস্ত কথায় আমি যাচ্ছিনা। আমি আমার Cut motion এর উপর বক্তব্য রাখছি। উনার মত মানুষ এমন কোন কথা বলতে পারেন বা এমন কোন কাজ করতে পারেন না এমন কোন কাজ আছে বলে আমি মনে করিনা, উনার সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। উনি যখন নুতন করে ত্রিপুরা রাজ্যে এলেন ·······

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Cut motion discuss করতে গিয়ে কোন সদস্য আরেকজন সদস্যের চরিত্র, কার্য্যক্রম নিয়ে একটা বিস্তারিত কিছু বলবেন। তিনি বাইরেও একটা reference করেছিলেন, আপত্তি করিনি কিন্তু

একটা বিস্তারিত আলোচনা বা ইতিহাস যদি পর্য্যালোচনা করতে যান তাহলে Cut motion discussion এর সময় আমি মনে করি আমাদের rules সেটা.........

Mr Speaker :—Discussion must be relevent.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই সমস্ত আলোচনায় যাচ্ছিনা। তবে House এর সকলের জ্ঞাতার্থে কিছু বলতে চেয়েছিলাম। আমি আমার Cut motion এর মধ্যে বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করছি। এখানে Inadequacy of provision for purchase of Bullocks and tractor for displaced persons from East Pakistan এই Cut motion সম্বন্ধে বলছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি ruling partyর মন্ত্রী মহোদয়গণ ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতি করতে চান, খাদ্যের উৎপাদন যদি বৃদ্ধি করতে চান তাহলে তারা এটা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, যে যারা উদ্বাস্তু হয়ে বিভিন্ন উপায়ে এখানে আশ্রয় প্রার্থী হন, তারা প্রায় রিক্ত হস্তেই আসেন। কাজেই আমরা যদি ত্রিপুরা রাজ্যে তাদেরকে পূনর্ব্বাসন দিতে চাই, তবে কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা যাতে সরকারী সাহায্য পেতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। নতুবা তারা আমাদের উপর একটা burden হয়ে পড়ে থাকবে। কাজেই এই অবস্থায় তারা ও যাতে আমাদের খাদ্য ও শিল্প উৎপাদনের কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারেন, তারই সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার জন্য আজকে এই বাজেটে তারজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা উচিত ছিল। আজকে আমরা যদি ত্রিপুরার লোক সংখ্যার কথা বিবেচনা করি, তাহলে দেখব যে ত্রিপুরাতে যারা বসবাস করছেন, তারা সবাই নুতন। এই বাজেটে যে অর্থ ধরা হয়েছে, আর প্রতিদিন হাজারে হাজারে যে সব উদ্বাস্তু আসছে, তাদের কর্মের সংস্থানে, কৃষিকার্য্য ও শিল্পকার্য্যে যে রকম আর্থিক সাহায্য ও instrument প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দেওয়ার দরকার তা একেবারে নগন্য। মনানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় revised budget (৬৬—৬৭) এ purchase of bullocks & tractors for displaced persons from East Pakistan খাতে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা রাখা হয়েছিল, কিন্তু ১৯৬৭—৬৮ তে মাত্র ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। এই অর্থে যে পরিমান লোক আছে বা আসছে, তাদের মাথা পিছু এক টাকা করে পড়বে কিনা সন্দেহ আছে। তাই আমার মনে হয় এই যে বরাদ্দ এখানে রাখা হয়েছে, তা একটা লোক দেখানো ব্যাপার এবং রুলিং পার্টি, তাদের নিজেদের বক্তব্য রাখার জন্যই এটা করেছেন। কার্য্যতঃ তাদের বর্ত্তমান বাস্তব অবস্থার সহিত সঙ্গতি রেখে এটা করা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। অতএব আমার বক্তব্য হল উপরি উক্ত

বিষয়গুলি বিচার বিবেচনা করে যদি এই খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হত, তবে এই সব দুঃস্থ লোকজনের অভাব ও অসুবিধা দুর করার কাজ অনেকটা সহজ ও সম্ভবপর হত।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার আর একটা Cut motion হল absence of provision for market development schemes. এই খাতে কোন টাকাই ধরা হয়নি। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যদি মনে করেন যে বিভিন্ন plan ও schemeএর মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজারগুলির যথেষ্ট development হয়ে গেছে এবং আর বেশী development করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, তবে এই খাতে টাকা বরাদ্দ রাখার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা কি, তা আমাদের দেখতে হবে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে plan ও schemeএর মাধ্যমে ২।৪টি বাজারের কিছু কিছু কাজ হয়েছে, যেমন উদয়পুর ও কুলাইবাজার। সে সব জায়গায় কোন কিছু সম্পূর্ণ হয়নি, অর্ধেক হয়ে জীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাছাড়া সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যান্ত কি শহর, কি মফঃস্বল সব জায়গাতে যে সব বাজার আছে বর্ষাকালে তাদের ভিতরে যেতেও বেশ কষ্ট সাধ্য হয়ে উঠে। তার একটা দৃষ্টান্ত আমি এখানে দিচ্ছি। সেটা হ'ল কাঞ্চনপুরবাজার। বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টি হলেও, তাতে ঢুকতে গেলে হাটুর উপর কাপড় তুলতে হয়। তবে বাজারের কোথাও কোথাও জল কাদায় এমন অবস্থা হয় যে লোকজন চলাফেরা করতে গেলে হাটু গেড়ে উপুর হয়ে পড়তে হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ বাজারগুলির এই অবস্থা। এগুলির উন্নতির কোন প্রচেষ্টাই এই বাজারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজারগুলির মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারের মোটামুটি একটা রাজস্ব আদায় হয়। যেমন আমি বলতে পারি যে চড়িলাম বাজারের জন্য বছরে ১৪/১৫ হাজার টাকার ডাক উঠে। এভাবে প্রত্যেকটি বাজার ইজারা দিয়ে সরকার বহু টাকা আয় করে থাকেন। অথচ ঐ বাজারগুলির উন্নতির জন্য কোন কিছুই করা হচ্ছে না। আমার বক্তব্য হল এগুলির উন্নতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং তাড়াতাড়ি যাতে এই বাজারগুলির উন্নতি হয়, জনসাধারণ যাতে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আর একটি Cut motion হল "Inadequacy of provision for centrally sponsored scheme." এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীগণ অনেক কথা বলে থাকেন। যেমন loans to goldsmiths, loans to fire victims, loans to landless agricultural labourers ইত্যাদি এবং এগুলির জন্য অর্থ বরাদ্দ করা আছে। আমি এখানে একটা জিনিষের উপর গুরুত্ব আরোপ করছি, সেটা হ'ল উৎপাদন বাড়ানো। আজকে উৎপাদন বাড়াতে হলে যে সব landless agricultural labour আছে, তাদেরকে দেয় সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানো দরকার। কেননা উৎপাদন বৃদ্ধির উপরেই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করছে। অতএব উৎপাদন ভিত্তিক

পরিকল্পনাগুলিকে যাতে শক্তিশালী করা যায়, তার জন্যই এ খাতে আর ও অর্থ বরাদ্দ রাখার প্রয়োজন ছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার সর্ব্বশেষ Cut motionটি হচ্ছে "To represent disapproval of policy regarding establishment of regulated market in Tripura। গত Estimates Committeeএর report ও এই ব্যাপারে একটা মন্তব্য ছিল। মন্তব্যটা ছিল বিশালগড়ে যে একটা Regulated marketএর একটা office আছে, কার্যাতঃ সেখানে কোন কাজকর্ম হচ্ছে না। যদিও এর উদ্দেশ্য খুবই ভাল, তবু বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটার কোন বিশেষ আবশ্যকতা আছে বলে আমি মনে করি না। আমার মতে এই খাতে টাকা পয়সা খরচ না করে, যদি ত্রিপুরা রাজ্যের বাজারগুলির উন্নতি করা হয় তবে খুব একটা ভাল কাজ করা হবে।

এটা যদিও plan এর ব্যাপার এবং central scheme এর ব্যাপার তথাপি কার্য্যতঃ এই খাতে অর্থের ব্যয় বরাদ্দ রাখার কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাই না। কাজেই এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ না রেখে অন্যত্র যেখানে টাকা খরচ করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে সে সমস্ত জায়গাতে অর্থের ব্যয় বরাদ্দ রাখা উচিত ছিল।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে Loans for Development of Agriculture, অর্থাৎ যাতে কৃষির বিভিন্ন দিক দিয়ে উন্নতি হয় বা বেশী করে production করা যায় তারজন্য agricultural loan দেওয়ার ব্যাপারে এখানে বাজেট প্রভিশনে টাকাই নাই। কাজেই একদিকে দেখে উৎপাদন ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে চাই, উৎপাদন বাড়াইতে চাই, grow more food campaign ইত্যাদি করা হয়, অনেক বক্তৃতা দেওয়া হয়, প্রচার করা হয়, কিন্তু কার্যাতঃ যে সমস্ত জায়গাতে ব্যয় বরাদ্দ রাখলে উৎপাদন ব্যবস্থা শক্তিশালী হত সেই সব খাতে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয় না। কাজেই আজকে এই খাতে Demand এর মধ্যে যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেই ব্যয় বরাদ্দের মাধ্যমে ত্রিপুরার যে বিশেষ উন্নতি, অগ্রগতি হবে বা যারা landless peasants বা agriculturists তারা production এর দিকে আগের তুলনায় খুব বেশী production বাড়াতে পারবেন একথা মনে করার কোন কারণ নাই। এখানে distressed people in Tripura Agriculturists— এখানেও টাকার পরিমাণ Revised Budget এর মধ্যে ৫,৩৫,০০০ টাকা রাখা হয়েছিল। কিন্তু 1967—68 এর বাজেটে ১ লক্ষ ৫ হাজার মাত্র রাখা হয়েছে। এবং agriculturists in Tripura তাদের বেলায় যে figure গুলি এখানে আছে তার সমস্ত figure গুলি যদি একটি একটী করে দেখি তাতে একথা মনে করার কোন কারণ নাই যে এই বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ টাকা দিয়া

যারা agriculturist বা যারা displaced তাদেরে সাহায্যের মধ্য দিয়া দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার রাতারাতি পরিবর্তন হবে। যে হারে বায় বরাদ্দ ধরা উচিত ছিল সেই হারে রাখা হয় নাই। অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে যেভাবে এই বাজেট place করা হয়েছে তা অনেকটা formality maintain করার জন্য অর্থাৎ গতানুগতিক। আজকে Ruling partyর যারা Minister তাদের কথাই বড়, কিন্তু কাজের বেলায় তার কোন সারবত্তা নাই। এই বলেই আমার Cut Motion এর সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Member Sri Debendra Kishore Chowdhury to participate in the debate.

Shri Debendra Kishore Choudhury— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজকে Demand No. 46এর সমর্থনে এবং Cut Motionএর বিরোধীতা করে আমার বক্তৃতা রাখছি। প্রথমেই আমাকে বলতে হয়--একটা পুরানো কথা আমার মনে পড়েছে, "এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে"। তিনি বলেছেন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের নীতি সম্পর্কে। আজকে পুরানো নজির খুঁজতে গেলেই আমরা দেখতে পাই যে উদ্বাস্তুদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে কারা, উদ্বাস্তুদের খুন করেছে কারা, তা দেখতে গেলেই আমরা দেখতে পাই পুরানো নজির। সেই পুরানো নজিরের কথা আমি এখানে বেশী করে বলতে চাই না। আমি প্রথমেই বলেছি—উনি বলেছেন যে, যারা নূতন উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন তাদের জন্য টাকা পয়সা কম ধরা হয়েছে। প্রত্যেকটা Cut Motionএ তারা রেখেছেন in-adequecy of provision in the budget. তাহলে আজকে সব কিছুতেই যদি in-adequacy হয়ে থাকে তাহলে টাকা আসবে কোথা থেকে। আমরা Central Govt. থেকে যে টাকা পাই তার উপর ভিত্তি করে সমস্ত budget আমাদের তৈরী করতে হবে। এবং তা করতে গিয়ে আমরা যতটুকু পেরেছি এবং যতটুকু ন্যায্য মনে করেছি তাই আমরা করেছি। যারা পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আমাদের এখানে এসেছে তাদের bullocks কিনার জন্য হাজার হাজার টাকা দিয়েছে bullocks loan, আরও কিছু লোক বাকী আছে যারা bullock loan পাবে, সেজন্য পরিকল্পনাও রয়েছে। উনি বলেছেন ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, আমরা দেখতে পাব আমরা আজ পর্য্যন্ত যতটুকু Bullock loan দিয়েছি তা বাদ দিয়ে বাকী যারা আছে তাদের জন্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকাও খরচ করতে পারব না।

Mr. Speaker— Hon'ble Member is requested to complete his speech within ten minutes.

Shri Debendra Kishore Choudhury— আমি চেষ্টা করব। যারা আমাদের এখানে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে আমরা তাদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে তাদের ভারতের নাগরিকত্ব দিয়েছি। ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার পর যত প্রকার loan আছে, একজন ভারতীয় নাগরিক যত প্রকার loan পেতে পারে প্রায় সমস্ত প্রকার loan এর বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। এখন তারা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে সব রকম সুযোগ সুবিধা আমাদের সরকার থেকে পাবে। কৃষি ঋণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব আমরা এত বেশী কৃষি লোন দিয়েছি যে দেশের আর অতি অল্প সংখ্যক কৃষক কৃষি লোন পাবে। কারণ যারা নিয়েছে তারা পর্য্যন্ত পুর্ব্বের দেওয়া লোন ফেরত দিতে পারেনি। তাই একবার সরকার থেকে কৃষি লোন দেওয়া হলে পূর্ব্বের দেওয়া টাকা ফেরত না দিলে পুনরায় লোন মঞ্জুর করা হয় না। তাই কৃষি ঋণ খাতে যদিও আমরা হাজার হাজার বা লাখ ধরি তবু এই ঋণ দেবার লোকই আমরা খুঁজে পাই না। সুতরাং in-adequacy কথাটার এখানে কোন অর্থই থাকতে পারে না।

উনি বলেছেন যে grow more food campaign এর কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু আমরা দেখছি grow more food campaignএ কৃষির ব্যাপারে Irrigation বাবত, কৃষি ঋণ বাবত, গরু কিনার টাকা বাবত, আমরা হাজার হাজার টাকা ঋণ দিচ্ছি। সুতরাং in-adequecy কথাটা এখানে কি করে আসতে পারে—আমরা তা বুঝতে পারি না। তবে একটা জিনিষ আমাদের জানতে হবে যে আমরা যে কৃষকদের ঋণই দিয়ে যাব সেই ঋণের বোঝায় তারা বাঁচবে না মরবে। কারণ আমরা দেখেছি যে হাজার হাজার কৃষক ঋণ নিয়ে গেছে। তাদের জমি বন্ধক দিয়ে নিতে হয়। যদি কাহাকেও ১০০৲ ঋণ নিতে হয় তাহলে খরচ ইত্যাদি গিয়ে মাত্র ৬০/৬৫৲ নিয়ে সে বাড়ী ফিরতে পারে। কিন্তু কতদিন বাদে যখন নাকি তাকে ঋনের টাকা ফেরত দিতে হয় তখন সেই ৬৫৲ টাকার বদলে তার সেই ১০০৲ টাকা আসলের উপরে সুদ দিয়ে ফেরত দিতে হয়। সেইভাবে দিয়ে গিয়ে আমরা দেখেছি হাজার হাজার কৃষক তাদের জমি হারাচ্ছে। কৃষকদের শুধু ঋণ দিলেই হবে না। দেখতে হবে যথাযথভাবে কৃষি কার্য্যে খরচ হয় কিনা। সেই ব্যাপারে উনার কোন বক্তব্য নেই। আমি আমার Sub-division এর তরফ থেকে বলছি যে কৃষকদের দেয় লোন যথাসথ ভাবে খরচ হয় কিনা, তা আমাদের দেখা বক্তব্য। এবং যাতে নাকি কৃষক ১০০৲ ঋণ নিয়ে তার জীবনের সর্ব্বস্ব ধন তার জমি যেন না হারায় এদিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। আজকে সরকারকে বিবেচনা করতে হবে কি করে কৃষকরা তাদের ঋণ পরিশোধ করবে। এবং প্রয়োজন হলে তাদের কৃষি লোন মঞ্জুর করতে হবে। কৃষি লোন মকুব করে যাতে নাকি সে নুতনভাবে কৃষির ব্যবস্থা করতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত কৃষক আছে তাদের হাতে একটুকু ও জমি থাকবে

কিনা তাতে সন্দেহ আছে। কারন জমির উন্নতির জন্য কৃষি লোন দেওয়া হয়। সেই ঋণ যখন ফেরত দিতে হয় তখন তাকে দাদন নিয়ে সে টাকা সরকারের নিকট ফেরত দিতে হয়। জমি বন্ধক দিতে হয়, দরকার হলে জমি বিক্রী করতে হয়।

Industry loan এর বেলায় আমরা দেখছি লাখ লাখ টাকা Industry loan দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেই industryর কয়টা গড়ে উঠেছে, কয়টা সুষ্ঠু ভাবে চলছে। সেটা সরকার পক্ষ থেকে তলিয়ে দেখা দরকার।

আমরা সাময়িকভাবে দেখছি আমরা খুব ভাল আছি। কিন্তু কিছুদিনপর আমরা দেখব আমাদের গরু নেই, জমি নেই, আমরা নিঃস্ব, আমরা তখন পথে পথে ঘুরব। তাই আজকে শুধু ঋণ ঋণ করে চেঁচালেই চলবে না।

তাঁত শিল্পের জন্য আমাদের যে হাজার হাজার টাকা লোন দেওয়া হয় সেই ঋণের টাকা কেউ হয়ত, মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য, কেউ হয়ত, হঠাৎ অভাবে পড়ল, তা মেটাবার জন্য খরচ করে ফেলে। কিন্তু আজ হাজার হাজার তাঁতী ভাই যারা কোন দিন কৃষিকার্য্য করেনি তারা কৃষিকাজ করে কোন রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু কৃষিকার্য্যে তাদের অভিজ্ঞতা না থাকাতে এর আয়ের দ্বারা তাদের পরিবারের খরচ সঙ্কুলান হয় না। অভাব লেগেই থাকে। সে সব তাঁতী ভাইরা যখন তাঁত শিল্পের জন্য সরকার থেকে লোন নেয় তখন যদি সরকার থেকে তদারক করে দেখা হয় যে, সে টাকা দিয়ে তাঁতশিল্প গড়ে উঠেছে কি না, তাহলেই তাঁত শিল্প গড়ে উঠতে পারে। সেইজন্য প্রতি গ্রামে গ্রামে একটি করে Unit না করলে হয়ত অদুর ভবিষ্যতে তাঁত শিল্প এদেশ থেকে মুছে যাবে। তাই আমরা যে ঋণ দিতে যাচ্ছি তার আগে দেখতে হবে যে, কিভাবে সেই টাকাগুলি খরচ হবে এবং যে সরকারী সাহায্য নিতে এসেছে সে সত্যিকারের তাঁতী কিনা, সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। এবং সে খাতে ঋণ পায় সেদিকেও নজর রাখতে হবে। তাহলেই আমাদের ঋণ দেওয়া সার্থক হবে। তাই আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের অঘোর বাবুকে বলব, "আসুন আমরা সবাই মিলে এই টাকাটা মঞ্জুর করে গ্রামে গ্রামে গিয়ে দেখি যে সে টাকাটা লোকে কি ভাবে খরচ করছে। কিভাবে সেগুলোকে কাজে লাগাচ্ছে। সে বাঁচবে না মরবে?" সেইভাবে যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে সরকারের লাখ লাখ টাকা সুষ্ঠুভাবে খরচ হবে। তারজন্য আমি ওনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আমরা এই Demandএর সমর্থনে এবং Cut motionএর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I now call on the Hon'ble member Shri Abhiram Deb Barma to move his Cut motion.

Shri Bidya Ch. Deb Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা আজ অনুপস্থিত। আমি তাঁর Cut motionটি মুভ করতে চাই।

Mr. Speaker :— Proxyতে Cut motion move করা চলে না।

Next I call on Hon'ble Member Shri Promode Ranjan Das Gupta to participate iu the debate.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Demand No. 46এর সমর্থনে এবং Cut Motionএর বিরোধীতা করে কয়েকটি কথা বলব।

প্রথমতঃ আমরা দেখছি যে, গত বছর এই demandএ যে টাকা রাখা হয়েছিল, এ বছর অবশ্য revised estimateএ তার চেয়ে কম। কিন্তু বাজেট estimateএ এ বছরও বেশী রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে revised estimateএ সে অঙ্কটা বাড়বার সম্ভাবনা আছে। অনেকগুলি লোন আছে যেমন landless agricultural laboursদের জন্য এবং Ex-militaryদের জন্যও রাখা হয়েছে। যে টাকা এই বাবদ ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই রাখা হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমি দু'চারটি কথা বলব যে, লোন যখন কৃষককে দেওয়া হয়, সেই লোন যেন কৃষককে ঠিক সময় দেওয়া হয়। কারণ টাকাটা যদি তাকে ঠিক সময় দেওয়া না হয়, তাহলে সাধারণতঃ সে টাকাটাকে সে নষ্ট করে ফেলে, তার নিজের অভাবের তাগিদে। কাজেই লোনটা যাতে তারা ঠিক সময় মত পায় সেটা জানা দরকার। আর একটি কথা হচ্ছে যে development of fisheriesএর জন্য পূর্ব্বে ছিল ১ লক্ষ ৭০ হাজার আর এ বৎসর রাখা হয়েছে ২ লক্ষ ১২ হাজার। এবং সেই লোনটাও বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে যাতে প্রকৃত মৎসজীবি লোনটা পায় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেক সময় আমরা দেখেছি যারা জীবনে কখনও মৎস ব্যবসা বা মৎস্য চাষ করেননি সেই রকম লোক অনেক সময় লোন নিয়ে যাচ্ছেন। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে purposeএ লোন দেওয়া হয় সেই purposeটা যেন serve হয়। এখানেও আমার একটা অনুরোধ, কি মৎসজীবি, কি কৃষক যাকে যখন লোন দেওয়া হবে তখন দেখতে হবে তারা প্রকৃত মৎসজীবি বা কৃষক হিসাবে গাঁও পাঞ্চায়েতের সভাপতি থেকে certificate এনেছে কিনা। অনেক সময় দেখা যায় এমন অনেক লোক landless agriculturists হিসাবে লোন নেয় যাদের জমি আছে। তার কারণ অফিসের যোগাযোগে কারচুপি করে সে টাকাটা নিয়ে যায়। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যদি পাঞ্চায়েতের certificate নিয়ে তাকে নিতে হয় তখন তার যে অগাধ সম্পত্তি আছে সে জিনিষটা ধরা পরে। সেইজন্য আমি বলছি ঋণ যখন দেওয়া হবে তখন সেই ঋণ যেন পাঞ্চায়েতের মারফতে

দেওয়া হয়। পরিশেষে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে displaced person সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমার বন্ধুবর মাননীয় সদস্য অনেক কথাই বলেছেন। তবে উনাকে স্মরন করিয়ে দিতে চাই যে উনি আমাকে যখন আক্রমন করেছেন, আমি প্রতি আক্রমন তাঁকে করবনা। কারণ উনাকে আক্রমন করার আমার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই এই জন্য যে তারই Marxist পত্রিকা সে পত্রিকায় উনার সম্বন্ধে যা লিখেছেন এবং উনার যে পত্রিকা "ত্রিপুরার কথা" সে পত্রিকা উনার সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছে সেটাই যথেষ্ট। তবে মরা মরা বলতে বলতে যদি রাম নাম মুখে এসে পড়ে তাহলে ভাল। উনারা এই displaced person সম্পর্কে এবং তাহাদের সাহায্য করা সম্পর্কে বরাবর একই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন।

Shri Aghore Deb Barma :—Point of order Sir. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনি আমাকে লক্ষ্য করে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমন করেছেন, এটা উনি পারেন কিনা?

Mr. Speaker— উনি displaced personএর কথা বলছেন।

Shri Promode Ranjan Dasgupta— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, displacedদের জন্য যে টাকাটা রাখা হয়েছে তাদের উন্নতির জন্য, সেই সম্পর্কে আমি একটা বক্তব্য রাখছি। উনাদের এই যে সহানুভূতি তা আমি কামনা করি। যে সহানুভূতি সহকারে তারা এই হাউসে আলোচনা করলেন যে বাজেটে টাকার অংক কম রাখা হয়েছে সেই সহানুভূতি যেন আমরা মাঠে ঘাটে পাই। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker— Now I call on Hon'ble Minister, Shri Profulla Kumar Das to participate in the debate] You are allotted only 10 minutes for your speech.

Shri Profulla Kumar Das, Minister— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী demand No. 46এ যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন আমি তার সমর্থন করছি। এই demandএ ৩৬,০৭০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তার মধ্যে আছে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর, যেমন landless এবং স্বল্প বেতনভোগী সরকারী কর্মচারী এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে উৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের লোককে নানা রকমের লোন ও advance বিভিন্ন প্রয়োজনে দেওয়ার জন্য। যার দ্বারা ওদের উপকার এবং at the same time আমাদের ত্রিপুরার বিভিন্নমুখী সমস্যার সমাধান হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে মোটামুটি ভাবে বহু item তার মধ্যে আছে। এর মধ্যে

important হচ্ছে যে পূর্ব্ব বাংলা হতে নিঃস্ব দরিদ্র উদ্বাস্তু এদেশে এসেছে তাদের agriculture লোন দেওয়া, যারা exchange করে এ দেশে এসেছে তাদের bullock লোন দেওয়া, যারা ex-military তাদের border এলাকাতে পুনর্ব্বাসন দেওয়া, midium term loan to farming societies, তারপর loan to rickshaw pullers Co-operative societies। তারপর আছে Low Income Group Housing Scheme. যারা নাকি এককালীন টাকা খরচ করে বাড়ী ঘর তৈয়ার করতে পারে না তাদেরকে লোন দেওয়া; যে টাকাটা তাদের বেতন থেকে ১০ | ১৫ বৎসরে আস্তে আস্তে recover করে নেওয়া হয়। আরেকটা আছে Middle Income Group Housing Scheme. এইসব লোনের দ্বারা জনগণ উপকৃত হচ্ছে। তারপর Gold Control Act. introduce হওয়ার কালে যে সমস্ত স্বর্ণ শিল্পীরা বেকার হয়ে পড়েছে তাদের জন্য লোনের ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে। আর যারা নাকি fire victims, যাদের বাড়ী ঘর অকস্মাৎ আগুনে পুড়ে যায় তাদের জন্য লোন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রদের মধ্যে যারা গরীব উচ্চ শিক্ষার খরচ চালাতে পারে না তাদের জন্য আছে National loan scholarship scheme এ ধরণের বহু সুযোগ সুবিধা রাখা হয়েছে।

মাননীয় সদস্য—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা উনার cut motion আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে পূর্ব্ব বাংলা থেকে যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা এসেছে তাদেরকে bullock loan ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে না বা দিলেও তা পর্য্যাপ্ত নয় এবং বাজেটে টাকার অংক কম। তিনি cut motion আলোচনা করতে গিয়ে যে ধরণের নিস্তেজ সুরে তার বক্তব্য পেশ করলেন এতে বুঝা যায় যে এই যে উদ্বাস্তু দরদ সেটা মেকী। তা না হলে তার গলা তিনি আরো সপ্তমে চড়িয়ে বলতে পারতেন। মাননীয় সদস্য আমাদের তরফ থেকে যথার্থই বলেছেন যে অনেক দিন পর মন্ত্রবার মুখে একি কথা শুনা যাচ্ছে। তার সাথে আরেকটা কথা জুড়ে দিলে ভাল হয়, "মাছের মায়ের পুত্রশোক"। সত্যিই যারা নাকি এক সময়ে উদ্বাস্তুদের নির্য্যাতিত করছে, খুন জখম করতে এগিয়ে এসেছিল, যারা উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন ব্যাপারে নানা ধরনের বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করেছিল এমন কি ত্রাসের সৃষ্টি করে উদ্বাস্তুদের এরাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, আজকে তারা যদি উদ্বাস্তুদের জন্য এই দরদ দেখাতে আসে তাহলে তা সত্যিই হাস্যকর হয়। আমরা জানি উদ্বাস্তুদের প্রতি সরকারের দরদ যথেষ্ট ছিল এবং আছে ও থাকবে। সে দিকে লক্ষ্য রেখে বাজেটে যে টাকার অংক ধরা হয়েছে, গত বৎসর সেটা ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ছিল। যারা নূতন exchange করে এসেছেন পূর্ব্বপাকিস্তান থেকে, তাদের জন্য ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা গত বৎসর ধরা হয়েছিল। এবার ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এর সঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে গত বৎসর ৩০শে এপ্রিলের পর থেকে ২১৮টি উদ্বাস্তু পরিবার এসেছে। ১ | ৫ | ৬৫ সাল থেকে যারা পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে exchange করে এসেছে তাদিগকে bullock loan দেওয়ার কথা। এর পূর্ব্বে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার

টাকা থেকে যাদেরে bullock loan দেওয়া হয়েছে, নুতন করে তাদেরে bullock লোন দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না।

আজকে এর পরে যারা এসেছে তাদেরকে আইনানুগ ব্যবস্থা হিসাবে এই ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা থেকেই Bullock Loan দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে Revised Budget এ এর ব্যবস্থা করা যাবে। কাজেই কত লোক সেখান থেকে আসবে, কি ব্যবস্থা করা হবে তারজন্য পূর্ব্বেই বাজেটে এত বেশী টাকা আটকে রাখা যুক্তি সঙ্গত নয়। কত পরিবার আসবে তা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। কাজেই খুব বেশী পরিমাণ টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখার কোন মানে হয় না। তাছাড়া তাদেরকে rented basis এ ১০টি power tiller দেওয়া হয়েছে যাতে তারা অল্প খরচে ploughing এর কাজ করতে পারে।

Mr. Speaker—Hon'ble Minister, your time is over.

Shri Prafulla Kr. Das, Minister—তারপর……

(INTERRUPTION)

Shri Prafulla Kr. Das, Minister—আমি শেষ করে দিচ্ছি। তারপরে… ..

(INTERRUPTION)

Mr. Speaker—You may please ask for time if you require.

Shri Prafulla Kr. Das, Minister—I want time.

Shri Aghore Deb Barma, M.L.A.—Please sit down.

আমি Point of order তুলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি Privilege motion move করছি। তিনি এই চেয়ারের অসম্মাননা করেছেন। কারণ লালবাতি জ্বললেই সময় চেয়ে নিতে হয়। কিন্তু Minister তা করেন নাই। অতএব তিনি চেয়ারের অসম্মাননা করেছেন আমি এ বিষয়ে Privilige motion move করছি।

Mr. Speaker—He could not observe it before.

Shri Profulla Kr. Das, Minister— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Point of clarification. উনি ধমক দিয়ে বলতে পারেন কি-না যে বসে যান? মাননীয় Speaker এর কাছে বলতে পারেন কোন responsible memberকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ধমক দেওয়াটা

unparliamentary না হলেও ভদ্রতা সম্মত কিনা সে সম্বন্ধে মাননীয় Speaker মহোদয় কিছু বলবেন বলে আমি আশা করি।

Mr. Speaker— Next I call on Hon'ble Finance Minister to give his reply.

Shri Krishnadas Bhattacharjee, Finance Minister— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যে Demand No. 46 রেখেছি তার সমর্থনে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত cut motion এসেছে তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। এই Demandএ Loans and Advancesএর জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে তা সবদিক বিবেচনা করেই রাখা হয়েছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরগুলির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এই Loans & Advancesএর খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এখানে এমন কোন item নেই যেখানে টাকার বরাদ্দ Inadequacy বলা যায়। কয়েকটি item আছে, যেখানে token grant রাখতে হয়। কিন্তু সেটা circumstances অনুযায়ী ভবিষ্যতে বর্দ্ধিতও করা হয় এবং Central Govt. থেকে সে অনুযায়ী টাকা আনাও হয়। কোন জায়গায় টাকা বেশী ধরা হয়েছে, আবার কোন জায়গায় টাকা কম ধরা হয়েছে, যাতে কোনটা বাদ না যায়। কাজেই তিনি যে বলেছেন Inadequacy তা ঠিক নয়। প্রথমতঃ বলেছেন Bullock Loan এর ব্যাপারে। এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস মহোদয় বলেছেন যে পাকিস্থান থেকে যারা exchange করে এসেছেন তাদেরকে Bullock Loan দেওয়া হয় এবং এর আগে যারা এসেছিলেন তাদেরও দেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমানে যে ২১৮টি পরিবার এসেছে তাদেরও ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, যে টাকা রাখা রয়েছে তাতে মাথাপিছু ১ টাকা করেও পড়বে না। সে কথা ঠিক নয়। প্রতি পরিবার পিছু ৩০০ টাকা করে Central Govt. থেকে fixed করা আছে এবং সেভাবেই এখানে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। যদি আরো পরিবার আসে তাহলে টাকা আরো বাড়ানো যাবে। এর জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। তারপর বলেছেন market development schemesএ ... ...

Mr. Speaker— Hon'ble Minister, you are alloted ten munites only.

Shri Krishnadas Bhattacherjee, Finance Minister— Market development schemeএ ৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ছিল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। সে টাকা খরচ করে কিছু টাকা carried over হয়েছে এবং সেই খরচটা এই বৎসর করে Municipality কে grant দেওয়া হয়েছিল। তাজেন্য এবৎসর Market Developmentএ কোন টাকা রাখা হয়নি।

বিশালগড়েও market development এর জন্য কিছু টাকা regulated market development এর জন্য ধরা আছে। ঐ টাকা বিশালগড় market development এর কাজে লাগানো হবে। বিশেষ বিশেষ কারণে যদি market এ কোন কাজ হয় তার জন্য টাকার অভাব হবে না। Drain করা বা রাস্তা পাকা করা এগুলো P.W.D. এর টাকা থেকে করানো যাবে। সুতরাং market development সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আর centrally sponsored scheme সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন সেটার একটা বর্ণনা আমি দিচ্ছি। যারা correctly application করবে তাদেরকে ২০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। যে সমস্ত gold smith সোনার ব্যবসা করতে চান না, rehabilitation চান তারা যদি ঠিকমত application করে তবে তাদের লোন দেওয়া হবে। এই পর্য্যন্ত ১১টি application পাওয়া গেছে। এ জন্য loans and advance এ টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে, এবং প্রয়োজন অনুপাতে টাকা বাড়ানো যাবে। Loans to landless agricultural labourers—তাদের জন্য টাকা রাখা হয়েছে এবং যারা প্রকৃতই landless agricultural শ্রমিক আছে তাদেরকে পুনর্ব্বসতি দেওয়ার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, লোন দেওয়ার প্রয়োজন, তারজন্য এখানে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। Ex-Serviceman যারা রয়েছেন তাদেরকে পুনর্ব্বসতি দেওয়ার জন্য 2000 টাকা করে per family দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং এ দিক থেকেও কম টাকা বরাদ্দ করা হয়নি, প্রচুর টাকা রাখা হয়েছে। কৃষির উন্নতির জন্যও অনেক টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গতবার যে টাকা ছিল তার থেকে এবার অনেক বেশী টাকা রাখা হয়েছে। গতবার ছিল ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা, এবার হল ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। কৃষকদের যে কৃষি ঋণ দেওয়া হয় তা যেমন এখান থেকে দেওয়া হয় তা ছাড়াও কৃষি ঋণ বহু দিক থেকে দেওয়া হয়। Co-operative এর মাধ্যমে দেওয়া হয়, Revenue Section থেকেও দেওয়া হয়। কাজেই কৃষকদের কৃষি ঋণের ব্যবস্থার জন্য বাজেটে বিশেষ ভাবে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তা ছাড়াও যদি flood বা খরাতে বিশেষ ক্ষতি হয় তা হলে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরও অতিরিক্ত টাকা মঞ্জুর করে আনা যাবে। কুটীর শিল্পের জন্য ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এ পর্য্যন্ত এর againstএ ২৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪ শত ৪৩ টাকা দেওয়া হয়েছে।

যারা Campএ থাকে সেই সমস্ত উদ্বাস্তুদের পরিবার পিছু ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয় ছোট ছোট ব্যবসায়ের জন্য এবং তার জন্য ব্যয় বরাদ্দ আছে ১০,০০০ টাকা। এবং সেই সম্পর্কে দরখাস্ত পাওয়া গেলে তা মঞ্জুর করা হয়। তাতে টাকার কোন অভাব হয় না। সরকারী কর্ম্মচারীদের লোনের জন্য ১ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। যেমন মটরগাড়ী মটর সাইকেলের জন্য ধরা হয়েছে ৯৩০০০ টাকা। Bi-cycle এর জন্য রাখা হয়েছে ১ লক্ষ টাকা। ঝড়, বন্যা ইত্যাদির জন্য token loan এর জন্য রাখা হয়েছে ৫,০০০ টাকা, প্রয়োজন অনুযায়ী তা বাড়ানো হয়ে থাকে। সুতরাং এই loan and Advances এর

স্বল্পতার কথা যে উনারা বলেছেন তা ঠিক নয়। এই বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ আছে তা যথাযথভাবে করা হয়েছে। আর একটি কথা বলেছেন বিশালগড়ের regulated market সম্পর্কে সেই সম্বন্ধে আমাদের Estimate Committeeর অবশ্য একটি recommendation ছিল। তবে তার মধ্যে বিশালগড় market এর developmənt এর অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। বিশালগড় বাজারের development সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী এ দিকে সম্পূর্ণ disapproval করলে চলবেনা। এটা যাতে ভালভাবে research করে efficiency বাড়ানো যায় তার জন্য আমাদের নজর দিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে ২ মিনিট সময় দিন। তাহলে বিশালগড় বাজারটির উন্নতি হবে। সেই দিক থেকে disapproval করার মত কোন কারণ আমি দেখতে পাচ্ছিনা। সব দিক বিবেচনা করে আমি বাজেটে যে demand টি রেখেছি তাতে ৩৬,০৭,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আশা করব House এই ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করবেন।

Mr. Speaker - The debate on Demand No 46 is over. I would now put the Demand to vote. Ofccurse, I shall first put to vote the Cut motion relating to the afore said Demand. Now the question before the House is the Cut motion moved by Sri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs 100/— to discuss on inadequacy of provision for purchase of Bullocks and tructor for displaced persons from East Pakistan.

As may as are of that opinion will please say—'Ayes'

Voices—"Ayes"

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'

(Voices—Noes.)

I think, 'Noes' have it ; 'Noes' have it, 'Noes' have it.

THE MOTION IS LOST.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "Absence of provision for market development schemes in Tripura.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

(Voices—'Ayes')

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

(Voices—'Noes')

I think 'Noes' have it.

'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion move by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—"Inadequancy of provision for centrally sponsored scheme".

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

(Voices—'Ayes')

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

(Voices—'Ayes')

I think, 'Noes' have it ; 'Noes' have it, 'Noes' have it.

THE MOTION IS LOST.

The cut motions moved by Shri Abhiram Deb Barma fall through.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand reduced by Re. 1/- "To represent disapproval of policy regarding establishment of regulated market in Tripura.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

(Voices—'Ayes')

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

(Voices—'Noes')

I think 'Ayes' have it ; 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

Now the question before the House is the demand for grant No. 46 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 36,07,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the

schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968, in reespect of Demand No. 46—Loans and Advances by the State/Union Territory Governments.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

(Voices—'Ayes')

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'

(No.—Voice)

I think, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed

Shri Tarit Mohan Gupta, Minister—Hon'ble Speaker Sir, before we go to the next item আমি আপনার দৃষ্টি আমাদের Rules of Procedure and conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly Rule 71 No এর উপরে আকর্ষণ করছি। এখানে যেটা লেখা আমি পড়ছি" The Minister-in-charge of the Department to which a resolution relates may, immediately before the resolution is moved by a Private Member, object to the resolution or any part thereof on the ground that it can not be discussed without detriment to the public interest. It the Minister does so object, the member in whose name the resolution appears on the list of Business shall either withdraw the resolution or such part thereof or move the same by a formal motion in terms appearing in the said list, but without any speech.

Immediately after a resolution is so moved, the Minister-in-charge of the Department to which the resolution relates may move that the question may at once be put without discussions, and the speaker, after permiting the Minister and the mover of the motion to make brief explanatory statements may, with or without consulting the House as he may think necessary, put the question thereon without debate.

Mr. Speaker— Now I call on Hon'ble Minister-in-charge to make up brief explanatory statement on this.

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমারও বক্তব্য আছে।

Mr. Speaker—Now I am asking the Hon'ble Minister to make brief explanatory statement. Then we will get the chance.

Shri T. M. Dasgupta, (Minister)— আমার বক্তব্য হচ্ছে, এখানে যে বিষয়ে এটা এসেছে সেটা হচ্ছে যে একটা Judicial enquiry হউক। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই Houseএর মধ্যে মাননীয় চীফ মিনিষ্টার assurance দিয়েছেন যে Judicial enquiry হবে এবং অল্প কিছুদিন আগেও একটি questionএর মাধ্যম দিয়ে কেন তাড়াতাড়ি করা যাচ্ছে না তার কথা তিনি বলেছেন এবং বলেছেন যে মে মাসের আগে West Bengal থেকে যে বিচারককে দেওয়া হয়েছে তিনি আসতে পারবেন না। কারণ তিনি সেখানে আর একটি কাজের মধ্যে engaged রয়ে গেছেন। এখানে যদি এই প্রস্তাবটি আলোচনা করতে দেওয়া হয়, যেহেতু কিছুদিন পরে সেটাকে Judicial enquiryর মধ্যে দেওয়া হবে, কাজেই এর ফলে এখানে যদি এটা আলোচিত হয় তাহলে স্বভাবতঃই বিচার বা Enquiry যেটা হবে তার প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে এর যদি একটা বিস্তারিত আলোচনা হয় তাহলে it will be detrimental to the public interest. কাজেই এর ভিত্তি করে আমি বলছি যে এর বিস্তারিত আলোচনা করতে দেওয়া যায় না। কাজেই এটা Motion করার পর একটা brief statement মাননীয় সদস্য দিতে পারেন according to that rule. তারপর আমি সঙ্গে সঙ্গে ভোট দেওয়ার জন্য মাননীয় স্পীকারের কাছে আবেদন জানাব according to Rule 71.

Mr. Speaker— Now I call on Hon'ble Member Sri Aghore Deb Barma to make brief explantatery statement.

Shri Aghore Deb Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে page No. 2 Union Teritory Act. 1963র মধ্যে আছে "Resolation" means a motion for the purpose of discussing a matter of general public interest. অতএব আমার বক্তব্য হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় List of Business এর মধ্যে এটা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতএব আমার এই Resolationটি আলোচনা করতে দিতে বাধ্য। কারণ এটার বিরুদ্ধে বলার অর্থই হচ্ছে

কনটেম্প্ট অফ দি চেয়ার, মাননীয় অধ্যক্ষের উপর অবমাননার সামিল। কাজেই আমি মনে করি আমার এই প্রস্তাবটা আলোচনা করার অধিকার আমার আছে, এটা already list of business এর মধ্যে আছে, এটা আলোচনা হবে। তদুপরি মন্ত্রী মহোদয় কনটেম্প্ট অফ চেয়ার করছেন।

Mr. Speaker—You please point out the Rule.

Shri Aghore Deb Barma— কারণ এই list এ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমোদন না পেলে List of Business এর মধ্যে এই Resolution আসতে পারে না। তাছাড়া এই প্রস্তাবটি

অনেকদিন আগের দেওয়া। এবং এইটিও Rules এ আছে যখন আমরা কোন প্রস্তাব submit করি তখন অধ্যক্ষ মহোদয় Minister concern এর সঙ্গে আলোচনা করে, গ্রহণ করেন এবং তারপরই সেটা List of Business এর মধ্যে আসে। কাজেই এই অবস্থায়, এই আলোচনাটি বন্ধ করার কোন যৌক্তিকতা নাই। এখানে আপত্তি তুলার অর্থ হল চেয়ারের অবমাননা করা। কাজেই এই আলোচনা চলা উচিত।

Shri T. M. Das Gupta (Minister)—এটা Rule এর মধ্যেই দেওয়া আছে, এখানে Speaker এর অবমাননার কোন প্রশ্নই উঠে না। Assembly Rules এর 72 নম্বর Ruleএ বলা হয়েছে যে Resolution accept হওয়ার পরও যিনি Minister in charge of the Deptt. আছেন, তিনি নিজে যদি convinced হন যে Resolution এর Discussion detriment of the Public Interest হবে, Minister concern যদি মনে করেন even after the Resolution has been sanctioned or Resolution has been approved by Speaker for discussion in the Assembly তাহলে এই section টা ব্যবহৃত হবে এবং এই Rule এর মধ্যেই সব ব্যাপারটি বিষদভাবে বর্ণিত আছে। কাজেই এখানে Speaker এর অবমাননার কোন কথাই উঠতে পারে না। কারণ এই যে Rules তা সমস্ত House মিলেই করেছেন। কাজেই এখানে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেল যে এটা করলে পর অন্য রকম হতে পারে। More over এ সম্বন্ধে যে কি হচ্ছে না হচ্ছে সমস্ত অবস্থাটা, এবং যে Judicial Enquiryটা সেটা অল্প কিছুদিন আগেও প্রশ্ন হয়েছে। কাজেই সেখানে এটার discussion এর সুযোগ, প্রশ্নের ভিতর দিয়ে যতখানি হয়, হাউসের সামনে জ্ঞাতব্য যে বিষয় সেটা আলোচিত হয়ে গেছে। এখন শুধু এর মধ্যে বলা হয়েছে immediately করার জন্য। কাজেই এর যে বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা কোন Public interest serve হবে না ; move over যে enquiry Commission টা হবে এখানকার বক্তব্যের দ্বারা তার প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক খানি রয়ে গেছে, তার জন্য সেটাও বিস্তারিত আলোচনা না হয়ে শুধু—

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, there is no question of contempt of the chair by the Minister, It is my ruling. Then if you go on for detailed discussion on the resolution, I think this discussion will prejudice the enquiry which is going to be held. You have asked for, Judicial enquiry in the Public interest and in Public interest, if we allow discussion on the resolution that will pre judice the enquiry which is going to be held in near future. It is my observation.

Shri Aghore Deb Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার কথা হচ্ছে, এখানে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করলে বিচার বিভাগের তদন্তের ক্ষতি হবে না প্রভাবিত হবে না। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাবের আলোচনার মধ্যে প্রভাবিত হওয়ার কোন কারণ নাই, তদন্তের বেঘাৎ হওয়ার মত কোন কারণ দেখি না। Rules দেখলে এ আলোচনায় কোন অসুবিধা আছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই এ আলোচনা করতে দিতে হবে।

Mr. Speaker— অসুবিধা যে কি হবে তা ত আমি এক্ষণি বললাম, আমাদের হাউসের মুখ্যমন্ত্রী Judicial enquiry হবে বলেছেন। কাজেই আমি মনে করি জনস্বার্থের খাতিরে আমি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে করতে দেওয়া হয় তাহলে যে Judicial enquiry অদূর ভবিষ্যতে হবে সে enquiry প্রভাবিত হবে। অতএব আমি Produce, আমাদের আইন অনুযায়ী করছি।

The question before the House is the resolution moved by Shri Aghore Deb Barma that in view of the fact that the Chief Minister assured to have an impartial Judicial enquiry on the police firing inconnection with the incident of the 28th and the 29th August, 1966.

Shri T. M. Das Gupta (Minister)—Mr. Speaker Sir, formally the member concerned will move the Resolution.

Mr. Speaker— In that case you (Mr. Deb Barma) will not be allowed to discuss your resolution per Rule.

Shri Aghore Deb Barma-- আমি যখন আমার resolution move করব তখন আমার discussion right থাকবেই।

Mr. Speaker— Just look to the Rule 71 (1)&(2) also. Go to the Rule carefully.

Shri Aghore Deb Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় —

Mr. Speaker— Have you gone through the Rule 71 (1)&(2)

Shri Aghore Deb Barma— আমার resolution হচ্ছে Judicial enquiry, একটা specific issue এর উপরে।

Mr. Speaker— আপনাকে আমি আবার অনুরোধ করছি যে Rule 71 (2) আপনি carefully পড়ুন।

Shri Aghore Deb Barma— আমি এটা মানতে রাজী না।

Mr. Speaker—You are to base on Rules.

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথা হচ্ছে এ প্রস্তাবটা যে মুহূর্তে এই list of business এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে, আমার আলোচনার অধিকার আছে।

Mr. Speaker—এই Rule আপনাকে আলোচনা করার অধিকার দিচ্ছে না। অতএব কি করে আপনি আলোচনা করবেন, কি অধিকার আছে তা আমি বুঝতে পারলাম না।

Shri Aghore Deb Barma—এটা এমন কোন না। ২৮, ২৯শে আগষ্টের ঘটনা এপ্রিল মাস চলছে, আজ পর্য্যন্ত কোন Judicial enquiry করার ব্যবস্থা হল না। এ সম্বন্ধে কোন বক্তব্য রাখতে গেলে এই ব্যাপারে তদন্তের ক্ষতি হবে এ রকম মনে করার কোন কারণ নেই। যেহেতু delay করা হচ্ছে, এইজন্য আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker—মাননীয় member আমার কথা আপনি শুনুন। এই সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই Houseএ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে May মাসের আগে আমাদের এখানে Judicial Enquiry করা সম্ভব হচ্ছে না। যেহেতু কলকাতার যিনি বিচারক তিনি May মাস পর্য্যন্ত কলকাতাতে একটা বিচার বিভাগীয় তদন্তে ব্যস্ত আছেন। অতএব May মাসের আগে এখানে এসে বিচার বিভাগীয় তদন্ত আরম্ভ করা সম্ভব নয়।

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু......

INTERRUPTION

Mr. Speaker— মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করছি তিনি যেন আমাদের Ruleএর 71 এর clause 2 খুব মনোযোগ সহকারে পড়েন এবং সে Ruleকে obey করেন। I shall not allow you to discuss on this resolution.

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই Judicial Enquiry করতে দেরী হচ্ছে তারজন্য আলোচনার দরকার এবং এই জন্যই আমি Resolutionটি রাখছি।

Shri T. M. Dasgupta, (Minister)— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি ওনাকে বলতে দিন। এই দেরী হওয়ার কারণ, এই Houseএর মধ্যে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলে দেওয়া হয়েছে যে May মাসের আগে কোন Judge পাওয়া যাবে না। যেখানে Judicial Enquiryর প্রশ্ন উঠেছে সেখানে এক-জন Judge পাওয়া সোজা কথা নয়। প্রথমে High Court এর Judge পাওয়া যায়নি। সে কথা মাননীয় সদস্যকে বলাও হয়েছে। তখন উনারা Retired Judge আনার কথা বলেছেন। যাকে আনবেন তিনি ও বলেছেন যে May মাসের আগে আসতে পারবেন না। কাজেই এর চাইতে quicker হওয়ার কিছুই নেই এবং তিনি আগেই বলেছেন যে Judicial Enquiry হবে। কাজেই এতে further discussion এর অর্থ নেই. কাজেই যখনই বিষয় বস্তুর মধ্যে আসবে তখনই আমি মনে করি তার দ্বারা এই Rule অনুয়ায়ী it will detrimental to the public interest. কাজেই public interestএ Judicial Enquiry কি হবে না হবে, Judicial Enquiry করবে। কাজেই তার আগে আর কোন detail discussion হতে পারে না। কিন্তু এই resolutionএ তার যে মূল বক্তব্য আছে সেটা তিনি discussion না করে তিনি সেটা move করলে পর House এর যা ইচ্ছা এই resolution অনুযায়ী, সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভোটে দেওয়া হবে এবং তিনি যেটা চাচ্ছেন তার result তিনি পেয়ে যাবেন। কাজেই সেজন্য আমি বলব এই ধারাটিকে করার জন্য এবং না করার জন্য।

Mr. Speaker—Hon'ble Member I would request you again to abide by Rule 71. This is my ruling.

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে সেটা আমি মেনে নিতে পারছি না। কারণ যেভাবে ইচ্ছাকৃত দেরী করানো হচ্ছে, চেষ্টা করলে বিচার বিভাগীয় তদন্ত এতদিনে করা যেতনা এটা মনে করার কোন কারণ নেই। কাজেই আমি এখনো মনে করছি যে এ বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। (Noise)

Mr. Speaker—Order please, Order please, you can move the resolution only.

Shri Aghore Deb Barma—Move করতে গেলে বলার অধিকারও নিশ্চয়ই থাকবে।

Mr. Speaker—Then you have not read the Rule. Please move the resolution only.

Shri Aghore Deb Barma— In view of the fact that the Chief Minister assured to have an impartial Judicial enquiry on the Police firing in connection with the incident of the 28th and the 29th August, 1966, this House urges upon the Government to take all necessary steps to start the said judicial enquiry immediately.

Mr. Speaker—I first put your resolution to vote.

Shri Aghore Deb Barma— যেহেতু resolution আমি move করেছি সেহেতু আমার আলোচনা করার অধিকার আছে। অতএব আমি আলোচনা চালিয়ে যাব।

Shri T. M. Das Gupta, Minister—Mr. Speaker Sir, the Position······

(Noise)

Mr. Speaker—Now, I am putting the main motion to vote. The question before the House is the resolution moved by Shri Aghore Deb Barma that in view of the fact that the Chief Minister assured to have an impartial Judicial enquiry on the police firing in connection with the incident of the 28th and the 29th August 1966, this House urges upon the govt. to take all necessary steps to start the said Judicial inquiry immediately.

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

Voice—Ayes

As many as are of contrary opinion will please say, "Noes".

Voice—"Noes"

I think, "Noes" have it,

"Nose" have it, "Noes" have it

The resolution is lost.

Next, I would call on Hon'ble member Shri Bidya Ch. Deb Barma to move his resolution.

Shri Bidya Ch. Deb Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার resolution হ'ল, "এই বিধান সভা ত্রিপুরা সরকারকে নির্দেশ দিতেছেন যে, ত্রিপুরায় প্রবর্ত্তিত ১৯৪৭ সালের ইউ, পি পঞ্চায়েত আইনের ৪র্থ নম্বর পরিচ্ছেদ অনুসারে প্রথম পঞ্চায়েত সমূহের হাতে যেসকল কার্য্যভার ও দায়িত্ব অর্পন করার বিধান আছে, অবিলম্বে তাহা তাহাদের হাতে দেওয়া হোক এবং ঐ দায়িত্ব পালনের জন্য তাহাদের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হোক"। আমি এই resolutionটি এখানে রেখেছি, এজন্য যে পঞ্চায়েতের হাতে যেসব কাজ ও দায়িত্ব দেওয়ার কথা ছিল, তা ত্রিপুরা সরকার আজ পর্য্যন্ত সেগুলি দেন নাই, ফলে পঞ্চায়েতকে তাদের কাজ কর্ম করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলিতে নানাবিধ গোলযোগের সৃষ্টি হচ্ছে। এই কারণে হাউসের কাছে আমার অনুরোধ হল ত্রিপুরা সরকার যেন অবিলম্বে পঞ্চায়েতগুলির হাতে ১৯৪৭ সালের ইউ, পি পঞ্চায়েত আইনের ৪র্থ নম্বর পরিচ্ছেদ অনুসারে যেসব ক্ষমতা আছে, তা যেন দেওয়া হয়। আর সেগুলি যদি তাদের হাতে অর্পন করা না হয় তবে পঞ্চায়েতগুলির যে অধিকার আছে, তা তারা উপলব্ধি করতে পারবে না। কেন্দ্রীয় সরকার যে পঞ্চায়েত রাজ চালু করতে চাইছেন, সেটাও কার্য্যকরী হয়ে উঠবে না এবং তাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণও সম্ভব হবে না। আর এই সব ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ না হওয়ার দরুণ পঞ্চায়েতগুলিতে একটা অগণতান্ত্রিক কার্য্যকলাপ মাথাছাড়া দিয়ে উঠেছে। কাজেই এই প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে তাদের কাজকর্ম সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করিতে পারে সেইজন্য তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পন করা উচিত এবং তারা যাতে নিজ নিজ এলাকায় উন্নয়ন মূলক কার্য্যাদি করতে সক্ষম হয়, তারজন্য তাদের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থও দেওয়া উচিৎ।

পঞ্চায়েতগুলির হাতে এই ধরণের ক্ষমতা না দেওয়ার দরুন, কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির হাতেই ইহার প্রভাব সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। কার্য্যতঃ জনসাধারণের কোন উপকারেই সেটা আসে না। কারণ আমরা দেখেছি যে আশারাম বাড়ীতে গত পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের আগে একটা ভূমিহীন কলোনী করা হয়েছে, অথচ সেখানে ভূমিহীনদের মধ্যে কোন জমি বিলি বণ্টন করা হয়নি। দেখা গেছে শেষ পর্য্যন্ত forest deptt. এর লোকজন সেখানে গিয়ে গাছ ইত্যাদি কাটার জন্য তাদের জরিমানা ও নানারকম হয়রানি করে। তারপর তেলিয়ামুড়াতে একটা forest office আছে, তার underএ যারা tangia প্রথায় জুম চাষ করতে চায়, এই ব্যাপারে তারা forest officeএর সাথে আলাপ আলোচনাও করেছিল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তারা সেখানে

জুম চাষ করার জন্য আগুন দিতে পারেনি। সেখানকার লোকজন আমাকে এই অবস্থার কথা জানিয়েছেন। তারপর Forest office থেকে বলা হল যে জুম চাষ করতে হলে বছরে ৬০৲ টাকা জমা দিতে হবে, না হয় জুম চাষ করা চলবে না। এই কথায় সেখানকার লোকজন টাকা পয়সা জমা দিয়ে অর্দ্ধেকের মত জুম কাটলো, তখন Forest office থেকে লোক এসে বললেন যে তোমাদের জন প্রতি আরও ২০৲ টাকা করে দিতে হবে নচেৎ বাকী জুম কাটতে দেওয়া হবে না। এখন আবার জুমে আগুন দেওয়ার সময় হয়েছে, কিন্তু তারা যদি ঐ ২০৲ টাকা জমা না দেয়, তাহলে আগুন দেওয়া যাবে না। তারা সরকারের কাছে বীজ ও চেয়েছিল টাঙ্গিয়া প্রথায় চাষ করার জন্য কিন্তু তা তারা পান নাই। কাজেই যারা টাঙ্গিয়া প্রথায় জুম চাষ করতে চায়, তাদেরকে যাতে ঐ ধরনের জমিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়, তার জন্যই যদি ঐ পঞ্চায়েত গুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চয় তারা ঠিকঠিকভাবে পুনর্ব্বাসন পেয়ে যাবে। তাছাড়া অনেকে বলেছেন যে আমরা নাকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছি। এটা তাদের ভুল ধারনা। আমরা মনে করি যে পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দিলে পরে সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রশ্ন উঠে না, কোন দলের প্রশ্ন উঠে না। তারা আরও বলে থাকেন যে আমরা নাকি উদ্বাস্তুদের পছন্দ করিনা। একথা ও ঠিক নয়। বরঞ্চ তারা নিজেরাই বলেছেন যে এখানে আর উদ্বাস্তুদের চাষাবাদ করার মত জমি দেওয়া সম্ভব নয় এবং এখানে এত বেশী লোকের স্থান দেওয়া ও সম্ভব নয়। অতএব তাদেরকে এখানে থাকতে দেওয়া হবে না, বাইরে পাঠানো হবে ইত্যাদি। অথচ আজকে তারা আমাদিগকে সেই অপবাদ দিচ্ছেন। আমার মতে ত্রিপুরা রাজ্যে এখনও যে অনাবাদি জমি রয়েছে তা যদি উদ্বাস্তু ও ভূমিহীনদের মধ্যে ঠিক ঠিক ভাবে বণ্টন করা হয় এবং এখানে এমন কতগুলি industry করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা করলে পরে এই সমস্ত ছিন্নমূল মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও জীবিকা অর্জনের পথ সমাধান সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। আমি আশা করছি সরকার এদিকে বিশেষ ভাবে নজর দিবেন।

পরিশেষে আমি বলব, এই সব সমস্যা সমাধানের প্রথম পর্য্যায়ে আজকে আমাদের পঞ্চায়েত গুলিকে তাদের প্রাপ্য যে সব ক্ষমতা ও অধিকার আছে এবং তাদের নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নমূলক কার্য্যাদি করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও যাতে তারা পেতে পারেন, সরকার সেজন্য যেন বিশেষ ভাবে সচেষ্ট ও সজাগ হন। এই বলে প্রস্তাবটি এখানে রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would call on Hon'ble Minister Shri Tarit Mohan Das Gupta to give his reply.

Shri Tarit Mohan Dasgupta, Minister—মাননীয় স্পীকার মহোদয় এখানে যে প্রস্তাবটি রাখা হয়েছে, আমি তার বিরোধীতা করছি। অল্প কিছুদিন আগে, ১৯৬৬ সালের মার্চ্চ মাসে এই রকম একটা প্রস্তাব এই বিধান সভায় গৃহীত হয়েছে। কাজেই এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এই সভার যা করণীয় তা তারা করেছেন, আর এরই মধ্যে এই বিষয়ে আর একটি বিকল্প প্রস্তাবের প্রয়োজন আসে না। তার কারণ হ'ল এই যে পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন দলও অত্যন্ত উদগ্রীব। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে এখনও কতগুলি পঞ্চায়েতে নির্ব্বাচনের বাকী আছে। তার কতকগুলি বাস্তব সম্মত কারণ রয়েছে। কারণ তখন ঠিক হয়েছিল যে এই ক্ষমতা সমস্ত অঞ্চলের নির্ব্বাচন সম্পন্ন করে এক সঙ্গে ক্ষমতা দানের কাজ আরম্ভ হবে। তা না হলে আবার নির্ব্বাচন ও আনুসঙ্গিক আরও অনেক কথা ও কাজ থেকে যায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে ১৯৬২ সনে যখন কমিউনিষ্ট চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করল তখন দেশের মধ্যে যে emergency ঘোষিত হল তার ফলে এই ধরণের বিভিন্ন নির্ব্বাচন বন্ধ করে দেওয়া হল। কাজেই সেই সময়ে দেশের সামনে সবচেয়ে বড় যে সমস্যা ছিল সেটা হল দেশের প্রতিরক্ষা সমস্যা এবং দেশের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে দেশের শান্তি, ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা এবং দেশের সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা করা। সেই জন্যই বেশ কিছু দিন যাবত সেই নির্ব্বাচন বন্ধ থাকে। তারপর যখন Council এর তরফ থেকে প্রস্তাব নেওয়া হল তখন অন্যান্য নির্ব্বাচনগুলি ধাপে ধাপে শেষ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তবু সামান্য কতকগুলি অংশে নির্ব্বাচন হতে পারেনি। যেমন ডুম্বুরনগরে নির্ব্বাচন বাকী আছে। তার কারণ হচ্ছে এর পর General Election এসে গেল। এত বড় একটা electionএর কাজের দরুন অন্য electionগুলি করা সম্ভব হয়নি। কাজেই সেইদিক দিয়ে সমস্ত পঞ্চায়েতগুলির নির্ব্বাচনের পর যাতে পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া যায় তার চেষ্টা করা হবে এবং এই সম্বন্ধে ক্ষমতাশীল দল অত্যন্ত সজাগ। আরও কেন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হচ্ছে তার কারণ হল, এই প্রস্তাবে লিখা হয়েছে যে পঞ্চায়েত সমূহের হাতে যে সকল কার্য্যভার ও দায়িত্ব অর্পণ করার বিধান আছে, অবিলম্বে তাহা তাহাদের হাতে দেওয়া হোক এবং এ দায়িত্ব পালনের জন্য তাহাদের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হউক। অর্থাৎ এই বিধানের অনেক কাজ লিখা আছে। কাজেই প্রস্তাব পাশ হলে অনেকগুলি কাজ এক সঙ্গে তাদের হাতে দেওয়ার জন্য বলা হবে। এই ধারার মধ্যে অনেক কাজ করার আছে হাসপাতালের লিষ্ট পর্য্যন্ত আছে। কাজেই হঠাৎ করে হাসপাতাল, ডিসপেন্সারী ইত্যাদির পরিচালনার ভার যদি তাদের হাতে দেওয়া হয় তবে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। Council এর যদি এমন একটা ইচ্ছা থাকে যে এই ধারার মধ্যে যা আছে তা অবিলম্বে দেওয়া হোক। সেখানে ঐ অঞ্চলের বিদ্যালয়ের কথাও আছে। কাজেই সমস্ত বিষয় ঠিক না করে যদি বিদ্যালয়গুলি পঞ্চায়েতের হাতে দিতে হয়, যেখানে Primary Stageএ সমস্ত বিদ্যালয়ই সরকারী, সেখানে কোন Stage এর বিদ্যালয়গুলি দেওয়া যাবে সেটা বিবেচনা করে দেখা দরকার।

কিন্তু ইহা সময় সাপেক্ষ। কাজেই সেইভাবে সমস্ত দিকে উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে ধাপে ধাপে পঞ্চায়েতের হাতে কোথায় কোথায় ক্ষমতা দেওয়া যায় তার চেষ্টা করা হতে পারে। অবশ্য যেগুলি গ্রামের স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সেইগুলির ক্ষমতা গ্রামের পঞ্চায়েতের হাতে দিয়ে দেওয়া হবে। অন্যান্য জায়গায় সেটা সম্ভব। কারণ অন্যান্য জায়গায় বে-সরকারী স্কুলের সংখ্যা বেশী। বে-সরকারী স্কুল যেখানে হয় সেখানে জনসাধারণকেও স্কুলের জন্য অর্থ দিতে হয়। কিন্তু ত্রিপুরায় সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে নিয়েছেন। কাজেই সেই ক্ষেত্রেই সরাসরি যদি পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দিতে হয় তবে অনেক প্রশ্ন উঠবে। কারণ অনেক শিক্ষক সরকারী আওতায় আছেন। তাদের status কি হবে। পরিচালনা ব্যবস্থা কিরকম হবে ইত্যাদি অনেক বিষয় তার মধ্যে রয়ে গেছে। কাজেই প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যাওয়ার পর এর মূলে সমস্ত কিছু অবিলম্বে দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। কাজেই সেই দিক দিয়েও এই প্রস্তাবটি বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ সমস্ত দিক দিয়ে একসঙ্গে সমস্ত ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই পূর্ব্বের যে প্রস্তাব রয়েছে সেই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্ষমতা দেওয়ার মত ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই তাড়াতাড়ি একটা অবাস্তব প্রস্তাবকে তুলে ধরা যায় না। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য যিনি প্রস্তাব move করেছেন এবং move করতে গিয়ে যে সমস্ত কথা বলেছেন তারমধ্যে রয়েছে Land Settlement দেওয়া। ঐ যে list আছে তারমধ্যে পঞ্চায়েতের হাতে Land settlement দেওয়ার কোন ক্ষমতা নেই। জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন ক্ষমতা পঞ্চায়েত আইনের মধ্যেও বলে দেওয়া হয়নি যে পঞ্চায়েত তার জমি বন্দোবস্ত করতে পারে। কাজেই এটা দিলে পরেও তিনি যে উদ্দেশ্যে প্রস্তাব move করছেন সেটাও স্বার্থক হবে না। কারণ U. P. আইন যেটা পঞ্চায়েতের হাতে আছে তার মধ্যেও জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান নেই। কাজেই সেইদিক দিয়েও উনার যে উদ্দেশ্য তা এই প্রস্তাবের মাধ্যমে কার্যকরী হচ্ছে না। কাজেই সমস্ত দিক বিচার করে এই প্রস্তাব গ্রহণ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। যেহেতু কিছুদিন পূর্ব্বে এই বিধান সভা এই ব্যাপারে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং যেহেতু সরকার পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য উদগ্রীব সেজন্য যে সমস্ত বাধা বিপত্তি আছে সেইগুলি দুর করে সরকার ধাপে ধাপে বিধান অনুযায়ী পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা অবশ্যই দেবে। এই ধারার মধ্যে যেগুলি প্রথমেই দেওয়া সহজ সেগুলি প্রথম দেওয়া হবে এবং যেগুলি কঠিন সেগুলি ধাপে ধাপে দেওয়া হবে। কাজেই পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাব গ্রহণের কোন যৌক্তিকতা আমি দেখতে পাচ্ছি না। তারজন্যই আমি এই প্রস্তাবটির বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker— Shri Aghore Deb Barma. You are allowed only 5 minutes.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাবটি মাননীয় সদস্য

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা এখানে এনেছেন তা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কারণ ruling party U. P. Act অনুযায়ী যে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন এখানে করিয়েছেন তা আজ পাঁচ বৎসর হয়ে গেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন কাজ বা ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে না। একটা নির্ব্বাচন শেষ হয়ে আরেকটা নির্বাচনের সময় এসে গেছে কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তাদের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনটাকে একটা প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। এটা খুবই অনুতাপের বিষয় যে গত কয়েক বৎসর পূর্বে বিশালগড় ব্লকের অধীনে যে সমস্ত এলাকাতে পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচন হয়ে গেল—যেমন রাঙ্গাপানিয়া, বিশ্রামগঞ্জ, বড়জলা ইত্যাদি জায়গায় যে সমস্ত গাঁওপ্রধান বা পঞ্চায়েতের সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন তাদের নাম এখন পর্য্যন্ত সরকারী বিজ্ঞাপন বা গেজেটে দেওয়া হয় নাই। এই ভাবে পঞ্চায়েত রাজের নাম নিয়ে আজকে ruling party ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণকে ফাকি দিয়ে একটা প্রহসন চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই আজকে যদি পঞ্চায়েত রাজ কায়েম করতেই হয় তবে Act অনুযায়ী সমস্ত ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটি এখানে রেখেছেন তা খুবই যুক্তিপূর্ণ। কাজেই আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।

Mr. Speaker--মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা আপনি আপনার resolutionএর উপর উত্তর দিতে পারেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাব আলোচনার মাধ্যমে আমরা যা বুঝলাম যে ঠিক ঠিক ভাবে গণতান্ত্রিক পন্থায় এখানে কোন কাজ হয় না। জনসাধারণ যাতে গণতান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন কাজ করতে পারে তারজন্যই এই পঞ্চায়েতের সৃষ্টি করা হয়েছিল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার থাকা দরকার। এই সব চিন্তা করেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি রক্ষার জন্য পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েত আইনে যে সমস্ত কাজ করার ক্ষমতা বা অধিকার থাকা দরকার, আমাদের পঞ্চায়েত গুলিকে সেই রূপ কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে পঞ্চায়েত প্রধানদের মাধ্যমে টাকা বিলি করা হয়েছে কিন্তু তার কোন হিসাব নিকাশ নাই। কাজেই যথারীতি তদন্ত করে এই টাকা বিলির হিসাব যাতে পরীক্ষা করে দেখা হয় তারজন্য আমি অনুরোধ করব। বিভিন্ন খাতে যে সমস্ত টাকা পয়সা কল্যানপুর, খোয়াই ইত্যাদি স্থানে খরচ করা হয়েছে তার হিসাব নিকাশ ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার। এগুলি বাস্তব ঘটনা, মাননীয় কংগ্রেস দলের সদস্য হয়ত তা স্বীকার করবেন না কিন্তু এসব ঘটেছে। আমরা সরকারের সমালোচনা করছি কিন্তু এইরূপ সমালোচনা করলেই যদি তারা বিরূপ হন তাহলে আমার বলার কিছু নাই। পঞ্চায়েতগুলিকে আইন সঙ্গতভাবে সে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া উচিৎ, যাতে দেওয়া হয় তা এই অনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker— The discussion on the resolution is over. The questions before the house is that "এই বিধান সভা ত্রিপুরা সরকারকে নির্দ্দেশ দিতেছেন যে ত্রিপুরায় প্রবর্ত্তিত ১৯৪৭ সালের ইউ, পি, পঞ্চায়েত আইনের ৪র্থ নম্বর পরিচ্ছেদ অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের হাতে যে সকল কার্য্যভার ও দায়িত্ব অর্পণ করার বিধান আছে অবিলম্বে তাহা তাহাদের হাতে দেওয়া হউক এবং এ দায়িত্ব পালনের জন্য তাহাদের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হউক।"

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

(Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

(Voice—Noes)

I think Noes have have it, Noes have it, Noes have it.

The resolution is lost.

The House stands adjourned till 11 A.M. on Friday the 7th April, 1967

PAPERS LAID ON THE TABLE

Unstarred Question No. 146

By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION.	ANSWER,
1. What percentage of the landless agriculturists come to, compared with the total agriculturists in each Sub-Division;	The information is under collection and will be laid on the Table of the House as soon as compiled.
2. Steps taken to give them land for increasing agricultural production ?	

Unstarred Question No. 165

By Shri Nishi Kanta Sarker.

প্রশ্ন	উত্তর
ত্রিপুরায় Water pump machines কতগুলি আছে, তাহার মধ্যে fisheryতে কত সংখ্যক এবং অন্যান্য বিভাগে কত সংখ্যক ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে এবং তাহা সংকলিত হওয়া মাত্র সভায় দাখিল করা হইবে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

7TH APRIL, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday, the 7th April, 1967.

PRESENT

Shri Manindralal Bhowmik, Speaker in the Chair, Four Ministers, Dy. Minister, Dy. Speaker and Twenty-one Members.

QUESTIONS :

MR. SPEAKER :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Minister concerned.

Starred Question : Shri Bidyachandra Deb Barma.

SHRI BIDYACHANDRA DEB BARMA . --Question No. 101.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 101.

	Question	Answer
ক)	পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষা ৪ঠা মার্চ্চ স্থগিত রাখার কারণ কি?	কয়েকটি প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগেই বাহির হইয়া পড়ে বলিয়া ৪ঠা মার্চ্চ পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয়।
খ)	ইহা কি সত্য যে এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগেই বাহির হইয়া পড়ে,	হ্যাঁ।
গ)	যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে ঐ ব্যাপারে কোন তদন্ত হইয়াছে কি?	
ঘ)	যদি তদন্ত হইয়া থাকে, তবে তাহার ফলাফল কি?	তদন্ত চলিতেছে।

সাপ্লিমেণ্টারী ঃ

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—এই তদন্ত কার্য্য কতদিন পর্য্যন্ত চলবে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—যতদিন পর্য্যন্ত তদন্ত করতে সময়ের প্রয়োজন হয়, ততদিনই সময় লাগবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই যে পরীক্ষার প্রশ্ন আগেই বাহির হয়, তা কি করে জানতে পারা গেল?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—এই সম্বন্ধেও তদন্ত চলছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই পরীক্ষার প্রশ্নটা যে আউট হল, সেটা কার কাছে পরে পাওয়া গেল?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—আই ওয়াণ্ট টাইম।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৩;

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—অনারেবল স্পীকার, স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৩।

	Question	Reply
1)	Whether the Government has sent any proposal to the appropriate authority to increase the existing rate of grant for settlement of Jumia and landless peasants?	Yes.
2)	if so, what is the present consideration of the said proposal?	Decision of Government of India is awaited.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে প্রপোজাল পাঠান হয়েছে, সেখানে কি কি লেখা আছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কি কি লেখা আছে সেটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রপোজালে জুমিয়াদের যেটা অর্থাৎ পাঁচশত টাকা গ্র্যান্ট দেওয়া হত, তাকে বাড়িয়ে গ্র্যান্টের পরিমাণ ১২৪৫ টাকা করা এবং লোনের পরিমাণ বাড়িয়ে ৬৬৫ টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, জুমিয়া ও ভূমিহীনদের যে পুনর্ব্বাসনের টাকা দেওয়া হয় সেটা কোন্ ভিত্তিতে ঠিক করা হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের কাজ বহুদিন যাবত চলছে, তখন পাঁচশত টাকা গ্র্যান্ট দেওয়ার ভিত্তিতে কাজ করা হয়। পরে যারা ল্যাণ্ডলেস পীজেন্ট আছে, তাদের পুনর্ব্বাসনের পরিকল্পনা করা হয়। কৃষি বিভাগ তার উদ্যোক্তা হয় এবং সেখান থেকে যেটা স্যাংশান হয়ে আসে তার মোট পরিমাণ হচ্ছে ১৯১০ টাকা গ্র্যান্ট এবং লোন মিলিয়ে। তারপর জুমিয়াদের জন্য যাতে অনুরূপ পরিমাণ করা হয় এবং সিড্যুল কাষ্ট'এর জন্যও যাতে অনুরূপ করা হয় তারজন্য আবার পরবর্ত্তী প্রস্তাব গেছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কোন্ ইয়ারে এবং কত তারিখে এই প্রপোজালটা পাঠান হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে প্রপোজালটা পাঠান হয়েছে, সেই প্রপোজাল সম্পর্কে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট থেকে কোন রিপ্লাই এসেছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তরে বলা হয়েছে যে রিপ্লাই ইজ এওয়েটেড্।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই প্রপোজাল ইম্প্লিমেন্ট করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই বিষয়ে পারস্যু করা হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, পারস্যু কিভাবে করা হচ্ছে ? কোন রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—প্রয়োজন অনুযায়ী রিমাইণ্ডার দেওয়া হয় এবং যখন কন্‌ফারেন্স হয়, সেই সমস্ত কন্‌ফারেন্সেও এই বিষয়ে বলা হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, রিমাইণ্ডার কত কত তারিখে দেওয়া হয়েছিল এই সম্পর্কে ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

MR. SPEAKER :—Shri Debenbra Kishore Choudhury.

SHRI DEBENDRA KISHORE CHOUDHURY :—Starred Question No. 134.

SHRI T. M. DASGUPTA :—Mr. Speaker, Sir, question No. 134.

Question	Answer
1. The rules & regulations which are to be observed by the holder of the monthly permit which is procured from the forest department to procure forest produce ?	a) The permit holder is to keep the permit with him at the time of extraction of forest produce. b) The forest produce which are indicated at the back of the monthly permit can be extracted on the strength of the monthly permit. c) The forest produced under Baniati Mahal can not be extracted from the area which has been leased out. d) The extraction is to be made on shoulder load by the permit holder himself. e) The forest produce permissible for extraction on monthly permit can be extracted within the time and from the aJe a as indicated in the permit. f) The permit is not trans ferable.
2. Whether every individual gets the same benefit with the monthly permit ?	Yes.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে প্রত্যেক পারমিটে একরকম আদেশ দেওয়া হয় না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে দুটো মানুখলী পারমিট আছে। কিন্তু দুটো পারমিটের মধ্যে দুই রকম আদেশ দেওয়া আছে। যেমন বিশেষ উপদেশের ৩নং এর মধ্যে :—প্রত্যেক দফায় নিম্নলিখিত বিষয় বলবৎ রেখে এই পারমিট বলে বাজে গাছ, ছন—

মিঃ স্পীকার :—Hon'ble Member, you may table the paper.

SHRI T. M. DASGUPTA :—Why he will table the paper ? There is no procedure for tabling all these things in the question hour.

MR. SPEAKER :— Yes, he may table the paper.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন কোন ইনডিভিড্য়ালকে বাঁশ কাটতে দেওয়া হয়, আবার কোন ইনডিভিড্য়ালকে ছন বাঁশ কাটতে দেওয়া হয় না, এর কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— কারণ এই পারমিট দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের নেসেসেটির জন্য যদি তাদের নেসেসিটি না হয় তাহলে স্বভাবতঃতই অফিসার ডিক্শনারী পাওয়ার এক্সারসাইজ করতে পারেন। পারমিটের যে নিয়ামাবলী তাতে দেখা যায় পেছনে যা লিখা থাকবে সেটাই দেওয়া হবে। কাজেই সেখানে হী হ্যাজ এক্সারসাইজড হিজ ডিস্ক্রিশন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— তিন টাকা বার আনা মূল্যে প্রত্যেকেরই পারমিট কাটতে হয়। যদি ছন বাঁশ কাটতে না দেওয়া হয় তবে তার জন্য কি মূল্য কম নেওয়া হয় ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—পারমিট রুলে যা আছে সেইভাবে দেওয়া হয়।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—রুল মতে হলে তো সব কিছুই কাটতে পারে। বিশেষ কতগুলি দ্রব্য উল্লেখ করার কারণ কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এর উত্তর আমি আগেই দিয়েছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ডিফারেন্ট কোন রুল আছে কিনা। দুই রকম রুল আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই বিষয়ের জন্য একটা রুলই আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—যদি একটা রুলই থাকে তাহলে ডিফারেন্ট পারমিট দেওয়া যায় কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এখানে লিখা আছে স্পষ্ট করেই যে পেছনে যা থাকবে তা নিতে পারবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে রুল যদি একটা থাকে তাহলে পারমিট যখন ইস্যু করবে তখন নানা রকম পারমিট দেওয়া যায় কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন পারমিটের মধ্যে যে সমস্ত আইটেমগুলি লেখা আছে সেই আইটেমগুলি কেটে দেওয়ার কোন ক্ষমতা ফরেষ্টারের আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি বলেছি, আমি নোটিশ চাই।

MR. SPEAKER :—Shri Nishi Kanta Sarkar.

SHRI NISHI KANTA SARKAR :—Starred Question No. 161.

SHRI T. M. DASGUPTA :—Hon'ble Speaker, Sir, question No. 161.

Question	Answer
ক) ত্রিপুরার জরিপ বিভাগ কর্ত্তৃক ধার্য্য নজরের কিস্তিবন্দী টাকার কোন সুদ আদায় করা হয় কি না ?	a) Yes.
খ) জরিপ বিভাগ হইতে যৌথভাবে যে নামজারী দেওয়া হইয়াছে তাহার খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা কি ?	b) The co-sharers of a holding are jointly liable to pay the land revenue unless and until the holding is partitioned according to law. Any of the Co-sharers may, however, pay the full amount of land revenue for himself and others for the joint holding.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমার প্রশ্নে আমি বলতে চেয়েছি এখানে যে যেটা নাকি ৩০ বৎসরের কিস্তি বন্দীতে নজরটা দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে এবং আংশিক নেওয়া হয়েছে, যেমন ৪০ টাকার প্রথম কিস্তীটার মধ্যে ১০ টাকা দিলাম, বাকী যে ৩০ টাকা রয়ে গেল তার উপর কোন সুদ নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—Sub-rule 3 of the Rule 11 of Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, Rule 1962 provides that the premium may be paid in lumpsum or in such annual instalment not exceeding 20 as may be specified by collector together with interest at the rate of 2½ per,annum, অতএব যে টাকাটা অদেয় থাকবে তার উপর আড়াই পারসেন্ট ইন্টারেষ্ট দিতে হবে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা মনে করেন না কি যে এটা কৃষকদের পক্ষে খুব কষ্টকর হবে ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত ঃ—আইনে এই ধরণের বিধান আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—এই কিস্তীবন্দীর সুদ কোন হারে এবং কি ভিত্তিতে আদায় করা হয় ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—আড়াই পারসেন্ট।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন জরীপ বিভাগ থেকে নজরানা কত কিস্তি করে আদায় করা হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—আইনে বিধান আছে কিস্তীবন্দী করে দেওয়ার এবং সেটা ইনডিভিড্য়াল কেসের উপর ডিসাইডেড হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—বর্ত্তমানে যে আদায় করা হচ্ছে সেটা কত কিস্তিতে আদায় করা হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—এটা আইনের বিধান অনুযায়ী করছে। কোন স্পেসিফিক কেস থাকলে তার একটা উত্তর দেওয়া যায়। তবে এই রকম প্রশ্ন থাকলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—আইনের মধ্যে কত কিস্তীতে আদায় করার কথা আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—কিস্তী দেওয়ার কথা আছে, কত কিস্তী আমার জানা নেই। নোটিশ চাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা হল খ'তে যেটা আছে—জরিপ বিভাগ হইতে যৌথভাবে যে নামজারী দেওয়া হইয়াছে, তাহার খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা কি, অর্থাৎ একটা জমি আমরা ১০ জন কম বেশী খরিদ করেছি, কেউ দুই কানি, কেউ তিন কানি, কেউ এক কানি, একই জোতের ভিতর, এখন আমি খাজনা দিতে সক্ষম এক্ষণে, আর একজন হয়তো এখন দিতে পারছেন না, সেটার খাজনা কিভাবে আদায় করা হয় ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত ঃ—আইনের বিধান যেটা, সেটা হচ্ছে যতজন শেয়ার থাকবে তারা সম্মিলিতভাবে এই টাকা দেওয়ার জন্য দায়ী থাকবে এবং একজন কিংবা সকলে মিলে সব টাকা দিয়ে দিলে পরে বুঝা গেল খাজনা দেওয়া হল।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ—কোয়েশচান নাম্বার ১৬০।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ—অনারএবল স্পীকার, স্যার, কোয়েশচান নাম্বার ১৬০।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) গত ১৯৬৬ সনের জুলাই মাসের পর হইতে ত্রিপুরায় কয়টি ক্ষেত্রে ভারত রক্ষা আইন ও বিধি প্রয়োগ করিতে হইয়াছে ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
খ) কয়টি ক্ষেত্রে এ' আইনে ও বিধিতে গ্রেপ্তার ও মামলা দায়ের করিতে হইয়াছে ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

সাপ্লিমেণ্টারী :—

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীও মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, ভারত রক্ষা আইনে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার কয়টি ক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রশ্নোত্তরে বলেছি তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে, এখানে সাপ্লিমেন্টারী চলে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—নো সাপ্লিমেণ্টারী।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—এই তথ্য সংগ্রহ করতে কতদিন সময় লাগবে ?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—উত্তরে বলা হয়েছে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, কাজেই কিছুদিন সময় লাগবে এবং তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেই জানিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—সুনির্দ্দিষ্ট তারিখ দেওয়ার কোন উপায় আছে কি ?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—ঠিক সুনির্দ্দিষ্ট তারিখ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তবে যত শীঘ্র সম্ভব জানিয়ে দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশচান নাম্বার ১৪৭।

SHRI TARIT MOHAN DASGUPTA :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No 147.

Question	Answer
1) Whether Government is preparing any forest Manual ;	Yes.
2) If So, what is the present stage of it ?	It is under preparation

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কতদিন পরে এই ম্যানিউয়েল লেখা শেষ হবে ?

শ্রী তড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—আমি বলেছি যে it is under process of preparation.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই ফরেষ্ট ম্যানিউয়েল করার এত দেরী হচ্ছে কেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—আনুসঙ্গিক ডাটা কালেক্ট করতে যতটুকু সময় লাগা উচিত, ততটুকু সময়ই নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই ফরেষ্ট ম্যানিউয়েল লেখার জন্য কার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—কোয়েশচান নাম্বার ১৭২

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—অনারএবল স্পীকার, স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশচান নাম্বার ১৭২।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) জোতের ভূমি নদী বা ছড়ায় বর্ষাকালে প্রবল জলস্রোতে ভাঙ্গিয়া নিলে জোতদার হইতে নদী গর্ভে পতিত জমির খাজনা বাদ দেওয়া হয় কিনা ?	হাঁ যদি জমির পরিমাণ এক একর হইতে কম না হয়।
খ) নদী গর্ভে পতিত জমির কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ সরকার হইতে দেওয়া হয় কিনা ?	না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—কোন এক জোতদারের দুই একর বা চার একর জমি আছে, তা যদি সম্পূর্ণ নদী বা ছড়ায় বিলীন হয়ে যায়, তার খাজনা মাপ দেওয়া হয় কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—আইনের বিধান অনুসারে এক একরের বেশী পরিমাণ যদি জমি হয়, এ্যাপ্রপ্রিয়েট অথারিটির কাছে দরখাস্ত করলে, তারা তার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এর জন্য কোন্ অথারিটির কাছে দরখাস্ত করতে হবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—সাবডিভিশন্যাল অফিসারের কাছেও করা যায়, রেভিন্যু ডিপার্টমেন্টেও করা যায়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ত্রিপুরাতে নদীগর্ভে কি রকম পরিমাণ জমি বিলীন হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশচান নাম্বার ১৬২।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—অনারএবল স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশচান নাম্বার ১৬২।

Question	Answer
ক) আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাকে বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা আছে কি ?	হ্যাঁ।
খ) যদি থাকে কোন্ কোন্ নূতন এলাকা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ?	অভয়নগর, কুঞ্জবন ও ইন্দ্রনগরের অংশ, জয়নগর, রামনগর ও রামপুরের পশ্চিমাংশ, টাউন প্রতাপগড় এবং টাউন বড়দোয়ালী।
গ) ইহা কি সত্য নয় যে মিউনিসিপ্যাল এলাকা না বাড়াইবার ফলে সহর তলীর অনেক এলাকা মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস হইতে বঞ্চিত হইতেছে ?	হ্যাঁ।
ঘ) যদি সত্য হয় তবে এলাকা বাড়াইবার কাজটি ত্বরান্বিত করা হইবে কি ?	হ্যাঁ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, মিউনিসিপ্যাল এলাকা বাড়ানোর জন্য যে পরিকল্পনাটা করা হয়েছিল, তা কোন্ সনে করা হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাস গুপ্ত ঃ— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এখন পর্যন্ত যে এলাকাগুলির নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই এলাকাগুলিকে মিউনিসিপ্যাল এলাকা ভূক্ত করা হচ্ছে না কেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত :— প্রয়োজনীয় যে সব ব্যবস্থা আছে, সেগুলি গ্রহণ করার পর সেগুলি অঙ্গীভূত করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত :—কোন কোন ক্ষেত্রে এ্যাকচুয়্যাল ডিমার্কেশান, কোথাও কোথাও তার ইম্প্রুভমেন্ট করা, পূর্ব্বেই প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে যে মিউনিসিপ্যালিটির কোন ডেভলাপমেন্ট ফাণ্ড নিজস্ব নাই, গভর্ণমেন্ট থেকে সেগুলি করিয়ে নেওয়া হয়, ইত্যাদি কাজ করিয়ে নিলে পর মিউনিসিপ্যালটির অনেকাংশে কাজ করতে সহজ হয়, অতএব এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলি হয়ে গেলেই, এইগুলি মিউনিসিপ্যাল এলাকাভূক্ত করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—এই কাজ কতটুকু হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে আট লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এই ইমপ্রুভমেন্টের কাজ আদৌ হচ্ছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত :—ইমপ্রুভ করার প্রচেষ্টা চলছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোন কাজ হচ্ছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি আগেই তার উত্তর দিয়েছি।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :—এতদভিন্ন আর কোন এলাকাকে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাভুক্ত করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—ঠিক এই মুহূর্তে নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৯।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৯।

Question	Answer
1. Number of posts for which recruitment rules have not yet been framed ;	634 categories of posts.
2. and the reasons of delay ?	The reasons of delay are mainly as follows :— i) examination of draft rules at Government level ; ii) process of preparation of draft rules in Departments/Organisations ; iii) enqueries from other State Governments ; iv) recent creation of some posts ; v) approval of the Union Public Service Commission.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বর্ত্তমানে যে পোষ্টগুলির মধ্যে রিক্রুট করা হচ্ছে, কিসের ভিত্তিতে করা হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—যদি রুলস না থাকে, কতকগুলি কনভেনশনের ভিত্তিতে করা হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা : –মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, সার্কেল অফিসারের পোষ্টগুলিতে যে রিক্রুট করা হচ্ছে, কি ভিত্তিতে করা হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রশ্ন এর সঙ্গে সরাসরি আসে না, এর জন্য আমি সেপারেট নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমার প্রশ্নেই আছে No. of posts for which recruitment rules have not yet been framed. কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিক্রুটমেন্ট সম্পর্কে আমার ওরিজিন্যাল প্রশ্ন আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী নোটিশ ডিম্যাণ্ড করছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এই রুলস করতে কত দিন সময় লাগবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—নির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে বলা সম্ভবপর নয়।

MR. SPEAKER :—Shri Nishi Kanta Sarkar.

SHRI NISHI KANTA SARKAR :—176.

SHRI T. M. DAS GUPTA :—Mr. Speaker Sir, question No. 176.

Question	Answer
উদয়পুর সাবডিভিশনে কত বর্গমাইল রিজার্ভ ফরেষ্ট করা হইয়াছে এবং এ বিভাগে সংরক্ষিত কত বর্গমাইল ভুমি আছে ?	সংরক্ষিত : ৪৯.৪০ বর্গমাইল প্রস্তাবিত : ৬৮.১২ বগমাইল

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—উদয়পুর বিভাগে মোট কত বর্গমাইল জমি আছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—২৪৬ বর্গমাইল।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—এই যে ৪৯.৪০ বর্গমাইল সংরক্ষিত এলাকা সেগুলি কোন্ কোন্ মৌজায় ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—সেখানে আছে গর্জি, চন্দ্রপুর রাধা কিশোরপুর, কাচিগাং, এই সমস্ত জায়গা।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—সংরক্ষিত ফরেষ্টের কোন ডিমারকেশন আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাস গুপ্ত :—সংরক্ষিত ফরেষ্টের ডিমারকেশন করা হচ্ছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—গর্জি মৌজা কত বর্গমাইল এবং তার রিজার্ভ ফরেষ্ট কত ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ত্রিপুরা রাজ্যে কত বর্গমাইল ভূমি রিজার্ভ করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—১৬০৫ বর্গমাইলের মত নোটিফাইড করা আছে। কিন্তু এর ভিতর থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত আছে, সেই বন্দোবস্তের জায়গাগুলি ফাইন্যাল ডিমারকেশন হলে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াবে কিছু কম বেশী।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—গর্জি মৌজার মধ্যে রিজার্ভ ফরেষ্ট কত ভূমিহীন আদিবাসীকে জুমিয়া সেটেলমেন্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—এই যে রিজার্ভ ফরেষ্ট করা হয়েছে সেটা গ্রামের মধ্যে করা হয়েছে কিনা জানতে চাই।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—রিজার্ভের মধ্যে গ্রাম আছে না গ্রামের মধ্যে রিজার্ভ আছে এখন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। নোটিশ চাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—যদি কোন জোতদারের জমি রিজার্ভের মধ্যে পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেটা মুক্ত করা হবে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এটা যদি জোতের অন্তর্গত হয়, তবে রিজার্ভ থেকে মুক্ত করা হবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—প্রটেক্টেড ফরেষ্ট অঞ্চলে প্ল্যান্টেশান হয় কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—এই রিজার্ভ কোন সনে করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

MR. SPEAKER :—To day there is no unstarred question.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

Voting on Demands for Grants for 1967-68

Next item in the List of Business is Voting on Demands for Grants for 1967-68. To-day 2 Demands viz. Demand Nos. -29-Famine Relief and 47—Charges on account of Re-payment of Debt are to be disposed of.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No' 29-Famine Relief.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHERJEE :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1, 30, 000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 29-Famine Relief.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ডটি মুভ করে আমি একটা ভূমিকা দিয়ে নিচ্ছি। এখানে ফ্যামিন রিলিফ খাতে ১, ৩০, ০০০ টাকা রাখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষ বলতে যেটা বুঝায় সেটা ত্রিপুরাতে কোনদিন হয়নি বা হবে সেটাও আশা করি না এবং সেটা হতেও দেওয়া হবে না কোন মতেই। ফ্যামিন রিলিফ যে হেডটা, সেটাতে কতগুলি টাকা ধরা হয়, সেটা হল, যদি লোকের পারচেজিং পাওয়ার কমে যায় কোন কারণে, যেমন ফ্লাড বা ড্রট এই সমস্ত নানা কারণে যদি কমে যায় তখন তারা চাল দিলেও চাল নিতে পারে না বা রেশন দোকান খুললেও রেশন দোকান থেকে চাল নিতে পারে না। এমন যে একটা অবস্থা হয়, ফিনানসিয়াল ক্রাইসিস বা ইকনমিক ক্রাইসিস যাকে বলে তার জন্য যে টাকা পয়সা বরাদ্দ করা হয় যেমন টেষ্ট রিলিফ গ্র্যাচুসাস রিলিফ সেটা ফ্যামিন রিলিফ হেডেই রাখা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দুর্ভিক্ষ বলতে যা বুঝায় সেটা ত্রিপুরাতে হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না এবং এর জন্য কোন টাকা রাখা হয়নি। শুধু টাকা রাখা হয়েছে। পারচেজিং পাওয়ার যেখানে কমে যায় সেখানে সাহায্য দিয়ে বা কাজ দিয়ে তাদের পারচেজিং পাওয়ার বাড়াবার জন্য।

MR. SPEAKER :— There are two cut motions on this demand. Now I call on Hon'ble Aghore Deb Barma to move his cut motions.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৯-ফ্যামিন রিলিফ এই খাতে ১,৩০,০০০ টাকা রাখা হয়েছে। এই সম্বন্ধে ফিনান্স মিনিষ্টার তার বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন। যে উদ্দেশ্যে এখানে অর্থ ব্যয়-বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার উপরে আমার কাট মোশন এবং আমার বক্তব্য। আমার বক্তব্য হচ্ছে দুর্ভিক্ষ বলতে আমরা বুঝি যে পয়সা থাকলেও খাদ্য কিনতে পাওয়া যায় না। তাই দুর্ভিক্ষ বর্তমানে নাই একথা ঠিক। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পারচেজিং ক্যাপাসিটি লোকের নাই এটাও সত্যি। কেন এই অবস্থা আজকে? ধান চাল বা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের যে হারে মূল্য দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে আজকে জনসাধারণের পক্ষে সেই জিনিষগুলি কিনে খাওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অতএব আজকে ঠিক দুর্ভিক্ষ না হলেও দুর্ভিক্ষের কাছাকাছি অবস্থার মধ্যে আমরা আছি। সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্যন্ত সমস্ত গ্রামাঞ্চলের অবস্থা যদি আমরা দেখি তাহলে সর্ব্বত্রই এক-ই অবস্থা। লোকের আজকে দুই বেলা পেট ভরে খাওয়ার মত অবস্থা নাই। কোন রকমে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মানুষ বেঁচে আছে। আজকে যদি সত্যি কথা বলতে হয় তাহলে আমাদের এই কথা স্বীকার করতেই হবে যে আজকে আমাদের এখানকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের খাওয়ার ক্ষমতা এমন একটা পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে লোকের জীবনীশক্তি হ্রাস পাচ্ছে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে যদিও অনেক জায়গায় টেষ্ট রিলিফ দেওয়া হয় কিন্তু সামগ্রিকভাবে

আজকে প্রয়োজনের দিক দিয়ে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত যে সমস্ত ইন্টারিয়র এরিয়া আছে সেখানে যদি আমরা দেখি তাহলে প্রয়োজনের তুলনায় এই টাকার অংক খুবই কম। অর্থাৎ আরো বেশী টাকা রাখা দরকার ছিল।

তারপর গ্র্যাচুইটাস রিলিফ, এখানে ৩০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। ত্রিপুরায় এইরকম অনেক ঘটনা আছে, যাদের ফেমিলির মধ্যে রোজী রোজগার করবার মত লোক নাই বা কম লোক আছে বা যে রোজী রোজগার হয় তার দ্বারা তাদের পরিবার প্রতিপালন করা সম্ভবপর হয় না। এইসব দিকে বিচার বিবেচনা করে এই খাতে আরও ব্যয় বরাদ্দ রাখার প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, এটা শুধু মামুলি এবং ফর্ম্যালিটি—লোক দেখানো। অর্থাৎ মানুষকে একথা বুঝানো হয় যে ফেমিন রিলিফ নাম দিয়ে, টেষ্ট রিলিফের নাম করে যে মানুষের যখন পার্চেজিং পাওয়ার থাকবে না ইকনমিক হেল্প দেওয়ার জন্য আমরা এই ব্যয় বরাদ্দ রেখেছি। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে কোন সংগতি রেখে বা বাস্তব চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এটা করা হয় নাই। অর্থাৎ যে পরিমাণ টাকা দরকার সেই পরিমাণের সঙ্গে এটার কোন সংগতি বা সামঞ্জস্য নাই। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একথা বলতে চাই যে আরও ব্যয় বরাদ্দ এই খাতে রাখা প্রয়োজন ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যে অন্ন সঙ্কট, খাদ্য সঙ্কট, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হাহাকার চলছে, এই অবস্থায় এই সামান্য টাকা দিয়ে যে কি হবে আমি বুঝি না। ভবিষ্যতের কথা নাই বললাম, বর্তমান মুহূর্ত্তে গ্রামে গ্রামে বা শহরে শহরে টেষ্ট রিলিফের ওয়ার্ক খোলা দরকার, নয়ত মানুষ অনাহারে মরতে বাধ্য। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই খাতে আরও বেশী ব্যয় বরাদ্দ রাখার দরকার আছে, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Now I call on Hon'ble Member Shri Promode Ranjan Das Gupta to participate in the debate.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ডিমাণ্ড নাম্বার—২৯, সেটার সমর্থনে এবং কাট মোশনের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য হাউসের সামনে রাখছি। ফেমিন রিলিফ খাতে এই টাকা রাখা হয়েছে, সাধারণতঃ ভবিষ্যতে কি হবে না হবে সেটা এনটিসিপেট করা যায় না। যদি প্রয়োজন হয় সেই টাকা রিভাইজড্ এষ্টিমেটে বাড়ানো যায়। কাজেই একটা লাম্প সাম টাকা এখানে রাখা হয়। মাননীয় স্পীকার মহোদয় একটু লক্ষ্য করে যদি দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে এবার ১৯৬৭-৬৮ সনে ১,৩০,০০০ টাকা রাখা হয়েছে, ১৯৬৬-৬৭ সনে এই খাতে ১,৩৩,০০০ টাকা রাখা হয়েছিল, কিন্তু রিভাইজড্ এষ্টিমেটে সেটা ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। অতএব যখন

প্রয়োজন হয়, তখন সেটাকে বাড়ানো যায় রিভাইজড্ এষ্টিমেটে। কিন্তু এখনই সেই টাকা এবং অভাব দেখা দিয়েছে, এই টাকা যেটা রাখা হয়েছে সেটা কম, টেষ্ট রিলিফ কাজ এখনই আরম্ভ করে দেওয়া দরকার, এই যে বক্তব্য, সেই বক্তব্য হচ্ছে জনসাধারণের মনে অহেতুক একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করা, যেন ত্রিপুরায় একটা হাহাকার লেগে গেছে এবং এখনই যদি তাকে বন্ধ করা না হয় তাহলে চতুর্দিকে মানুষ অনাহারে মরে যাবে। কিন্তু এই হাউসের মধ্যে অনাহারে মারা গিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত একটাও তারা দিতে পারে নাই। আজকে সরকার যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ রেখেছে, সত্যি যদি কোন জায়গায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় বা কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, খয়রাতি সাহায্য, তাহলে সেই টাকা দেওয়া হবে এবং প্রয়োজন বোধে সেই টাকা বাড়ানো যাবে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় সরকার যে ভাবে কার্য্যক্রম গ্রহণ করেছেন, যদি মজুতদার চোরাকারবারীদের হাত থেকে আমরা আমাদের খাদ্যশস্য ছিনিয়ে আনতে পারি এবং বাজারে আনতে পারি, এবং সেইদিকে বিরোধী দলের সদস্যবর্গ যদি সরকারকে সহযোগীতা করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে আবেদন রেখেছেন সেই আবেদন সত্যিই যদি কার্যে পরিনত করা যায়, তাহলে ত্রিপুরায় দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি যে উনারা শুনেছেন, সেই পদধ্বনি আর শুনবেন না। যে টাকা রাখা হয়েছে সেই টাকাই সেখানে যথেষ্ট। একটা জিনিষ মনে রাখতে হবে যে বাজেট তৈরী করবার সময় এমন ভাবে টাকা রাখা দরকার যাতে সেই টাকাটা কাজে লাগানো যায়। একটা টাকাকে ব্লক করে রাখা, একটা ডিম্যাণ্ডের খাতে সেটা কাম্য নয়। আজকে যদি টাকা রেখে সেটা ফেরত দেওয়া হয়, তখন আবার প্রশ্ন উঠবে টাকাটা ফেরত দেওয়া হল কেন। কাজেই আমাদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে, ঐক্যবদ্ধভাবে এই খাদ্যাভাবের মোকাবিলা করতে হবে। কারণ আজকে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কেন পেয়েছে সেটাকে প্রথমে দেখতে হবে, এবং সেটাকে দেখতে হলে পরে দেখা যাবে যে ত্রিপুরায় খাদ্যোৎপাদন যা হয় তার একটা বেশ অংশ আজকে পাহাড়ে ধনী কৃষক এবং মজুতদারদের ও চোরাকারবারীদের মধ্যে আটক হয়ে আছে। আজকে তাদের মধ্যে আমাদের প্রভাব বিস্তার করতে হবে যাতে দেশের স্বার্থে এবং ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থে এই ধান চাল বাজারে আনা যায় এবং ধান চালের দর যাতে কমিয়ে আনা যায়।

এটা সত্যি কথা আমাদের সরকার খুবই চেষ্টা করছেন কেন্দ্র থেকে ধান এবং চাল আনবার জন্য এবং সেই চেষ্টা করা হবে এবং আমরা বিশ্বাস রাখি যে প্রতি বছর যেভাবে তারা কেন্দ্র থেকে সাহায্য এনেছেন এইভাবে এই বছরও আনবেন। আমরাও বিশ্বাস রাখি যে আমরা নিজেরাও চেষ্টা করব সম্মিলিতভাবে যাতে স্থানীয় উৎপাদন চোরাকারবারীরা মজুত করতে না পারে, সেটাকে যাতে আমরা বের করে আনতে পারি এবং তার সাথে সাথে কর্ম্মসংস্থানের

ও প্রশ্ন আছে। কর্ম্মসংস্থানের ব্যাপারে এখানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে টেষ্ট রিলিফের কথা তারা ভুলছেন, যেখানেই প্রয়োজন সেখানেই টেষ্ট রিলিফ দেওয়া হবে। দুর্ভিক্ষ ত্রিপুরায় হয়নি এই কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে? ত্রিপুরার যেখানে প্রয়োজন সেখানে কাজ দেওয়া হবে। কাজের অভাব নাই। গ্রামেও এখন তিন টাকা করে মজুরী হয়েছে। কাজেই গ্রামেও এখন কাজের সংস্থান হওয়া উচিৎ। তবে টেষ্ট রিলিফের মারফতে সেই সব লোকদের কাজ দেওয়া হয় যারা কাজে অক্ষম। টেষ্ট রিলিফের অর্থই হচ্ছে সাময়িক সাহায্য এবং যারা স্বাস্থ্যের দরুণ কাছ করতে পারে না বা অন্য কোন কারণে কাজ করতে পারে না তাদের জন্যই টেষ্ট রিলিফ। সবাইকে টেষ্ট রিলিফ দেওয়া উচিৎ নয়। তাহলে আমাদের এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে যে মানুষ আর কাজ করে খেতে চাইবে না। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেটে ১,৩০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। অন্য কোন খাত থেকে কমিয়ে এনে এই খাতে ধরাও সম্ভব হয়নি। কারণ আমাদের নিজের আয়ের উপর নির্ভর করে এই বাজেট রচিত হয়নি। এই বাজেট রচনা করতে আমাদের কেন্দ্র থেকে ১৮ কোটি টাকার মত আনতে হয়েছে এবং নজর রাখতে হয়েছে ত্রিপুরার উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে, রাস্তাঘাটের জন্যও বাজেটে টাকা রাখা হয়েছে। রাস্তাঘাটের জন্য সারে চার কোটি টাকা রাখা হয়েছে এবং টাকাগুলি যাতে ফেরত না যায় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের কাজ এই ভাবে করতে হবে যে এই যে ফ্যামিন রিলিফ খাত আছে, এই যে শব্দটি আছে, এই শব্দটি যাতে ত্রিপুরার ভবিষ্যত বাজেট থেকে মুছে যায়। সেই দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়েই আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে। মাননীয় সদস্য কাট মোশন রেখেছেন যে—দুর্ভিক্ষ সাহায্য খাতে সরকারী অর্থের স্বল্পতা—যেন মাননীয় সদস্য রাত দিন দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন এবং তাদের পত্র পত্রিকাতেও এই ভাবে খবর দিচ্ছেন। এতে জনসাধারণকে শুধু বিভ্রান্ত করার চেষ্টাই করা হচ্ছে। তাদের প্ররোচনা দিয়ে একটা আন্দোলন করবার চেষ্টা করছেন। এর অর্থ হচ্ছে যে তারা চান যে সরকার তার যে কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, বাস্তবে রূপায়িত করবার চেষ্টা করছেন তারা সেটা মনে প্রানে চান না। তারা ডেষ্ট্রাকটিভ নিয়ে আছেন। তারা তাদের প্রপাগাণ্ডা এখনি আরম্ভ করে দিয়েছেন মূল্যবৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে এবং জনসাধারণের মধ্যে তারা অপপ্রচার চালাচ্ছেন। তাদের এই অপচেষ্টা ত্রিপুরা উন্নতিকে ব্যাহত করবার জন্যই করা হচ্ছে। তাই আমার আবেদন তাদের কাছে এই যে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি বলে মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি না করে তাদের মনে আত্মবিশ্বাস যাতে আসে এবং সেই আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে মানুষ যাতে তাদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে তার জন্য মনের বল নিয়ে দৃঢ় এবং সবল পদক্ষেপে তারা যাতে এগিয়ে যেতে পারে সেই চেষ্টাই আমাদের করা উচিৎ। অতএব আমি আবার এই

ডিমাণ্ডের সমর্থনে এবং কাটমোশনের যে কোন প্রয়োজন নাই এটা যে অবাস্তব এবং এটা যে একটি পলিটিক্যাল ষ্টান্ট বাইরে প্রচারের জন্য, জনসাধারণের মধ্যে অপপ্রচারের জন্য আনা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই আমি তার বিরোধীতা করছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা কাট মোশান এখানে রেখেছি এই জন্য যে বাজেটে এই খয়রাতি সাহায্যের জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে, তার পরিমাণ অত্যন্ত কম। কারণ এই সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার মহোদয় নিজেও ভুক্তভোগী এবং খয়রাতি সাহায্য নিয়ে তিনি খোয়াই গিয়েছিলেন। এই দুর্ভিক্ষ অহেতুক আতংকের চিহ্ন নয়। মাননীয় প্রমোদ বাবু যে বলেছেন যে আমরা মানুষের মনে একটা আতংকের সৃষ্টি করছি, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির জন্য মানুষের ভিতর একটা অপপ্রচার চালাচ্ছি এটা ঠিক নয়। এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সকলেই জানেন, এটা প্রচারের প্রয়োজন হয় না, এই হাউসে যারা আছেন, জিনিষ পত্র কিনে খান, তারাও সেটা উপলব্ধি করতে পারছেন, কাজেই প্রয়োজন ছাড়া আমরা কোন কথা বলি না, কোন দাবী রাখিনা। আজকে কৃষক সমাজের সঙ্গে আমরা জড়িত, সবসময় আমরা তাদের সঙ্গে চলাফেরা করি, আমি ও কৃষকের ছেলে, কৃষকদের অবস্থা কি সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। যাদের পাঁচ কাণি জমি আছে, তারা মহাজন এবং দাদনদারদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে এবং সেই শোষণের ফলে মাঘ মাসে তাদের ধানগুলি তাদের গোলায় উঠতে পারে না, মহাজনদের গোলায় চলে যায়, মাঘ মাসের পর তাদের খাওয়ার মত একটু ধানও থাকে না। যারা জুম চাষ করে, জুমিয়া বা ভূমিহীন তারা যদি দৈনিক মজুরী না খাটে তাহলে তাদের খাওয়ার মত অবস্থা থাকে না। আর জুমিয়াদের অবস্থা হল বৈশাখ মাস আসলে পরে তাদের জমির ফসল শেষ হয়ে যায় এবং সমস্ত ধান, যদিও তখন ধান পাওয়ার সময়, তবুও তাদের খাওয়ার মত সুবিধা থাকে না। মাননীয় প্রমোদ বাবু বড় জোতদার হিসাবে আছেন, কাজেই উনি কৃষকের এই দুঃখ কষ্ট বুঝাবার উনার পক্ষে কষ্টকর হবে, কাজেই এই যে কৃষকের বা জুমিয়াদের অবস্থা, এই অবস্থায় তাদের সরকারী সাহায্য প্রয়োজন। আজকে বর্ডার থেকে যাদের সরানো হয়েছে, তাদের অবস্থা একবার যদি চিন্তা করে দেখেন, তাহলে দেখতে পারবেন, তিন মাস তাদের আমি নিজের থেকে চালাই। মাননীয় স্পীকার মহোদয় এবং মাননীয় চীফ মিনিষ্টার নিজেরা জানেন খোয়াই কি অবস্থায় তারা ছিল। তাদের বাড়ী তৈরী করবার টাকা পয়সা নাই বা যে জমি তাদের দেওয়া হয়, সেই জমিতে ফসল ফলানোর মত অবস্থা তাদের নাই। গরীব কৃষকদের একমাত্র সম্বল জঙ্গলের আলু, অন্য জিনিষ কিনবার মত তাদের ক্ষমতা নাই। কাজেই অঘোর বাবু টেষ্ট রিলিফের যে দাবী এখানে করেছেন, আমি এই দাবীকে সমর্থন করি এবং তার জন্য এই টাকার পরিমাণ আরও

বাড়ানোর জন্য আমি দাবী রাখছি। কারণ কোন কোন বছর এমন অবস্থাও হয় যে হয় অনাবৃষ্টি নয় অতিবৃষ্টি, ফলে সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায়, এছাড়া কৃষকরা মহাজনের কাছে এমনভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পরে যে এক মণ ধানও তারা বাড়ীতে উঠাতে পারে না, মহাজনদের কাছে মাঠেই তাদের বিক্রী করে দিতে হয়, সরকারী তরফ থেকে যে দাদন দেওয়া হয় সেটা সামান্য নীচে ১০ টাকা এবং উদ্ধে ১০০ টাকা দেওয়া হয়, সেই টাকাগুলি তারা কৃষি খাতে লাগাতে পারে না, কারণ তাদের খাওয়ার ব্যাপারেই খরচ হয়ে যায় এবং আবার তাদের মহাজনের দারস্থ হতে হয়, এইভাবে মহাজনের কাছে তারা সর্বস্ব বিলি করে দিয়ে নিজেরা নিঃস্ব হতে থাকে। শুধু এটাই নয়, বাগানগুলির মধ্যে যদি যাওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যারা সেখানে দিন মজুর আছে, তারা সাবসীডি না পাওয়ার দরুন বাগান করতে পারে না, তাদেরও জীবিকা নির্বাহ করার জন্য জঙ্গলের আলু খুঁজতে হয়। গত রবিবার যখন আমি গিলাতলিতে যাই, তখন দেখি সেখানে খুন্তি এবং কোদাল নিয়ে তারা জঙ্গলের আলু খুঁজতে বাহির হয়। ঠিক এইভাবে তারা জ্যৈষ্ঠ মাসে পর্য্যন্ত চা'র জল, দুধ ছাড়া খেয়ে বেঁচে থাকে নয়ত কাঁঠালের বীচি খেয়ে কোন রকমে দিন যাপন করে। যারা তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন, তারা সেই সব কথা জানবেন না, জানবার মত বা দেখবার মত অবস্থা তাদের নাই কাজেই তাদের মুখ আছে, তারা বড় বড় কথা বলতে পারেন, কিন্তু কৃষকের মনের কথা বা তাদের অবস্থা তারা জানে না। কৃষক আজকে এক কাপড়ে থাকছে, তাদের ঘুমানোর মত বিছানা নাই, একটা গামছা কেনার মত তাদের পয়সা নাই, এই যে তাদের অবস্থা, তাদের যদি বাঁচতে হয়, তাহলে আমি মনে করি এই টাকা আরও বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। আর শুধু তাই নয়, তাদের উপর যে একটা শোষণ নীতি চলছে, তার হাত থেকেও তাদের রক্ষা করা প্রয়োজন তাদের যে কৃষি ঋণ বা দাদন দেওয়া হয়, সেটা অপর্যাপ্ত নয়। কেউ ১০ টাকা কেউ ৩০ টাকা কেউ ৪০ টাকা এবং উর্দ্ধে ১০০ টাকা পায়, কিন্তু এ টাকা থেকেও তাদের কিছু কিছু যিনি দরখাস্ত লিখে দেন বা তদবীর ইত্যাদি করে দেন তাদের দিয়ে যেতে হয়, এইভাবে যারা ১০ টাকা পায়, তারা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত পাঁচ টাকা নিয়ে যেতে পারে, যারা ৪০ টাকা পায়, তারা হয়ত ২০ টাকা নিয়ে যেতে পারে, ১০০ টাকা খুব কম লোকই পায়, যাদের কিছু আছে, তারাই পায়, আর যারা গরীব তারা একশত টাকার বেনিফিট পায় না। কাজেই এই যে একটা দুর্নীতি, সেটা দূর করে, উপযুক্ত পরিমাণ কৃষি ঋণ যদি না দেওয়া হয়, তাহলে তাদের বাঁচানো সম্ভব হবে না। আর একটা কথা হচ্ছে বড় বড় কৃষি খাতে যে ঋণ দেওয়া হয় যেমন মৎস্য চাষ, বিভিন্ন ঋণ দেওয়া হয়, সেগুলি এই গরীব কৃষক বা গরীব মৎস্যজীবিদের ভাগ্যে আসে না, তা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়, তাদের একমাত্র মহাজনদের দয়ার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয়, তারা যদি কাজকর্ম দেয়, তাহলে তারা খেতে পায়, নয়ত

তাদের না খেয়ে থাকতে হয়, এই হচ্ছে তাদের অবস্থা। কাজেই সেই দিক থেকে এই সমস্ত দ‚র্নীতিকে সরকার পক্ষ থেকে তদন্ত করে যাতে দুর্নীতি দূর করা যায় তার চেষ্টা করা উচিত। কাজেই সেজন্য এখানে বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে তার চেয়ে আরও কিছু বেশী টাকা ধরা উচিত ছিল। এখন চৈত্রমাস, চৈত্রের শেষভাগ থেকেও অভাবটা সাংঘাতিকভাবে বাড়ে। জৈষ্ঠমাসে তবুও আম, কাঁঠাল, জাম ইত্যাদি ফলমূল পাওয়া যায়, এইগুলি খেয়ে মানুষ দিন কাটাতে পারে। কিন্তু এখন কিছুই পাওয়া যায় না। একমাত্র জঙ্গলের আলু খেয়ে মানুষ দিন কাটাচ্ছে। তাও আবার রিজার্ভ ফরেষ্টের জন্য পাওয়া যায় না। কাজেই সেই দিক থেকে ইমিডিয়েট টেষ্ট রিলিফ দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি এবং বর্ডারের ওপার থেকে বাড়ীঘর ছেড়ে যারা আসছে তাদের জন্যই কিছুটা সাহায্য প্রয়োজন বলে মনে করি এবং তাদের জন্যই যাতে কিছুটা সাহায্য দেওয়া যায় সেই দিকে চিন্তা করতে বলব। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—I would call on Hon'ble Finance Minister to give his reply,

SHRI KRISHNADAS BHATTACHERJEE :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার ডিমাণ্ডের সমর্থনে এবং কাটমোশনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছি। তারা যে কথা বললেন যে কাজ নাই, যেখানে লোকের ক্রয় ক্ষমতা নাই তাদিগকে আমাদের কিছু কাজ দিতে হবে। তারা যাতে খাদ্যটুকু কিনে খাইতে পারে। তাদের জন্য আমাদের উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সেজন্যই বাজেটে টাকা রাখা হয়েছে। যেখানেই এইরকম কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সেই খানেই টেষ্টরিলিফের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রতি বছরেই এই ব্যবস্থা করা হয়। টাকার জন্য এই ব্যবস্থা আটকে থাকে না। যখনই কোন এলাকা থেকে খবর আসে যে সেখানে লোকের অর্থের অভাবে কোন কিছু কিনতে পারছেন না তখনি সেখানে টেষ্ট রিলিফ বা গ্র্যাচুশাস রিলিফের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। আমার পূর্ববর্তী বক্তা মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে আগের বছর ছিল ১,৩৩ হাজার টাকা আর গত বৎসর রিভাইজড বাজেটে হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা। সুতরাং এই দিক দিয়ে কোন কার্পন্য করি নাই। এটা সারকামষ্টেন্স অনুযায়ী বাড়ানো কমানো হয়। হয়ত যখনি কোন খবর পাওয়া যায় যে কোন এলাকা এই রকম একটা অবস্থা সম্মুখীন হবে তখুনি ব্যবস্থা করা হয় এবং তার জন্যই টেষ্ট রিলিফ খাতে ১ লক্ষ টাকা এবং গ্রাচুশাস রিলিফ খাতে ৩০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। তাছাড়া অ্যাগ্রিকালচারিষ্টদের কথা তিনি বলছেন। এই টেষ্ট রিলিফ এবং গ্র্যাচুশাস রিলিফ ছাড়াও যারা নাকি অ্যাগ্রিকালচারিষ্ট তাদের জন্য এই সময়ে তারা যাতে অভাব অনটনের দরুণ কোন প্রকার কালটিভেশনের অসুবিধার সম্মুখীন না হতে পারেন

তার জন্য লোনসঅ্যাণ্ড অ্যাডভান্সেস অ্যাগ্রিকালচার বাজেটেও যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ আছে। তারা সেদিক থেকেও এই বেনিফিট নিতে পারেন। শুধু এই দিক দিয়ে তাদের যে বেনিফিট আছে তা নয়, বিভিন্ন দিকে আছে। যেদিক দিয়ে তারা পান, যেমন ধরুন দাদনের জন্য বিশেষ করে ট্রাইবেল জুমিয়াদের জন্যই রাখা হয়েছে ১,০৫,০০০ টাকা। এটা দেওয়া হয় যারা নাকি মহাজনের কাছ থেকে দাদন নিতেন তারা যাতে মহাজনের খপ্পরে না পারেন, অধিক সুদে টাকা যাতে তাদের নিতে না হয় তার জন্যই তাদিগকে এটা দেওয়া হবে। যার জন্য বাজেটে ১,০৫,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং আর ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যারা ডিসট্রেস্ অ্যাগ্রিকালচারিষ্টস তাদের কালটিভেশনের লোন দেওয়ার জন্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যেসমস্ত এলাকা একটা সমস্যার সম্মুখীন হয় সেই এলাকাতে শুধু যে টেষ্ট রিলিফ বা গ্র্যাচুশাস রিলিফ দেওয়া হয় তা নয়, বিভিন্ন দিক দিয়ে জুমিয়া সেটেলমেণ্ট নানারকম দিক দিয়ে সাহায্য করা হয় এবং এই ভাবে এই সমস্যাগুলি দূর করা হয়। সুতরাং যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আমার মনে হয় আপাততঃ সেই টাকা অ্যাডিকোয়েট। অথচ এই সম্পর্কে সরকার মনে করেন যে আরও অর্থের প্রয়োজন যদি সারকামষ্টেন্স অনুযায়ী হয় তহলে সেটা বরাবরই যেমন করা হয় এখনও তা করা হবে। সুতরাং আমি আশা করব যে সেদিকে সকলেই আমার ডিমাণ্ডকে সমর্থন করবেন।

MR SPEAKER :—The debate on the Demand No.—29 is over. Now I am putting the motions to vote; of course I shall first put to vote the cut motions. First I would put to vote the cut motion of Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—'Inadequacy of provision for famine relief'.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The cut motion is lost.

MR. SPEAKBR :—I would now put the cut motion of Shri Bidyachandra Deb Barma. Now the question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—'দুর্ভিক্ষ সাহায্য খাতে সরকারী অর্থের স্বল্পতা।'

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now I shall put the main motion to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 30,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 29—Famine Relief.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

No Voice.

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

MR. SPEAKER :—Now I would request the Hon'ble Finance Minister to move his Demand No.—47.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE (Finance Minister) :—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 13,43,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 47—Charges on account of Re-payment Debt.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার কোন কাট মোশান অবশ্য নাই, তবে এখানে সামান্য একটু বক্তব্য আমি রাখতে চাই। আমার বক্তব্য হচ্ছে—আজকে ত্রিপুরার মধ্যে যেভাবে কৃষকরা বিভিন্নভাবে ঋণগ্রস্ত হচ্ছে, কৃষকদের এই ঋণগুলি যাতে মকুব

করা যায় সেইভাবে সরকারীগতভাবে চেষ্টা করা উচিত। আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ষ্টেটের সঙ্গে তুলনা করে যদি দেখি, তাহলে আমরা দেখব ত্রিপুরার কৃষকদের মাথাপিছু ঋণের বোঝা বাড়ছে, ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের মধ্যে হয়তো এই রকম অবস্থা নাই। কৃষকদের ঋণগুলি মকুব করার জন্য সরকার নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করে তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে করি। তা না হলে, খাদ্যোৎপাদনের জন্য যত পরিকল্পনাই করা হউক না কেন, তাতে যে খুব বেশী সাহায্য হবে সেটা মনে করার কোন কারণ নেই। কাজেই কৃষকদের এই ঋণগুলি মকুবের কথা যাতে বিবেচনা করা হয়—এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Any other Member desires to participate in the debate ?

Now I am putting the Demand to vote. The question before the House is the Demand for Grant No.—47 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 13,43,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 47—Charges on account of Re-payment of Dbte.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

No Voice.

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION.

MR. SPEAKER :—Next item in the list of business is Private Members' Resolution. I would call on Shri Nishikanta Sarkar to move his Resolution that—"ত্রিপুরায় রিজার্ভ ফরেষ্টের বর্ত্তমান সীমানা আর বর্দ্ধিত না করিয়া, যে সকল এলাকায় রিজার্ভ ফরেষ্ট থাকায় জনসাধারণের বসবাসের অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে, সে সকল রিজার্ভ ফরেষ্টের সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণ করা হউক।"

কৃষককে বাঁচতে হলে, এই আইন আমাদের পরিবর্ত্তন করতে হবে। আমি দেখছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার উদয়পুর'এ এই রকম ফসলের অভাব বা দুধের অভাব ছিল না। দিন দিন এই অভাব বাড়ছে কেন? আমি দৃষ্টান্ত দিতে চাই যে আমার উদয়পুর মহিষের দুধ, ঘি ত্রিপুরার সর্ব্বত্র এমন কি বাইরেও যেত, কিন্তু আজকে না থাকার কারণ কি? কারণ হচ্ছে মহিষ দড়ি দিয়ে বেধে রাখা যায় না, তারা বনে চড়ে বেড়ায়, তাই মহিষ উদয়পুর থেকে উধাও হয়ে গেছে। আজকে গরু উধাও হবার উপক্রম হয়েছে। কারণ গরুর খাদ্য নাই। যেখানে বড় বড় গাছ, তার নীচে কোন গো খাদ্য জন্মায় না। তাই কৃষকরা, যারা ভাল কৃষক, তারাও দুই তিন জোড়া হালের বলদ বা দুই চারটি গাভী রাখতে পারছে না। কারণ গোচারণের জায়গা পর্য্যাপ্ত নাই। আজকে ফরেষ্ট গড়ে উঠছে, উঠবে আরও বাগান আমরা গড়ে তুলব এটা ঠিক। এই হাউসের মধ্যে আমি একটা নজীর রাখছি, আজকে পনের বছর ধরে যে সমস্ত বৃক্ষকর্ত্তন হচ্ছে বা আগরতলা শহর থেকে আরম্ভ করে, গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত বড় বড় বৃক্ষ দেখছি, সেগুলি পনের বছরে হয়নি, এগুলি প্রায় দুই শত, আড়াই শত বছর আগেকার গাছ।

তাই মানুষ বন সৃষ্টি করে, বন রক্ষা করে। তা না হলে দুইশ, আড়াইশ বছরের গাছ কোথা থেকে আসে। তাই আমি এখানে আবেদন রাখছি যে প্রথমে কৃষির দিকে নজর দিতে হলে ফরেষ্ট আইনে রিজার্ভ পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষির দিক দিয়ে, মানুষের বাঁচার দিক দিয়ে আমি কিছু ভাবতে পারছি না। আজকে যে বন সৃষ্টি হয়েছে, আজকে খাদ্যের দিক দিয়ে তাকালে দেখা যায় যে রিফিউজীরা ৫২-৫৩ সনে যে টিলাতে পূর্ণবসতি পেয়েছে সেখানে একটু নজর দিলেই দেখতে পাবেন তারা কিভাবে বাগান গড়ে তুলছে। আম, কাঁঠাল, লেবু সব টিলার মধ্যে দুই চার বছরের মধ্যে উৎপন্ন হয়েছে। অভাবের সময় যখন তাদের ফসল থাকে না ঘরে, তখন তারা এই কাঁঠাল, আম, জাম খেয়ে জীবন ধারন করে। চার বৎসর পরে একটা কাঁঠাল গাছে একশ, সোয়াশ করে কাঁঠাল হয়। চালের মূল্য যখন বৃদ্ধি পায় যখন তারা এইগুলি দিয়ে তাদের অভাব পূরণ করে। তাই শুধু শাল গাছ আর চামল গাছ হলেই হয় না। একটা শাল বড় হতে লাগে ১০০ বৎসর, আর আম কাঁঠাল গাছ থেকে ফল পাওয়া যায় ৩।৪ বৎসরে। তাই ত্রিপুরার জনসাধারণকে বাঁচতে হলে এই টিলা ভূমিতে বাগান গড়ে তুলতে হবে। রিজার্ভ থাকবে। কিন্তু ফরেষ্ট আইনে আমি যতটুকু জানি যে ভূমির এক তৃতীয়াংশ বন রাখতে হবে। আমি এইকথা বলছি না যে আমি বন তোলে দেব। আমি এই হাউসের সামনে বলেছি যে আমি এইরকম জায়গা দেখাব যেখানে আমার ২৪৪ বর্গমাইলের মধ্যেই ১০০ বর্গমাইল বন তৈরী হতে পারে। দেবতামুড়া, বড়মুড়া বিভিন্ন জায়গায় আমি গিয়েছি এবং অসংখ্য বন পড়ে রয়েছে

যেখানে মানুষ কম। ২।৪ টা পরিবার আদিবাসী আছে, সেই সব জায়গায় আমি গিয়েছি। আমি বলছি, চলুন আমি ১০ দিন ২০ দিন হাঁটতে রাজী আছি। আমি দেখিয়ে দেব। এইরকম সোনামূড়া, অমরপুর বা বিভিন্ন সাবডিভিশনে ঘুরে আমি জানি যে যেখানে মানুষ বেশী সেখানেই বন সৃষ্টি হয়েছে। এর অর্থ আমার মনে হয় যে শ্রমিক পাওয়া সহজ হবে বলেই লোকালয়ের কাছে বন করা হয়েছে। আমি জানি শালবন যেখানে উঠবার কথা সেখানে আপনা আপনিই গড়ে উঠে। এটা মাটির ধর্ম্ম অনুসারেই গড়ে উঠে। সোনামূড়া উদয়পুরে এইভাবে শালবন গড়ে উঠেছে। না হলে শাল কাটা হয় কোথা থেকে। এইগুলি তো ২।৪ শত বছর আগের গাছ। তখন তো মহারাজার আমলে বাগান করা হয়নি। এটা তার মাটির ধর্ম্ম। যেমন মহারাণী অঞ্চলে আমি গেলে দেখি সেখানে অনেক শাল গাছ আছে। জোর করে সেগুলি হয়নি। এখন মাটি পরীক্ষা করে হয়ত করা হচ্ছে। তাই আমি বলছি আজকে আদিবাসীকে বাঁচতে হলে, ভূমিহীনকে বাঁচাতে হলে ফরেষ্ট আইনকে সংশোধন করা দরকার। সংশোধন বলতে আমি এই বোঝাচ্ছি যে তার সীমা নির্ধারণ করতে হবে। আমি বলেছি আমার কাছে তথ্য আছে, আমি হাউসের সামনে রাখতে পারি। যেখানে আমরা জুমিয়া সেটেলমেন্ট দিয়েছি, আমি হাউসের মধ্যে চ্যালেঞ্জ করতে পারি যে আদিবাসীদিগকে যে জুমিয়া সেটেলমেন্ট দেওয়া হয়েছে তাদের জুমিয়া জায়গা কোথায়? তার কারণ তাদের লুঙ্গা দেওয়া হয়েছে এবং তার ভিতরে চারিদিকে বন সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই তারা সেখানে গিয়ে দুই দিকে জঙ্গল কাটতে পারে না বিধায় তারা সেটা ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। আমার সঙ্গে গেলে আমি দেখাতে পারি যে বন কত লাগে। কত পতিত জায়গা পড়ে রয়েছে। সেগুলি যদি আবিষ্কার করা যায় তাহলে দেখা যাবে এইরকম অসংখ্য জায়গা পড়ে রয়েছে। তাছাড়া যে লোকসংখ্যা আমার এখানে এসেছে, জায়গা কোনদিন বাড়বে না। দুই লক্ষ আড়াই লক্ষ লোকের মধ্যে পরিবার পিছু আজকে ধরুন আমরা দুই ভাই আছি, আমার এক কানি বাড়ী আছে, আমার চারটা ছেলে আর ভাইয়ের তিনটা ছেলে। সুতরাং পৃথক বাড়ী তো করতে হবে, এখন কি করে করেন। আমার দশ কানির মধ্যে এক কানি বিক্রি করে ফেললাম আমার ভাই তৈরী করল সেখানে বাড়ী। কিন্তু আজকে যেভাবে আমার এখানে বন সৃষ্টি হয়েছে তাতে এইসব পরিবার, এইসব লোক উচ্ছেদ হয়ে যেতে হবে, এখনি হচ্ছে। তাই আমি তথ্য দিয়ে দেখাতে পারব যে আজকে আমাদের বাঁচতে হলে কৃষির দিকে জোর দিতে হবে। কৃষির দিকে জোর দিতে হলে আমাদের যে ছোট ছোট বাগান আছে সেগুলি উন্নত করতে সুযোগ দিতে হবে। আমি আদিবাসীদের সঙ্গে মিশি, মিশে আমি এমনও করেছি যে তাদের বাড়ীর খানিকটা ভিতর দিক দিয়ে আমি ফসল করাচ্ছি। তাই যদি আজকে আমাদের কৃষির দিক দিয়ে বাঁচতে হয়, খাদ্যের দিক দিয়ে বাঁচতে হয় তাহলে

প্রত্যেকটি সাবডিভিশনে ত্রিপুরার ফরেষ্ট পুনরায় তদন্ত করে যেখানে ফরেষ্ট তৈরী হবে, বন তৈরী হবে সেখানে সেগুলো তৈরী করতে দিতে হবে। ত্রিপুরার সব ছোট ছোট টিলাতে ফসল ভাল হয়, আমি জানি ত্রিপুরার টিলাতে ভাল ভাল ফসল হত। যেমন তিল, আজকে ত্রিপুরা থেকে তিল উঠে গেল, তিল ত্রিপুরাতে ভাল হয় আমি জানি, ত্রিপুরার অধিবাসিরা তিল করত। সারা ভারতে ত্রিপুরার তিলের মান ছিল। বিদেশেও ত্রিপুরার তিলের প্রসংশা শুনেছি। এখানকার তিলে ১৮।১৯ সের তেল হয়, আমি নিজে পেষাই করেছি। তাই এ টিলার মধ্যে তিল খুব ভাল হয়, ধান হয়, পাট হয়। তবে এখন হয় না কেন? আমাদের আদিবাসী ভায়েদের সেই দিকে অভিজ্ঞতা কম ছিল, এখন সেই দিকে নজর দিতে হবে। তাই ছোট ছোট ট্রাক্টর কিনে যদি সেই টিলাতে আমরা সেইভাবে একবার সেই দিকে মন দেওয়াতে পারি তাহলে এই ত্রিপুরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবেই হবে। আর আজকে যে কৃষক আমাদের দেশে এসেছে, মুসলমানতো ছিলই, আমারা প্রথম মনে করতাম যে এই যে নবগতরা আসছে তারা কৃষিরদিক দিয়ে না জানি কিরকম, কৃষি করতে পারবে কিনা, এইরকম সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখন দেখছি তারা ছোট ছোট টিলার মধ্যে ভাল ফসল ফলাতে পারে। সেই টিলাগুলিকে তারা ফসলের উপযোগী করে তুলেছে। সমস্ত ফসলই তাতে হয়। আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বলব যে এই যে বসত বাড়ীগুলি, এইগুলি আজকের নয়। আমি জানি আমার সঙ্গে গেলে দেখাতে পারব যে একটা বাড়ীর মধ্যে শাল গাছ আছে, গর্জন গাছও আছে। বাড়ীটা এক কানির মত হবে। তার মধ্যে রিজার্ভ ফরেষ্ট হয়ে গেল, কারণ সেখানে শাল গাছ হয়েছে। শাল গাছের যেখানে হবার সেখানে হবেই, তাকে রুখতে পারবেনা। তাই আমি হাউসের সামনে আজকে বলছি যে সারা ত্রিপুরায় বিশেষ করে সোনামূড়া, উদয়পুর, অমরপুর, বেলোনিয়া, সাব্রুম এই সাবডিভিশনগুলিতে আমার যাতায়াত কম করেই বছরে দু'একবার হয়। সেজন্য আজকে কৃষকগুলিকে বাঁচাতে হলে তার গরুর দরকার, জমির দরকার, তার বাড়ীর দরকার, সবকিছুর দরকার। তাই আজকে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, আমি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেদিন বাধ্য হয়েছি অ্যাসেমব্লী থেকে ছুটে যেতে গর্জি, যেখানে নোয়াতিয়া বাড়ী একটা আছে, চারদিকে ফরেষ্ট রিজার্ভ হয়ে গেছে, বাগান হয়ে গেছে। সেখানে ৩ দ্রোন থেকে ৪ দ্রোনের মত টিলা, কয়েকটা আদিবাসী এবং বাঙ্গালী পরিবার বাস করে। এরা এসেছে আমার কাছে। তখন আমি সি. এফ. ও. কে বললাম যে এরা বেরুবে কি করে? তখন তিনি বললেন যে, আচ্ছা আমি শীঘ্রই সেখানে যাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন দেখা গেল যে তিনি আর যাচ্ছেন না তখন আমি ঠিক করলাম যে, না তাকে নিয়ে আমি যাবই যাব।

আমি উনাকে সেই জায়গায় নিয়ে গেলাম, তিনি গাড়ী করে সেখানে গেলেন, আমি উনাকে বল্লাম স্যার, মানবতা বলেওতো একটা জিনিষ আছে, তারা এই জায়গাতে বহুকালের

পরিবার, তারা আজকার নয়, এরা যাবে কোথায় ? তার উত্তরে তিনি বল্লেন যে আমার এ বছর এত এত একর বন করতে হবে। বেশ কথা, কিন্তু ওরা যাবে কোথায়, ওদের গরু রাখতে হবে, ছাগল রাখতে হবে, তারা কি করে চলবে ? আমার ওখানে মানুষ মারা গেলে পুড়বার জায়গা নাই, একদিন হয়েছেও তাই, মানুষ মরেছে, পুড়তে নিয়ে গেছে, ফেরত দিয়েছে, কারণ ফরেষ্টে আগুন লাগবে। এখন মানুষের প্রয়োজনে জায়গা দরকার হয়, আজকে লোক সংখ্যা বাড়ছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা স্বীকার করছি যে চার লক্ষ লোকের জায়গায়, পনর লক্ষ লোক হয়েছে, সেভাবে বাড়ীঘর গড়ে উঠবে, বাজার গড়ে উঠবে, তাদের সুবিধা মত স্কুল গড়ে উঠবে, ধর্মমন্দির গড়ে উঠবে, মানুষের সুবিধার জন্য আমরা রয়েছি। ধরুন গর্জি বাজার, সেটা আজকের নয়, মহারাজের আমলে সেটা হয়েছে। আমরা দেখেছি, সাত দিন, আট দিন পর পর একদল পাহাড়ি সেখানে বাজার করতে আসত, একরাত্রি সেখানে থেকে আবার চলেযেত, তারপর গড়ে উঠেছে গর্জি বাজার। কিন্তু এই বাজারেও আজকে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। আজকে লোক টিলা-টক্করে যাচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে বন্দোবস্ত পাচ্ছে না, তার উপর খাজনার প্রশ্ন আছে। টিলাতে কিছু একটা করতে হবে, তা না হলে ছেড়ে দিতে হবে, গভর্ণমেন্ট রেভিন্যু ত্রিপুরায় হচ্ছে না তার কারণ লুঙ্গা বলুন, টিলা বলুন, বন্দোবস্ত নিতে হলে কোথায় দরখাস্ত করতে হবে, কার কাছে দিতে হবে সেটা খুঁজেই পাওয়া যায় না। জুমিয়া সেটেলমেন্টেরও একই অবস্থা। সি. এফ. ও. থেকে রেঞ্জ অফিস, রেঞ্জ অফিস থেকে এস, ডি, এফ ও অফিস সেখান থেকে এস, ডি, ও অফিস এইভাবে তাদের হয়রানি হতে হয়। আমরা বলছি যে ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয়েছে। কাজেই আজকে তালুকদার বা জমিদার নাই কিন্তু ভূমি বন্দোবস্ত কার থেকে নিতে হবে সেটাই আমরা হদিস পাই না। আমরা কি রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করি তার একটা নজির আমি রাখছি। মহারাণী রেঞ্জ অফিস তেলিযামুড়া, মহারানী আমার অঞ্চলে, উদয়পুর থেকে ছয় মাইল পূর্বে, আর এখানকার ফরেষ্ট অফিস তেলিয়ামুড়া। যদি ফরেষ্টের কিছু চাইতে হয়, তাহলে তাকে কোথায় দরখাস্ত করতে হবে. তেলিয়ামুড়া। তেলিয়ামুড়া থেকে মহারানী ৩০/৪০ মাইল, হয় অমরপুর ঘুরে. নয় আগরতলা ঘুরে। ব্রজেন্দ্র নগর মৌজা, সেখানে মরশুম, জমাতিয়া এবং কলই এই তিন সম্প্রদায়ের লোকই বেশী। তারা যাযাবর জাতীর মতই, সেখানে আমি গেছি। তাদের জুম একমাত্র সম্বল। আদিবাসীদের মধ্যে মহাজনই মহারাজ। কাজেই আমি আগেও বলেছি যে এই আদিবাসীদের যদি রক্ষা করতে হয়, মহাজনদের হাত থেকে যদি মুক্ত করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চীফ কমিশনার মুখার্জীর সংগেও এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছিল কি করে তাদের মুক্ত করা যায়, কি করে মহাজন প্রথা রহিত করা চলে। মহাজন না বলে তাদের যম বল্লেও চলে। সেই ব্রজেন্দ্রনগর গিয়ে দেখি তারা অলরেডি জুম কেটে ফেলছে, এখন কি করা যায়, আমি

সি. এফ. ও. কে নিয়ে সেখানে যাই এবং তাদের রেহাই দেওয়ার জন্য বলি, তিনি অবশ্য তাদের সেই বছর রেহাই দেন। এখন যদিও সরকার থেকে বলা হয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ণ সেটেলমেন্ট দেওয়া হয়, ততক্ষণ তারা জুম কাটতে পারবে, কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় তারা জুম কাটতে গেলে ফরেষ্ট গার্ড দিয়ে তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। কাজেই এখানে আমার আবেদন যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের আমরা উন্নত ধরনের কৃষি কাজে ঠিক ভাবে বসাতে না পারব, ততক্ষণ তাদের জুম কাটতে দিতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে করতে গেলে তারা দুঃখিত হয়। সেই দিকে নজর রাখতে হবে। আমি বলছি টংগিয়া করুন, বেশ ভাল কথা। এ্যাগ্রিকালচার থেকে এবং ফরেষ্ট থেকে না করে তাদের বলা হউক তোমরা শাল গাছ লাগাও, আম গাছ লাগাও, কাঁঠাল গাছ লাগাও, তাদের ভিতর দিয়ে এইসব কাজগুলি হতে পারে। এই গুলিওতো একটা সম্পদ।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার রিজল্যুশানের পক্ষে কেন বলছি তার কারণ হচ্ছে আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি, অনেক নজির আমার কাছে আছে। আমি যেখানে যাই সেখানেই অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাই তার সংখ্যা, তথ্য প্রভৃতি দিয়ে আমি দেখাতে পারি। আমি আমার উদয়পুর সাবডিভিশানের কথাই এখানে নজির হিসাবে রাখব। কয়েকটি বড় বড বাজার ছাড়া যেমন রাধাকিশোরপুর বা কাকরাবন, এই দুই একটি ছাড়া আর সব বাজারেই রিজার্ভ ফরেষ্ট। আগামী ফসল যে আনতে পারব তারও সম্ভাবনা আমি দেখছিনা। কারণ অসংখ্য বানর সেখানে হয়েছে, হনুমান প্রভৃতিও রয়েছে, যে কৃষক যারা জানপ্রাণ দিয়ে যে কৃষিপাতি করে, কিন্তু বানরের যন্ত্রনায় সে ফসল ঘরে আনতে পারেনা। ডি,এফ,ও কে আমি একথা বলেছি, তিনি বল্লেন আমি ত পেট্রল গার্ডকে বলেছি বানর মারার জন্য। কাজেই আজকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। বন মানুষই তৈরী করে, অসংখ্য বাগান আজকে কে করেছে, মানুষ করেছে, মানুষ মারার জন্য বন করা চলে না। আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, যে অবস্থার সৃষ্টি এখানে হয়েছে, লাকড়ী একটা জিনিষ, তারও মাসুল দিতে হয়, তাও দিয়ে যাচ্ছে, টাকা লাগে টাকা দেয়। কত গরীব আছে। আমি একদিন হাতীপাড়া যাচ্ছি, দেখলাম কতগুলি রিফিউজী, হয়তঃ সারা দিন তারা খায় নি। দূর থেকে বোধ হয় আমাদের দেখেছে, লাকড়ী নিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের দেখেই এরা দৌড়তে লাগল, দৌড়ে কোথায় গিয়ে পড়বে, জংগলে হুড়মুড করে পড়তে পড়তে গিয়ে ঢুকল। কত বিধবা গরিব মেয়ে বিনা বস্ত্রেই একরকম বলতে গেলে লাকড়ী নিয়ে আসছে বাজারে মাথায় করে, সেটা সেখানে গেলেই দেখতে পাবেন। এইগুলি কি মাশুলের যোগ্য? কিন্তু কত লাকড়ী যে বিনা যত্নে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার খবর কে রাখে। আজকে আমি বলব যেখানে ছন আছে সেখানে ছন থাকবেই। ছনের আমাদের প্রয়োজন আছে। বাঁশও আমাদের

প্রয়োজন। আমরা পুরাতন লোকের কাছে শুনেছি যে ২০ বছর পরে বাঁশের একটা মরণ হয়। তারপর আবার একটা গড়ে উঠে। আমি তার প্রমান দেখেছি। মুলীবাঁশ এক বছরে দুই বছরে গড়ে উঠে। ১০০ বছর পরে কি হবে সেটা পরের কথা। এখন বৈজ্ঞানিক জগৎ আগরতলায় কয়লা দিয়ে থাবে। কিন্তু এখন বাঁচতে গেলে এই ফরেষ্টাকে পরিবর্ত্তন করা দরকার যাতে মানুষ থেকে এটাকে দূরে রাখা যায়। মানুষেই করবে। বিহার থেকে শ্রমিক আসে আমাদের এখানে কাজ করতে। পয়সা দিলে দূরের লোকও কাজ করবে। সুতরাং লোক পাওয়া সহজ হবে বলে লোকালয়ের কাছে বাগান করলে চলবে না। সুতরাং আমি অনুরোধ করব যে পুনরায় তদন্ত না করে যেন আর প্ল্যানটেশান করা না হয়। আমি জায়গা দেখাব। টিলা আছে, বন করেন, শালগাছ করেন, গর্জন করেন, কড়ই করেন, যা খুশী করেন। আর আমাদের যেগুলি থাকবে এইগুলির মধ্যেই আমরা ফসল করতে পারব। আমাদের কৃষি বিভাগ থেকে যে টাকা ব্যয় হয়, আমি মনে করি গ্রাম্য সংস্থার মাধ্যমে যদি তদ্বারা সেই টিলাকে ফসলের উপযুক্ত করে তোলা যায়, সব ফসল হয়, কোন ফসল বাদ যায় না, তাহলে খুব ভাল হবে। আমি তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আবেদন রাখছি যে আমার এই রিজলিউশনটা যেন হাউস সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন। আমার ভাষায় হয়তঃ আমি সব কিছু প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু যে দুএকটা যুক্তি আমি দেখিয়েছি, আমি মনে করি সেইগুলি আমার প্রস্তাবটা গ্রহণ করবার পক্ষে যথেষ্ট। আজকে লোকের বাঁচতে হলে তাদের জায়গা দিতে হবে, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, মানুষ মরলে তাকে পুড়াবার জায়গা দিতে হবে, শ্মশান দিতে হবে। আমি এমন জায়গা দেখাব যে যেখানে শ্মশান খলা পর্য্যন্ত রিজার্ভ ফরেষ্ট হয়ে গেছে। আদিবাসীরা পর্য্যন্ত বলাবলি করছে যে এটা কি কাণ্ড। তাই আমি বলছি হাউসের সামনে যে আমার সাবডিবিশনে কত ফরেষ্টের জন্য জায়গা লাগবে বলুন আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর যা গড়ে উঠছে, তাতো উঠছেই। যতদিন লাগবে আপনাদের সঙ্গে আমি হাঁটতে রাজী আছি, হেঁটে আমি দেখিয়ে দেব কোথায় কোথায় জমি পাওয়া যাবে। আমি ঘুরে ঘুরে কোথায় আম, কাঁঠাল, আনারস বাগান হবে তাও দেখাব এবং এইসব তথ্য সংগ্রহ করে মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছে পাঠিয়ে দেব। আশা করি মন্ত্রী মণ্ডলী এইগুলি পরীক্ষা করে দেখবেন। আমাদের উদয়পুরে একটা লোক্যাল কমিটি করা হয়েছিল জোন্যাল এস, ডি, ও, এর অধীনে। সেটাতে আমি মেম্বারও ছিলাম, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের একজন ছিলেন আর বোধ হয় ডি, এফ, ও, ছিলেন। তারপর অবশ্য সেটা উঠে গেছে। উদয়পুরে গঙ্গাছড়া, ধুপতলী ইত্যাদি কতগুলি টিলা নাকি রিজার্ভ ফরেষ্ট হয়ে গেছে। তাতে সেখানকার আদিবাসীদের মনে ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। আমি এ ব্যাপারে সি, এফ, ও এবং মিনিষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। যাই হোক আমি আর বিশেষ কিছু বলব না। আশা করি হাউসের

সকলে আমার প্রস্তাবের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্র.ম এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। এই বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—I would request Shri Aghore Deb Barma to participate in the debate on this resolution.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্য নিশিকান্ত সরকার যে প্রস্তাব বা রিজলিউশন এখানে এনেছেন আমি তার সমর্থন করি এবং এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি কয়েকটি বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে ত্রিপুরার সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্যান্ত যে সমস্ত এলাকার মধ্যে রিজার্ভ ফরেষ্ট এবং প্লান্টেশন করা হচ্ছে, এই যে বাস্তব চিত্র আজকে জনসাধারণের মঙ্গলের নাম করে যে রিজার্ভ, বন রক্ষা বা বনায়ন যে চলেছে আজকে কার্যতঃ বাস্তব ক্ষেত্রে এই কাজটা জনসাধারণের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে চিত্রটা মাননীয় সদস্য এখানে তুলে ধরেছেন এটা খুবই সত্যি কথা। আজকে এই হাউসের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত তথ্য আমরা পরিবেশন করেছিলাম রুলিং পার্টির মিনিষ্টার অনেক সময় এইগুলিকে উড়িয়ে দিয়েছেন এবং আমাদের বক্তব্য বাস্তবতার দিকে চিন্তা করেই যে রেখে-ছিলাম সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ প্রকাশ করা ঠিক নয়। সরকার তখন বলতেন যে বিরোধিতা করবার জন্যই নাকি আমরা আমাদের বক্তব্য রাখতাম। কিন্তু আজ যিনি এখনে প্রস্তাব রাখছেন তার কথা থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব চেহারাটা কি সেটা ফুটে উঠেছে। কাজেই আজকে শুধু এই কথা নয়, উনি উদয়পুরের বাসিন্দা হিসাবে যা তুলে ধরেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক চিত্র এর চেয়েও খারাপ। গত কয়েক বছর আগে যে ডিমারকেশন করা হয়েছিল কোন কোন জায়গায় তখনও' আমরা আপত্তি জানিয়ে ছিলাম এবং হাউসের মধ্যে আলোচনা করেছিলাম। সেই রিজার্ভ বাউণ্ডারী ডিমারকেশন করার সময় বহু বাড়ীঘর বহু জোতের জমি—

MR. SPEAKER .—The House stands adjourned till 2. P. M. The member speaking will have the floor.

MR. SPEAKER :—Now I would call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma to continue his speech.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি Forest Reservation-এর প্রস্তাব সম্পর্কে বলছিলাম। কালাপানিয়া Reserve Forest যখন Demarcation করা হয় তখন কালাপানিয়াছড়া হইতে আরম্ভ করিয়া চালিতাবস্কুল, মনুবস্কুল, মধ্যমটিলা, পূর্ব্ব পিলাক ইত্যাদি জায়গায় যে সমস্ত উপজাতিরা দীর্ঘদিন যাবৎ বাড়ীঘর করে আছে এবং ঐ সমস্ত জায়গা আবাদ করেছে, সেই সমস্ত জায়গা Reserve Forest Demarcation-এর সময় Reserve-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এমন কতকগুলি পাড়া আছে যার চতুর্দ্দিকেই R. F. লিখা আছে। সেই সমস্ত এলাকার জনসাধারণ তাদের গরু-বাছুর ইত্যাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে নেওয়া দুঃসাধ্য হয়েছে। শুধু কালাপানিয়াতেই নয়—এইরকম অমরপুর ইত্যাদি আরো বহু জায়গায় যে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল তার আশেপাশের জায়গাগুলি Reserve Forest-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জুমিয়াদের সেখানে শুধু লুঙ্গা জায়গাটুকু বাদে আর কোন জায়গাই নাই। বড়মুড়া, কমলপুর, ধূমাছড়া, ছৈলেংটা প্রভৃতি প্রত্যেক স্থানেই এইভাবে যে সমস্ত জায়গায় আদিবাসীরা বাস করত সেইসব জায়গা Reserve Forest-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এইজন্য সেখানকার আদিবাসীরা তাদের গরু-বাছুর ইত্যাদির চারণভূমিরও কোন স্থান নেই। Reserve Forest যদি জনসাধারণের কল্যাণের জন্যই করা হয়ে থাকে, তবে সেই বন-ই আজ জনসাধারণের একটা উৎপীড়নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি রেখে আজকে Reserve Forest-এর বাউণ্ডারী পুনঃনির্দ্ধারণ করা দরকার। এ সম্বন্ধে concrete প্রস্তাব থাকা দরকার। যে সমস্ত বসতবাড়ী খাস জায়গাতে ছিল এবং যেখানে তারা পুরুষানুক্রমে বসবাস করত। পরবর্ত্তী সময়ে যখন জরীপ হয় তখন তাদের নামে নামজারী ও রেকর্ড করা হয়। কিন্তু আজকে reseve boundary-র মধ্যে সে সমস্ত বাড়ীগুলি অন্তর্ভুক্ত করার ফলে তাদের বসবাস করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। চড়িলাম res rve forest-এর ভিতরে অনেকদিন পূর্ব্বে গারো বসতি ছিল এবং অনেক গারো সেখানে ছিল। কিন্তু reserve forest-এর মধ্যে তাদের বাড়ীঘর যখন পড়ল তখন একটার পর একটা পরিবারকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হল। শেষ পর্য্যন্ত কেউ বা গর্জি, কেউ বা ধূমাছড়া চলে গেল—এইভাবে forest বিভাগের উৎপীড়নের ফলে। আজকে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য মাননীয় সদস্য নিশিবাবু অনেক প্রশ্নই উত্থাপন করেছেন। এইসব কথা House-এর মধ্যে বহুবার বলা হয়েছে। যেমন Forest Deptt.-এর একটা দৃষ্টিভঙ্গী যে তারা বাগান করবে। বাগান করা অন্যায় কথা নয়। বাগান করতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু একটা জিনিষ এই যে, যেখানে মানুষের ঘনবসতি, যেখানে মানুষের গ্রাম, মানুষ গরু চরায় সেই সমস্ত জায়গাগুলি forest-এর

bouudary-র মধ্যে চলে যায়। মানুষের ঘরবাড়ী অন্তর্ভুক্ত করা এই যে tendency—সেটা পরিত্যাগ করতে হবে। যেমন, গোলাঘাটি এলাকার মধ্যে বীরচন্দ্র ঠাকুর নামে একটা পাড়া আছে। তাদের একটা পুরাণো বাড়ী আছে। সেটা reserve ফরেষ্টের মধ্যে পড়ে যাওয়াতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সেই জায়গার দাবী তারা ছেড়ে দেয় এই condition-এ যে ফরেষ্টের নিকটবর্তী একটি জায়গা তাদের দেওয়া হবে গরু চরাণোর জন্যে।' কিন্তু reserve boundary-র ভিতরে পড়াতে সেখানে গাছ-গাছড়া লাগান হল এবং পরে সেগুলো বড় হয়ে গেল। আর গরু চরাণোর জন্যে বিকল্প জায়গা দেওয়া হল না। এখন বীরচন্দ্র ঠাকুর পাড়ার লোকদের গোয়াল ঘরের সংলগ্ন জায়গাতেই plantation করার জন্য scheme নেওয়া হচ্ছে। সেখানে চারাগাছ লাগান হবে। সেখানকার গ্রাম প্রধান কালু দেববর্মা C. F. O.-র কাছে দরখাস্ত করেছেন যাতে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে plantation করা হয়। কিন্তু Forest বিভাগ কিছুতেই কর্ণপাত করবে না। তাদের জিদ সেখানে plantation করবেই। কিন্তু যে জায়গায় plantation করা হবে সে জায়গাটাই আবাদী জায়গা এবং মরিচ, বেগুন ইত্যাদি করা হচ্ছে। কাজেই এই যদি অবস্থা হয় তাহলে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যে যে reserve করছি সেটা মঙ্গলজনক না হয়ে অমঙ্গলই হবে। এই অবস্থায় একটা জিনিষের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। সেটা হল জনসাধারণের যাতে দুর্ভোগ না বাড়ে forest-এর জন্য, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। শুধু formalities—অর্থাৎ বাগান করতে হবে কাজেই বাগান করবই।

আজকে আমরা দেখি যে, গায়ের জোরে forest guard বা forest কর্মচারীদের দ্বারা যদি বন সৃষ্টি করা হয় তবে সে বনাঞ্চল রক্ষিত হতে পারে না, কারণ এটা রক্ষার জন্য জনসাধারণের সহযোগীতারও প্রয়োজন আছে। নিশিবাবু পরিস্কারভাবে বলেছেন যে বন কোথায় কোথায় করতে হবে তা তিনি দেখিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন। গোলাঘাটি এলাকার মধ্যে যে ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করেছি সেখানে বাগান না করেও এমন বহু জায়গা আছে যেখানে বাগান করতে কোন বাধা নেই ; কিন্তু সেদিকে তাদের বাগান করার কোন ইচ্ছা নেই। অর্থাৎ মানুষের বাড়ী, গোয়াল ঘর এবং ক্ষেতে তারা বাগান করবেই। এই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে এর দ্বারা জনসাধারণের মঙ্গল হতে পারে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাবের সমর্থনে আজকে আমি বলতে চাই যে, জনসাধারণের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে এই Reserve Forest-এর সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণ অতি সত্বর করা দরকার এবং তার policy change করা দরকার।

ত্রিপুরার মধ্যে যে সব লুঙ্গাজমি আছে সেগুলো ভাল ফসল উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই সব লুঙ্গার দুইপাশে বড় বড় গাছ লাগান হয় এবং ফলে সে সব লুঙ্গাতে অনিবার্য্য কারনেই ফসল নষ্ট হবে। শুধু যে ধানের ফসল নষ্ট হবে তা নয়। সেখানে বানর ইত্যাদির উৎপাত

বেশী হয়। Ruling পার্টির মিনিষ্টার হয়ত একদিকে grow more food এর কথা বলবেন আর একদিকে ধানের জমিতে reserve forest করবেন। কাজেই এই অবস্থায় ফসল বাড়তে পারেনা। কাজেই যে সমস্ত লুঙ্গাজমির পাশে reserve করা হয়েছে সেগুলো বাদ দিতে হবে reserve থেকে। গাছের ছায়া যাতে জমিতে না পড়তে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে অন্তত: খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে বাগান করা দরকার। কিন্তু বর্ত্তমানে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের যে দৃষ্টিভঙ্গী সেই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যতে খুব খারাপ হবে।

যদিও গত একটি sitting এ আমরা এই প্রস্তাব গ্রহন করেছি এবং Chief Minister নিজেও স্বীকার করেছেন যে Indemarcation হওয়া দরকার কিন্তু আজ বৎসরাধিক কাল চলে যাওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত সেই প্রস্তাবের ভাগ্যে যে কি ঘটল তা আমরা জানতে পারি নাই। এসম্বন্ধে সরকারের তরফ থেকে আজ পর্য্যন্ত কোন কিছুই বলা হয় নাই। আজকে আবার সেই প্রস্তাবই নতুন করে আমরা আলোচনা করছি। যদি এই প্রস্তাব পাশ হয়েও যায় তবু ও প্রস্তাব প্রস্তাবই থাকবে যদি না মিনিষ্টাররা সেটা inplement করেন। আমি আশা করি দলমত নির্বিশেষে সকলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন।

গত কয়েকমাস আগে যখন শিলাছড়া গিয়েছিলাম তখন একটা ঘটনার কথা শুনতে পাই। একটা জঙ্গলে এক উপজাতির লোককে একটা বাঁশ কাটার জন্যে ৬০৲ টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে। তা না দিলে শিলাছড়া থেকে সাব্রুম গিয়ে তাকে মাসে অন্তত: দুবার করে হাজিরা দিতে হত যদি মামলা করা হত। কাজেই ৬০ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এরূপ বহু ঘটনা ঘটছে। আমি আরো জানি ছামনু এলাকাতে কোন জমি নাই। সবই জঙ্গল। এইসব জায়গা Reserve এর অন্তর্ভূক্ত। ঐ সমস্ত এলাকায় যে সমস্ত জুমিয়া বসবাস করে তাদের জীবিকা অর্জ্জনের একমাত্র পথ জুম কাটা। এই জুম কাটা বন্ধ করার অর্থ হল তাদেরকে মৃত্যুর হাতে ঠেলে দেওয়া। ঐ অঞ্চলে জুম কাটতে হলে সেখানে Forest Department এর যে সব কর্ম্মচারী রয়েছে তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে হয় এবং এই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য প্রতিটি জুমিয়া পরিবারকে প্রতি মাসেই অন্তত ১০০/১৫০ টাকা করে তাদেরকে দিতে হয়। আঠারমুড়া, বড় মুড়ার জুমিয়াদেরও এই একই অবস্থা। ঐ সমস্ত কর্ম্মচারীদের যদি সন্তুষ্ট না রাখা হয় তাহলে জুমিয়াদের নানাবিধ Case এ পড়তে হয় এবং তাদের Court, কাছারীতে প্রতিমাসে দু'একবার করে হাজিরা দিয়ে হয়রানী হতে হয়। শুধু তাই নয় মুহুরী, পেশকার, উকিলবাবু তাদেরও টাকা দিতে হয়। তারপর আসা যাওয়া এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচ তো আছেই। এইভাবে যারা টাকা পয়সা দিতে পারে না তাদের নানাভাবে হয়রাণী হতে হয়। কাজেই বাঁচার তাগিতে তাদের আজকে ১০০/১৫০ টাকা খরচ করতে হয়। এই অবস্থায় আমার বক্তব্য হল যতদিন পর্য্যন্ত

আমরা জুমিয়াদের পুনর্বাসন বা জমিতে বসতে দিতে না পারছি ততদিন তাদের অবাধে জুম কাটতে সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। নতুবা তাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। মন্ত্রী মহোদয়রা অনেক সময় বলে থাকেন যে Forest এর মধ্যে জুম করতে কোন বাধা নেই। এখানে তারা টাঙ্গিয়া System এর কথা বলেছেন, সেখানে জুম করা হবে আর তার সাথে সাথে গাছের চারাও লাগাবে, এই যে পদ্ধতি তাও সর্বত্র হয় না। আমার কথা হলো যে সব অঞ্চলে এই পদ্ধতিতে কাজ হয় না সেখানে অবশ্যই জুম করার সুযোগ সুবিধা দিতেই হবে। আরো দেখছি যে যারা Forest Plantation এর মধ্যে কাজকর্ম করে থাকেন তাদের জীবনের বহু ঘটনা আছে। এখানে আসামে, আগরতলা রোডের পাশে জুম করতে দেওয়া হয় না, বাধ্য হয়ে যে সব জুমিয়া ঐ অঞ্চলে বসবাস করেন, তাদের Forest Plantation এর মধ্যে কাজ করতে হয় এবং তাদের পরিবার বর্গকে এই রোজগারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। সেখানে আমরা দেখছি, Forest Department থেকে Labour দের যে টাকা পয়সা দেওয়ার কথা তাও রীতিমত দেওয়া হয় না এবং অনেক সময় দেরী হয় তাতে ঐ Labour ও তার পরিবার বর্গকে অনশনে দিনাতিপাত করতে হয়। আবার এমনও দেখা যায় যে সব সময় বাগানে কাজ থাকে না। যখন কাজ থাকে তখনই তারা পয়সা পায় আর যখন কাজ থাকে না তখন তাদের অনাহারে দিন কাঠাতে হয় বা বনের আলু খেয়ে দিন কাটাতে হয়। এই যে অবস্থা চলছে, এটা অবিলম্বে দূর করা উচিত। মানুষ যাতে খেয়ে পরে বাঁচতে পারে তার একটা ন্যূনতম ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আর একটি কথা হচ্ছে মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন যে ত্রিপুরাতে তিলের Production প্রচুর পরিমানে হত। এটা সত্যি কথা, শুধু তিলই নয় এখানে প্রচুর পরিমানে কার্পাসও হতো। এই ত্রিপুরার কার্পাস ভারতের মধ্যে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

কিন্তু এই Production বর্ত্তমানে অনেক কমে গেছে, প্রায় নাই বললেও চলে। আগে আমাদের উপজাতীয় মেয়ে ছেলেরা বিভিন্ন ধরনের কাপড় ইত্যাদি বুনত। কিন্তু এখন ইচ্ছা থাকলেও তুলার অভাবে তারা ঐ সমস্ত কাপড় ইত্যাদি বুনতে পারে না। আমাদের তুলার চাহিদা দিনের পর দিন বাড়ছে অথচ জুম কাটা বন্ধ হওয়ার ফলে এই তুলার চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া Demonostration Farm এর মাধ্যমে যে তুলার চাষ হয় তা যদি সফল হতো তাহলেও অনেকটা হতো। জুম কাটা বন্ধ হওয়ার ফলে আগে যে পরিমান Production হতো বর্ত্তমানে সে রকম হয় না। এই সব দিক দিয়ে আজকে আমরা একটা অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে এসে পড়েছি। Ruling Party হয়তো আমার বক্তব্য বিকৃত করে বলতে পারেন যে আমরা জুম কাটাকে স্থায়ী করতে চাইছি। কিন্তু কথা তা নয়। শুধু জুম চাষ করে মানুষ বাঁচতে পারে না। একথা অস্বীকার করার কোন কারন নাই। কিন্তু কোন একটা

বিশেষ পদ্ধতিতে গায়ের জোরে বদলিয়ে দেওয়া যায় না, একটা Process এর ভিতর দিয়ে এই পরিবর্ত্তন আনতে হয়। অতএব এটা সময় সাপেক্ষ। যারা পুরুষানুক্রমে জুম কাটায় অভ্যস্ত, জুমের উপর নির্ভরশীল তাদেরকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পুনর্বাসন দিয়েও দেখা গেছে যে এর সবগুলিই ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া সরকারের পরিকল্পনা এবং তার কাজ কর্মে বহু ত্রুটি বিচ্যুতিও আছে, তারজন্য সরকারই অনেকটা দায়ী। কাজেই ruling party যদি মনে করেন যে জুমিয়াদের আজকে মানুষের মত বাঁচতে হবে, তাদের উন্নতি অগ্রগতি দরকার তাহলে তাদের জমিতে পুনর্ব্বাসনের বিকল্প ব্যবস্থা যতদিন না করা যায় ততদিন পর্য্যন্ত তাদেরকে অবাধে জুম কাটার সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। অর্থাৎ লোকালয়ের মধ্যে যেখানে মানুষের রাস্তাঘাট, জোত জমি আছে সেখানে Plantation না করে যেখানে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল আছে সেখানে এই Plantation করতে হবে। এইসব কারণেই মাননীয় সদস্য শ্রীনিশিকান্তবাবু যে প্রস্তাব এখানে করেছেন আমি তা সমর্থন করছি এবং আশা করি যে House সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহন করবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— I would now call on Hon'ble Minister Shri Tarit Mohan Das Gupta.

SHRI T. M. DAS GUPTA (Minister) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য বন বিভাগের সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণ বিষয়ে একটি আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। সেই দিক দিয়ে তিনি ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু আমাদের সব অবস্থাটাই বিচার করতে হবে বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গির ভিতর দিয়ে। আজকে আলোচনায় সবাই বনের উপযোগীতার কথা স্বীকার করছেন। সে সম্বন্ধে কারো কোন দ্বিমত নেই। বন কতখানি মানুষের জন্য প্রয়োজন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ মানুষকে যদি আজকে বাঁচতে হয়, তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে মত বাড়ীর জন্যে, আগুন জ্বালাবার জন্যে, রাস্তাঘাট তৈরী করার জন্যে, Furniture ইত্যাদির জন্যে কাঠের প্রয়োজন। এবং আজকে ত্রিপুরাতে যেভাবে লোক সংখ্যা বাড়ছে, তাদের চাহিদা পূরণ করার জন্য ত্রিপুরার অভ্যন্তরে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তার পরিকল্পনা রাখা দরকার। মহারাজের আমলে কোন আইন কানুন ছিল না, তখন কারণে অকারণে, ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ত্রিপুরার বনজ সম্পদ প্রায় নিঃশেষিত। তাই আজকের ত্রিপুরায় সম্পদ নাই বল্লেও চলে। আমরা বাল্যকাল থেকেই এখানে আছি, আমরা পূর্ব্বে যে রকম বড় বড় গাছ ও লগ দেখেছি এখন সারা ত্রিপুরা খুঁজলেও সেই রকম একটি ও দেখা যাবে না। আগে এক একটি নৌকা তৈরী হত একটি বড় গাছ দিয়ে, সেই ধরণের কোন গাছ বা কাঠ আজকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাজেই আজকে এই কাঠের যে সংস্থান

তা মানুষের জন্যই করা দরকার এবং তারজন্যই বনের প্রয়োজন। তার আর একটা দিক আছে, যেমন একটা জায়গার আবহাওয়া ও বারিপাত, জমির উর্বরা শক্তি, মাটির ক্ষয়করণ প্রভৃতি যদি ঠিক রাখতে হয়, তবে বনের প্রয়োজন আছে। তাই আজকে এই বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ, এবং যারা মানুষের প্রয়োজনের জন্য বনের যে প্রয়োজনীয়তা এবং না থাকলে যে কি হয় তা নিয়ে যারা গভীরভাবে চর্চা করেছেন, এই বিষয়টি নিয়ে যারা বিশেষভাবে অনুধাবণ করে দেখছেন তারা বলেন যে ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলকে পার্বত্য অঞ্চল বলা হয়, সেখানে অন্ততঃ শতকরা ৬০ ভাগ জমিতে বন সংরক্ষিত করা উচিত। আর এই যে বন তা তার নিজের প্রয়োজনে নয় মানুষের ভবিষ্যত জীবনে চলার প্রয়োজনে। এটা একটা সভ্যতার ধারা। যদি হিসাব করে দেখা যায় ত্রিপুরাতে যে বনজ সম্পদ আছে, তা আগামী ১৫ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, তাহলে ত্রিপুরার চেহারাটা কি দাঁড়াবে? আমরা বাল্য কালে এই ত্রিপুরা রাজ্যে কি দেখেছি ? দেখেছি আজকে যেখানে College, সেখানে তখন ভীষণ জঙ্গল ছিল. আজকে সেখানে কুঞ্জবন, সেখান থেকে আমরা ছোট বেলায় রথযাত্রা করার জন্য কাঠ সংগ্রহ করতাম। আর এখন যদি কাঠ সংগ্রহ করতে হয়, তবে আগরতলা থেকে ১৩।১৪ মাইলের ভিতরে তা পাওয়া যাবে না। কাজেই আজকে তো ত্রিপুরাতে মানুষ বেড়েই চলছে, তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্যই, এই কাঠের পরিমাণ আরও বেশী করে প্রয়োজন। আর সেইজন্যই পরিকল্পনাবিদদের সুপারিশ অনুসারে সাধারণভাবে ত্রিপুরাতে মাত্র ৩৩% বন সংরক্ষণ করা হচ্ছে। যদিও ত্রিপুরা রাজ্য একটা পাহাড়ী অঞ্চল। তাতে আজকে forest deptt. এর হিসাব মত Reserve forest এর পরিমাণ হল মাত্র ৬৫০ বর্গমাইল। তার মধ্যে অভ্যন্তরে কিছু কিছু অঞ্চল Settlement এর অধীনে আছে এবং তা যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে reserve অঞ্চলের পরিমাণ আরও কমে যাবে। আর যদিও ত্রিপুরাতে রাস্তাঘাটের পরিমাণ পর্যাপ্ত হয় এবং railway র রাস্তা হয় তাহলেও ত্রিপুরার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশের যোগাযোগের অনেক অসুবিধা। এই অবস্থায় যদি বাহির থেকে কাঠ ইত্যাদি আনতে হয় তার যে মূল্য পড়বে তাও একটা দেখার বিষয় হবে। আবার আশ্চর্য্যের কথা, যদিও ত্রিপুরাতে কাঠ হয়, তথাপি বাহিরের কাঠের চাইতে ত্রিপুরায় কাঠের মূল্য বেশী। কাজেই আজকে তার অর্থনৈতিক মানের সমতা যদি আনতে হয়, তাহলে মাননীয় সদস্যদের যারা এই প্রস্তাবে অংশ গ্রহণ করেছেন, তারাও সেদিকে দৃষ্টি রেখে বনের যে প্রয়োজনীয়তা আছে তা স্বীকার করেছেন। কাজেই আজকে মানুষের জন্যে ত্রিপুরার আবহাওয়া, তার জন জীবনের ধারা, তার যে বারিপাত ইত্যাদির মধ্যে যাতে সমতা থাকে, স্থিতিশীলতা থাকে তার জন্যেই বনের প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন ? আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের কয়েক বৎসরের বারিপতের হিসাব যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে ত্রিপুরাতে আগে যে পরিমাণ বারিপাত হতো তার চাইতে

বর্ত্তমানে গড়ে বারিপাতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তার ফলে দেখা যায় ত্রিপুরার যে চা শিল্প, তার গঠনের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন এসেছে। তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই যে সদর অঞ্চলের মধ্যে যে সমস্ত বন বা বৃক্ষ সম্পদ ছিল তার কিছুটা তারা চা বাগানের প্রয়োজনে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। যেহেতু লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে, তারজন্য তাদের জ্বালানি এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বিশেষ করে সদরে যে পরিমাণ বৃক্ষ সম্পদ ছিল তার পরিমাণ কমে গেছে। তার ফলে বারিপাত কমেছে এবং বারিপাতের মধ্যে সমতারও অভাব দেখা দিয়েছে। পূর্ব্বে ত্রিপুরাতে যে বারিপাত হতো তার একটা সমতা ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে হঠাৎ একসময় বৃষ্টি হল এবং একসঙ্গে ১০।১২ দিন বৃষ্টি হয়ে গেল, তারপর হয়তো ১৫।২০ দিন খরা চলল। কাজেই এই যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তার কারণ হচ্ছে আগে যে সমতা ছিল বৃক্ষাদির দ্বারা, জন-বসতিপূর্ণ তার দ্বারা তার মধ্যে বর্ত্তমানে ভাঙ্গন ধরেছে। কাজেই সেই যে সমতা সমগ্র ত্রিপুরার হিসাবে সেটাকে রক্ষা করা প্রয়োজন। সেই দিক দিয়েই জন জীবনের জন্য Forest বিভাগের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং মাননীয় সদস্যগণও তার উপযোগীতা স্বীকার করেন। কিন্তু স্বীকার করলেও প্রত্যেক জিনিষের মধ্যেই সমস্যা থাকে। সেই সমস্যা বিদুরিত হওয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য এবং সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই দেখা যায় যে এর আগে গত March মাসে এই সভা প্রস্তাব নিয়েছেন যে যেহেতু "ত্রিপুরার জনসংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং যেহেতু সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংলগ্ন অনেক ঘন বসতিপূর্ণ জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল থাকায় ত্রিপুরার জনসাধারণের গোচারণে ও কৃষি কার্য্যের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে অতএব এই বিধান সভা সরকারের নিকট প্রস্তাব করিতেছে যে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধা তদন্তক্রমে সংরক্ষিত বনাঞ্চল পূর্ণগঠনের সুপারিশ করার নিমিত্ত সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের নিয়া একটি Committee গঠিত হউক।" কাজেই এই বিষয়ে এই House এর সদাজাগ্রত দৃষ্টি রয়েছে এবং সেই প্রস্তাবটি রয়েছে। অবশ্য নানা কারণে এই পর্য্যায়ে বেসরকারী Committee গঠিত হয়নি। এর পরে নির্ব্বাচন ইত্যাদি অন্যান্য কারণে হতে পারেনি। কিন্তু সেটা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু House এর সামনে এই প্রস্তাব রয়েছে কাজেই আর একটি এই একই বিষয়ের উপর দ্বিতীয় প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা আর নেই। কারণ এর যে মূলগত নীতি সেই নীতি House স্বীকার করে নিয়েছেন। এবং স্বীকার করে বলেছেন যে সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি নিয়ে একটি Committee গঠিত হউক। কাজেই কমিটি যে কাজটি করবে, আজকে এই প্রস্তাবের মধ্যেও যে দাবীটি আছে তার সম্বন্ধে এই House সজাগ এবং পূর্ব্বাহ্নেই তারা সেই প্রস্তাব নিয়েছেন। কাজেই তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের প্রস্তাবের আর কোন যৌক্তিকতা

নেই। কারণ Assemblyর সামনে এর পরিপূর্ণ প্রস্তাবটি রয়ে গেছে। কাজেই দ্বিতীয় যে প্রস্তাবটি, তার প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু তা না থাকলেও এর পরেও দেখা যায় যে অন্ততঃ Divisional পর্য্যায়ে যেসব Committee হয়েছে, তার মাধ্যমে নানা কারণে যে সকল কাজ করার কথা ছিল, তা হয়নি। এর জন্য মাননীয় সদস্য নিজেও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আমি প্রস্তাবের আলোচনায় বলব যে বর্ত্তমানে নূতন করে নির্ব্বাচনের কাজ শেষ হয়েছে। আমরা এখন আবার নূতন করে Committee গঠন করে এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে সমস্ত কাজ করার কথা তা করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। যদিও প্রস্তাবটিতে শুধু করা হউক বলা হয়েছে, কিন্তু কি করে তা করা হবে, তার কোন প্রকার আলোকপাতই করা হয়নি। এই সব কারণে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তিনি যেন তার মূল প্রস্তাবটি withdrow করেন। কেননা উনার প্রস্তাবের যে মূল কথা, তা পূর্ব্বেই এই সভাতে গৃহীত প্রস্তাবটির মধ্যেই রয়ে গেছে এবং নিজেও মনে করছি forest এর সীমানা, তা জনসাধরণের সুবিধা ও অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ত্রিপুরাতে reserve এর জন্য যে পরিমাণ জমি দরকার, সব কিছু বিচার বিবেচনা করে ঠিক করা উচিত। তা না হয় ত্রিপুরারই ক্ষতি হবে। কেননা forest যেটা করা হচ্ছে, শেষ পর্য্যন্ত তা জনসাধারণের সুখ সুবিধার জন্যই করা হচ্ছে। সরকার অনেকগুলি বিভাগের কাজ করছে, সেই রকম forest departmentও সরকারের একটি বিভাগ। এই বিভাগে তার পরিপূর্ণ স্বার্থ যাতে রক্ষিত হয় তার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আজকে সমস্যাটা হল এখানে যেভাবে লোকসংখ্যা বাড়ছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাঠের যে চাহিদা তাও বেড়ে চলছে। অবশ্য কেহ কেহ বলেছেন যে কয়লার দ্বারা লাকড়ীর সমস্যা সমাধান সম্ভব। আমি মনে করছি, ত্রিপুরাতে এটা এখনও সুদূরপরাহত। কারণ হল এখানে যারা ইট পোড়ায়, তাদের যে পরিমাণ কয়লার দরকার তাও তারা অনেক সময় ঠিকমত পায় না। কাজেই এই কয়লা পাওয়ার যে সমস্যা, তাও ত্রিপুরাতে রয়ে গেছে। তবে কিছু কিছু কয়লা এখানে যে সরবরাহ হচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু যেভাবে সরবরাহ চলছে, তাতে ১২ মাস কয়লা পাওয়া, বিশেষ করে বর্ষার সময়ে তা পাওয়া ভীষণ অসুবিধা হয়ে পড়ে। কাজেই ত্রিপুরাতে এখনও কাঠের বিশেষ প্রয়োজন আছে, মূল্যবান কাঠের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি জ্বালানির জন্যও তার প্রয়োজন অনীকার্য্য।

কাজেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ যে জায়গা সেটা যাতে রক্ষিত হয়ে আবার বনাঞ্চলের অঞ্চল হিসাবে নির্দ্ধারিত হতে পারে সেটাও দেখতে হবে। কারণ আজকে সেই দিক থেকে বন রক্ষার জন্য একটা internal committee ও আছে এবং এই বিভাগ ও যে একেবারে নিস্ক্রীয় হয়ে বসে আছে তা নয়। তারা একটা utilisation of soil conservation board করেছে। আজকে ত্রিপুরাতে Forest কিভাবে utilisation হচ্ছে, এবং যদি না হয়ে থাকে তবে সেটা

ছেড়ে দেওয়া বা অন্য কোন purpose এ ব্যবহার করেন কি না সেটাও বিবেচনা করছে। এতে যারা আছেন তারা সকলেই বিভিন্ন বিভাগের high rank এর সরকারী কর্মচারী। যাতে আদিবাসী ও উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের জন্য যে সমস্ত unutilized ভূমি আছে তা দেওয়া যায় কিনা সেটা committee observe করছে। এভাবে উদয়পুরের গর্জ্জির কাছে reserve forest এর মধ্যে প্রায় ৪০ একর জায়গাতে পাকিস্তান থেকে আগত ৫৭টি উদ্বাস্ত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। তারপর গর্জ্জি অঞ্চলে আরও ২০০ একর জমি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এবং অন্য আর একটি জায়গায় ১১ একর টিলাভূমি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এর আগে চন্দ্রপুরে ১ বর্গ মাইল জায়গা উদ্বাস্তদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং টেপানিয়া কলোনী করার জন্য আরও কিছু reserve এর জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তেমনি বিলোনীয়া মহকুমাতে ও কিছু জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তার পরিমাণ হবে ২১৪ একর। আর অন্য একটি অঞ্চলে ৬৪০ একর টিলাভূমি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে landless কৃষকদের জন্য। তারপর স্কুলের জন্যও ঐ অঞ্চলে ৯ একর জমি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সাব্রুমের বেতাগাঁও অঞ্চলেও প্রায় ২৪ বর্গ মাইল একর জমি reserve forest area র মধ্যে পুনর্বাসনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে সর্ব্বত্র কিছু কিছু জমি reserve forest থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এখানে যে reserve অঞ্চল এটা rigid নয়, মানুষের প্রয়োজনে যখন যেখানে যা প্রয়োজন, তার যৌক্তিকতা অনুযায়ী reserve forest থেকে জমি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া এই ডিপার্টমেন্ট আরও একটি survey চলছে। সেখানে দেখা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব জমির পরিমাণ, এবং এই reserve এর অভ্যন্তরে কাদের কাদের settlement দেওয়া হয়েছে। যাদের এই sattlement এর পরচা ইত্যাদি আনুসঙ্গিক দলিলাদি আছে, তাদের servey complete হয়ে যাবে। ৩ জন অফিসারের অধীনে এই sirvey র কাজ পরিচালিত হচ্ছে। এই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে অবস্থাটা পরিস্কার হয়ে যাবে, তখন যদি এর ভিতর অতিরিক্ত জমি থাকে তবে এখন যে figure এখানে আছে, তার পরিমাণ কমে যাবে। কাজেই এই সব দিক দিয়েতো আমাদের forest deptt. একেবারে regid হয়ে নেই। যদি কোথাও দেখা যায় যে আদিবাসী, উদ্বাস্ত ও landless দের পুনর্ব্বাসনের জন্য কোন জায়গা forest এর মধ্যে পড়ে যায়, তখন forest deptt. সেই সব জায়গা তাদের জন্য ছাড়ছেন। যেমন সাব্রুমে ৩৪ বর্গ একর জমি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং খোয়াই অঞ্চলে ও ২০০ জুমিয়া পরিবারকে rehabtiate করার জন্য reserve forest থেকে জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে প্রত্যেকটি মহকুমাতেই কম বেশী কিছু কিছু জায়গা এই রিজার্ভ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে যখনই জনসাধারণ থেকে দাবী উঠছে, তখনই তার যৌক্তিকতা ও সঙ্গতি রেখে জায়গা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে এখানে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, আমি আশা করছি,

মাননীয় সদস্য তা withdraw করে নেবেন। কারণ তার যে মূল কথা একটা committe করে, তার মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজনানুযায়ী জায়গা যাতে তারা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। এই প্রসঙ্গে আমি এটাও বলব যে আজকে আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে জনসাধারণের বাড়ীর দরজার মধ্যে যদি কোন জায়গা reserve forest এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়, তা আমি সমর্থন করতে পারি না। যদি কারো বাড়ীর রাস্তাঘাট ও জোত জমির উপর ছায়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে এটা করা হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই সেখানে তার প্রতিকার হওয়া উচিত। তবে আমাদের একথা ভূলে গেলে চলবে না যে ত্রিপুরাতে বনের প্রয়োজন আছে, আজকের দিনে বনের প্রয়োজনীয়তা আছে। আজকে আমাদের প্রতিটি বিভাগের কথা আলাদা করে চিন্তা করলে ভুল হবে, সমগ্র ত্রিপুরার কথাই আমাদের একসঙ্গে চিন্তা করতে হবে। কেননা কোন একটি বিভাগে এত ভাগ বন থাকবে আর বাকীটা ছেড়ে দেওয়া হবে তাইলে নীতির দিক দিয়ে ভুল করা হবে। আমার মতে সমগ্র ত্রিপুরার অন্তত: এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলে বন রাখা দরকার। আজকে যদি জায়গা ফেলে রাখা হয়, তাইলে দেখা যাবে যে errosion ইত্যাদি বেড়ে যাবে। তাতে ত্রিপুরাতে বৃষ্টির পরিমাণ কমে যাবে এবং নদী নালাগুলির আগে যে গভীরতা ছিল, তাও দিন দিন কমে যাবে। তার প্রশস্ততা ক্রমশ: বেড়ে যাবে। তাই পাহাড় অঞ্চলের যত বড় টিলাগুলিতে আজকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বর্ষাকালে সেগুলির ধ্বস নামছে এবং ক্রমশ: লাল মাটি ধুয়ে ধুয়ে পড়ছে। কিন্তু পূর্ব্বে ঐ টিলাগুলি বেশ সবুজ ছিল এবং কোথাও ধ্বস নামত না। গাছ গাছড়া থাকার দরুণ বৃষ্টির জল সরাসরি মাটিতে না পড়ে ঐ গাছের পাতা দিয়ে আস্তে আস্তে করে পড়ত, তাতে ঐ মাটিগুলির errosion হত না। কিন্তু এখন ঐসব অঞ্চলে বড় বড় গাছ না থাকার ফলে বৃষ্টির জল সরাসরি মাটিতে পড়ে ধ্বস নামছে। আর তার জন্যই এই department এর soil conservation বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

আবার লোকালয়ে যেখানে কৃষি ফলনের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে যদি একেবারেই কোন গাছ না থাকে, শুধু আম কাঁঠাল গাছ হলেই চলবে না, কারণ আম কাঠালের বৃদ্ধিটা যেমন কল্পনা করেন, তেমন ধ্বংশটাও স্বাভাবিক, তার মধ্যে যতখানি Gap থাকবে, তা একটা সাংঘাতিক হয়। আর আম কাঁঠাল গাছ দিয়ে ত্রিপুরার যে কাঠের প্রয়োজন তারও সংস্থান হবে না, কারণ আম গাছ দিয়ে কাঠ হয়নি, আর কাঁঠাল গাছ দিয়ে যে কাঠ হয়, তা পরিপূর্ণ হতে অনেক সময় লাগে, তা দিয়ে কাঠের সমস্যা সমাধান হবে না। ফলের সমস্যা সমাধান হয়ত হবে। Orchard বা ফলের বাগানের সমস্যার হয়ত সমাধান হবে, কিন্তু যেখানে কাঠের প্রয়োজন সেখানে তার সমাধান কিছুই হবে না। কাজেই মূল্যবান বৃক্ষের প্রয়োজন আছে। যে কমিটি গঠিত হবে, তার যে সভ্যরা থাকবেন তারা সমস্ত জিনিষটা ভালভাবে

দেখে শুনে বনের যে সমস্যা এবং জনগণের যে অসুবিধা তার সব দিক বিবেচনা করে এই সমস্যা সমাধানের একটা উপায় স্থির করবেন। কাজেই এখানে যে প্রস্তাবটি এসেছে আমি তার প্রস্তাবককে বলব যে আমার এই assurance এর পর তিনি যেন তাঁর এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন।

SHRI NISHIKANTA SARKER :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে রেখেছি, তার উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে আশ্বাস এখানে দিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার Resolution withdraw করছি।

MR. SPEAKER :—I wish, the House has the leave that the resolution be withdrawn.

Those who are in favour of withdrawal of the resolution will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

Those who are not in favour of withdrawal of resolution will please say—'Noes'

Voices—'Noes'.

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The cut motion is withdrawn.

I would now call on Shri Abhiram Deb Barma to move his resolution that "ত্রিপুরা বিধানসভা সরকারকে নির্দ্দেশ দিতেছেন যে যেহেতু ত্রিপুরায় এখনো কয়েক লক্ষ তপশীলি উপজাতীয় জুমিয়া, তপশীলি জাতি ও উপজাতির ভূমিহীন এবং অন্যান্য অংশের ভূমিহীন কৃষক কোন পুনর্ব্বসতি পান নাই, সেইহেতু তাহাদের মধ্যে অবিলম্বে—

ক) উপযুক্ত পরিমাণ খাস জমি বিলি করুণ

খ) তাহাদের পুনর্ব্বসতি সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইয়া পরিবার প্রতি অন্যুন তিন হাজার টাকা করুন,

গ) পুনর্বসতি কাজে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য জন-প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতা গ্রহণ করুন এবং

ঘ) পুনর্ব্বসতির কাজ সমাপ্ত করার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করুন।

SHRI ABHIRAM DEB BARMA :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে এই প্রস্তাবটি এনেছি এইজন্য যে, ত্রিপুরা রাজ্যে এখনও কয়েক লক্ষ তপশীলি উপজাতি জুমিয়া এবং ভূমিহীনের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন হয় নি। তারা যাতে সমাজ জীবনে ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠিত হতে

পারে সেই জন্যই আমি এই প্রস্তাবটি এখানে রেখেছি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্য সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা। যদি এই সমস্ত ভূমিহীনদের সুষ্ঠুভাবে পুনর্ব্বাসন করা না হয় তাহলে এই যে বিরাট একটা অংশের জুমিয়ারা গৃহহীন হয়ে আছেন, তার জন্য আগামী দিনে এখানকার খাদ্য সমস্যা আরো শোচনীয় আকার ধারণ করবে। এই রকম একটা বিরাট সংখ্যক আদিবাসী যদি ভূমিহীন হয়ে থাকে, তাহলে "অধিক খাদ্য ফলাও" এই সমস্ত আন্দোলন কিছুতেই সার্থক হতে পারবে না। সরকারী হিসাব মতে ত্রিপুরাতে যে কয়েক লক্ষ একর খাসের জমি আছে তাতে তাদের পুনর্বাসন করা উচিত। জুমিয়াদের মধ্যে ৫ শত টাকা আর ভূমিহীনদের আড়াইশো থেকে তিনশত টাকা দেওয়া হচ্ছে, এই টাকায় তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা বা জীবিকা উপার্জ্জনের পথ ঠিক করে নেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। এই পাঁচশত টাকায় হালের গরু, বীজ ধান ইত্যাদি কিনতে গিয়ে এর বিরাট একটা অংশ ফুরিয়ে যায়, তদুপরি তাদের আবার দক্ষিণাও দিতে হয়। আজকে যারা আমলা, পুনর্ব্বাসনের কাজ করে তাদের পকেটে কিছু না দিলে কোন কাজই হয় না। এই ব্যবস্থা অফিস আদালতে সর্ব্বত্রই আমরা দেখি। কাজেই এই জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের টাকা এই সব দালালদের মাধ্যমে বিলি না করে গ্রামের যে প্রতিনিধি সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিলি করা উচিৎ। কারা সত্যিকারের জুমিয়া বা ভূমিহীন তা জানবার উপায় ঐসব পঞ্চায়েত ছাড়া আর কারো নাই। দালালরা যারা জুমিয়া বা ভূমিহীন নয়, বা পরিবারের অন্য কোন লোকের নামে জমি আছে, সেই সমস্ত লোকদের পর্য্যন্ত পুনর্বাসনের টাকার ব্যবস্থা করে দেন, অসৎ উপায় অবলম্বন করে। কাজেই ঐ সব দালালদের হাত থেকে রক্ষা করে যদি সুষ্ঠুভাবে ভূমিহীনদের, জুমিয়াদের পুনর্বাসন করা যায়, তাহলে, অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনও সার্থক হবে এবং ত্রিপুরারও মঙ্গল হবে। কাজেই আমি মনে করি যে এই জুমিয়া ও ভূমিহীনদের পুনর্বাসন খুব শীঘ্র এবং সুষ্ঠুভাবে করার জন্য, কে জুমিয়া বা কে ভূমিহীন ইত্যাদি বিচার করে দেখার জন্য তার সমস্ত দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেওয়া উচিৎ। এর সঙ্গে সঙ্গে পুনর্বাসনের জন্য যে টাকা দেওয়া হয় তার পরিমাণ বৃদ্ধি করে অন্তত ৩ হাজার টাকা না হলে, হালের বলদ, বীজের ধান, টিলার জমি কেটে সমতল করা ইত্যাদি কাজ কিছুতেই সঙ্কুলান হয় না। যে পরিমাণ টাকা এখানে দেওয়া হচ্ছে তা দিয়ে পুনর্বাসনের নামে একটা প্রহসন করা হচ্ছে মাত্র। এর সঙ্গে সঙ্গে আমি এও বলতে চাই যে এই পুনর্বাসনের কাজ কত দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে, তারও একটা তারিখ নির্দ্দিষ্ট করে ঘোষণা করা উচিৎ। কারণ তা না হলে এই সব জুমিয়া ও ভূমিহীনদের অবস্থা দিনের পর দিন আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। আজকে যদি ভূমিহীন ও জুমিয়ারা স্থায়ীভাবে পুনর্বসতি না পায় তা হলে "অধিক খাদ্য ফলাও" যে আন্দোলন তা শূন্যে ঝুলানোর মত অবস্থায়ই থাকবে, কারণ তারা জমি না পেলে খাদ্য ফলাবে কি করে?

কাজেই সর্বশেষে আমি আবার বলতে চাই যে জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের কাজ ত্বরান্বিত করা হউক' পুনর্বাসনের কাজ পঞ্চায়েত মারফত করা হউক যাতে করে যারা প্রকৃত জুমিয়া তারাই এই সাহায্য পেতে পারে, নতুবা দালালরাই উপকৃত হবে। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

MR. SPEAKER : – I would now call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি তার সমর্থনে দু'একটি কথা বলব। এই রাজ্যের বহু সমস্যা, তার কোন অন্ত নেই। আজ সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে একদিকে ভূমিহীন উদ্বাস্তু আর অন্য দিকে ভূমিহীন জুমিয়া। যদিও আমরা জানি যে জুমিয়া পুনার্বাসনের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে, কয়েকটি আদর্শ গ্রাম তৈরী করা হয়েছে কিন্তু আমরা জানতে চাই এই যে বিরাট টাকা খরচ করা হয়েছে তা জুমিয়াদের বা ভূমিহীনদের কোন উপকারে এসেছে কিনা। এ সভায় বহুবার আলোচনা হয়েছে যে বিশ্রামগঞ্জে এবং অমরপুরে আদর্শ কলোনী স্থাপন করা হয়েছিল। এখন আমরা দেখি যে plan এ যে সমস্ত কাজ করার কথা সেগুলি করা হয়েছে কিন্তু ঘরগুলি সব খালি। কৈলাসহর বিভাগে ও সেই রকম আদর্শ কলোনী স্থাপন করা হয়েছে, সেখানেরও ঐ একই অবস্থা। কাজেই আজকে আমাদের প্রশ্ন এই, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ কলোনী স্থাপন করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য কতটুকু ফললাভ করেছে? তদুপরি যে সব জুমিয়ারা টাকা পেয়েছে তারা সেই সব জমি আবাদ করেছে কিনা এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করছে কিনা? বহু লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পুনর্ব্বাসনের নামে প্রহসন করা হয়েছে। কাজেই এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি একটি দাবী রাখতে চাই যে আজ পর্যান্ত জুমিয়া পুনর্বাসনের নামে যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে সেই টাকাগুলি ঠিক ঠিক মত খরচ করা হয়েছে কিনা এবং যারা জুমিয়া পুনর্বাসন পেয়েছে তারা স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন পেয়েছে কিনা এগুলি তদন্ত হওয়া দরকার। আমি আগেই বলেছি, বহু লক্ষ লক্ষ টাকা ইতি মধ্যে খরচ করা হয়েছে এবং পুনর্বাসনের নামে একটা প্রহসন করা হয়েছে। সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যান্ত যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেখানে পুনর্বাসনটা কি রকম? যারা এই পুনর্বাসনের জন্য দরখাস্ত করবে অর্থাৎ জুমিয়াদের leader হিসাবে তারা একটা Contract করবে, পুনর্বাসনের টাকার প্রথম কিস্তির টাকা মঞ্জুর করে দিতে পারলে তাকে একটা percentage দিতে হবে। ৫০ টাকা বা ১০০ টাকা ঐ Condition মত দিতে হয়। তারপর দেখা যায় জুমিয়ারা কিস্তির টাকাগুলি ঠিক ঠিক মত নিতে পারে না। দিতে দিতে শেষ পর্য্যন্ত সে কিছুই পায় না। খালি হাতে যেতে হয় এই রকম ঘটনা অমরপুরের

মধ্যে অনেক হয়েছে। এখানকার চীফ্ কমিশনার যখন অটল ছিলেন, তখন এই রকম অনেক গুলি ঘটনা হয়েছিল। সরকারের এই অবস্থার ফলে যে জুমিয়া সে জুমিয়াই থেকে যায়। তার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। তাদের খোরাকির ধান, বীজের ধান, হালের বলদ, কৃষির যন্ত্রপাতি বা জমি reclamation এর খরচ বাবদ যদি ৫০০ টাকা হিসাবে দেওয়া হয় এ টাকায় তাদের কুলোয় না। জুমিয়া পুনর্ব্বাসন লোন মঞ্জুর করতে গিয়ে তাদের দালালদের কিছু দিতে হয়, অফিসে কিছু দিতে হয়। এভাবে বিভিন্ন জায়গায় দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত তাদের হাতে কিছুই থাকেনা, তখন তাদের ভিক্ষুকের মত রাস্তায় ঘুরতে হয়।

এমন অনেক ঘটনা আমরা দেখেছি, সরকারী বাবুরা এসেছেন তদন্ত করার জন্য। কিন্তু কোন কিছুই হয় নাই অর্থাৎ যার জমি আছে সেও জুমিয়া। আর যারা প্রকৃত জুমিয়া তাদের জুমিয়ার ভিতর গণ্য করা হয় না। এরূপ ঘটনা অনেক হয়েছে। কারণ যারা ruling party, রাজ্যের সরকার বা যারা সরকার পরিচালনা করেন, যারা এই সমস্ত কাজের দায় দায়িত্ব নিয়ে আছেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ। যেমন আমার দলের লোক যদি উনার দলে থাকেন এবং তার যদি অবস্থা ভালও থাকে তবুও তাকে জুমিয়া হিসাবে টাকা দেওয়া হয়। এইরূপ যে দৃষ্টিভঙ্গী তারদ্বারা জনসাধারণের সামগ্রিক উন্নতি সাধন হতে পারে না। সেই জন্যই এই দাবী আমি এখানে রেখেছি। আজ পর্য্যন্ত জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে সেই টাকাগুলি ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে কিনা এবং জুমিয়া পুনর্বাসন ঠিক ঠিক ভাবে হয়েছে কিনা, সেটা খোঁজ করা দরকার। এই ভাবে বিভিন্ন এলাকায় যে জুমিয়া আদর্শ কলোনী তৈরী করা হয়েছে তা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ আজ কাগজেপত্রে সরকারী হিসাব দেওয়া হয়েছে যে ২৬ হাজার জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং আরও ১২।১৩ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া বাকী আছে। কিন্তু কার্য্যতঃ যে সমস্ত জুমিয়ারা পুনর্বাসন পেয়েছে তারাও আজ অর্থের অভাবে জমিতে চাষাবাদ করতে পারেনা। তাদের এই সকল অবস্থা কেহই তলাইয়া দেখেনা। আজ এই যে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইতেছে তারদ্বারা কারা লাভবান হইতেছে? লাভবান হইতেছেন সেই Deptt. এর জুমিয়া সংক্রান্ত ব্যাপার যারা deal করেন আমিন হউক, Circle Officer হউক, Inspector হউক অথবা concerning clerk হউক তারাই লাভবান হইতেছেন। কার্য্যতঃ জুমিয়াদের কোন লাভ হয় নাই। তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। জুমিয়া জুমিয়াই আছে। আজ যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই plan-programme করা হয়েছিল সেটা হল জুমিয়াদের জুম কাটা বন্ধ করে তাদের স্থায়ীভাবে জমিতে বসানো। সেই পরিকল্পনা আজ সরকারের এই দুর্নীতির দরুণ ব্যর্থ

হয়ে গেছে এবং জুমিয়া পুনর্ব্বাসন একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষের মারফত অনেকবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নাই। আজ জুমিয়াই হউক অথবা ভূমিহীনই হউক তাদের যদি সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন দিতে হয় সারা ত্রিপুরাতে যে পঞ্চায়েত কমিটি গঠন করা হয়েছে অর্থাৎ যে পঞ্চায়েত সম্বন্ধে এই হাউসে প্রস্তাব আনা হয়েছে এবং যাদেরকে গ্রামের লোকে বিশ্বাস করে, মান্য করে, তাদের মারফত এই সমস্ত পুনর্ব্বাসন কাজ সহজ হত, সুন্দর হত। কিন্তু সেদিকে কোন নজর দেওয়া হয় না। অর্থাৎ যে বেশী টাকা দিয়ে Deptt. এর concerning clerkকে ও Officerকে খুসী করতে পারেন তারাই টাকা পান সহজে।

কিন্তু এসব ঘটনাতে বুঝা গেল যে মূল উদ্দেশ্য হল জুমিয়াদের জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া। কিন্তু তা না হয়ে হল জুমিয়াদের টাকা পাইয়ে দেওয়া। টাকা পেলেই হল। যে কোন প্রকারে আমিন সঙ্গে নিয়ে যে কোন টিলা ভূমি allot করা অথবা একই জায়গাকে ২।৩ বার allot করা, টাকা sanction করে বিলি করে একটা percentage রাখতে পারলেই হল, কাজেই টাকাই হল মূল কথা, জমি থাক বা না থাক। আমি যতটুকু জানি জায়গার সাথে কোন সম্পর্কই নাই। একটা জায়গাকে ২।৩ বার দেখাইয়া টাকা বিলি করতে পারলেই হল। কাজেই এই সকল কারণে মূল উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যায়। যদি সত্যই অর্থনৈতিক গতভাবে পুনর্বাসন দেওয়ার সদিচ্ছা Ruling party বা Minister দের থাকতো বা সরকারের থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম থেকেই এইভাবে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগীতা নিয়ে, যারা গ্রামের মাতব্বর তাদের নিয়ে কে জুমিয়া বা কে জুমিয়া নয় এই সব selection করে কত টাকা দিয়ে ও কতটুকু জমি দিয়ে পুনর্বাসন হয় এবং এই টাকা দ্বারা যাতে তারা কৃষির বলদ, লাঙ্গল, বীজ ধান সহজে কিনতে পারে, ঘর construction করতে পারে, এই ভাবে করা হলে sanctioned amount এ তাদের পুনর্বাসন ভালই হত এবং এত বেশী টাকা খরচ হত না। আমরা জানি এই রাজ্যে যখন প্রথম উদ্বাস্তু আসে তখন তাদের ৯৭৫ টাকা করে Loan দেওয়া হয়েছে ও পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। এটা সকলেই জানেন। কিন্তু এই যে জুমিয়া তারা বিদ্যাবুদ্ধিতে অনগ্রসর এবং এককালে যখন জুম করত তখন তাদের জমিও ছিল কিন্তু আজ তারা ভূমিহীন। কাজেই বিদ্যাবুদ্ধিতে, চিন্তায়, চেতনায় যারা অগ্রসর তাদেরকে ৯৭৫ টাকা Loan দেওয়া সত্বেও এবং জমি দেওয়া সত্বেও কেহ একথা বলতে পারবেনা যে তারা অর্থনৈতিক গতভাবে পুনর্বাসন পেয়েছেন বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আজ যদিও কাগজেপত্রে বলা হয়েছে যে সমস্ত জুমিয়া এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হয়েছে। কিন্তু কার্য্যতঃ উদ্বাস্তুরাও সুষ্ঠু পুনর্বাসন পান নাই এবং ৯৭৫ টাকাও যথেষ্ট নয়। কাজেই তারা চিন্তায়, চেতনায়, বুদ্ধি-বিবেচনায় অগ্রসর বলেই এবং একটা না একটা কাজে

লিপ্ত হতে পারছেন। এইভাবে আজকে তারা টিকে আছেন। কিন্তু এই অবস্থা যদি এই রাজ্যের উপজাতিদের ভাগ্যে ঘটত উদ্বাস্তুদের মত এই উপজাতীয়দেরও যদি একদেশ থেকে অন্য রাজ্যে যেতে হত তাহলে তাদের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেত না। কাজেই আমার বক্তব্য হল যাদের ৯৭৫ টাকা করে দেওয়ার পরও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হয় নি, আজকে ত্রিপুরা সরকার হউক বা ভারত সরকারই হউক কিভাবে তারা এই পরিকল্পনা করলেন যে জুমিয়াদের মাত্র ৫০০ টাকা করে দিলেই তারা সুষ্ঠু পুনর্বাসন পাবে। আজ পর্য্যন্ত জুমিয়া পুনর্বাসনের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, তাতে পুনর্বাসন তো হয়ই নি, বরং প্রহসন করা হয়েছে। জুমিয়াদের ভাগ্য নিয়ে আজকে তামাসা করা হচ্ছে। যদি রাজ্য সরকারের এই আন্তরিকতা থাকত তাহলে নিশ্চয় জুমিয়ারা সুষ্ঠু পুনর্বাসন পেত। যতদিন পর্য্যন্ত না জুমিয়াদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ তাদের বিকল্প বেঁচে থাকার ব্যবস্থা না করা হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত তাদের জুম কাটার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হউক। একথা শুধু আমরাই বলছিনা, রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্যরাও আজ একথা বলতে বাধ্য হয়েছে। যদি আজকে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই পরিকল্পনা করা হত যে সত্যি সত্যি জুমিয়াদিগকে পুনর্বাসন দিতে হবে এবং তদনুযায়ী টাকা পয়সা দিয়ে তাদের প্রয়োজন মিটানো যেত তাহলে যেখানে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল সেই স্থান ত্যাগ করে তারা অন্যত্র চলে যেত না। সেখানে তারা থাকত, থাকার ব্যবস্থা করে নিতে পারত। কাজেই এই পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং আজকে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। জুমিয়ারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। জুম কাটার সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। একথা আমরা বিরোধী পক্ষ থেকে এই হাউসে বার বার বলে এসেছি যে তাদের জুম কেটে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করা দরকার। তাদের জমিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়া দরকার। অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়া দরকার। কিন্তু আজকে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের নামে শুধু প্রহসন করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা যে বাস্তব চিত্র এখানে তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন যে বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক জুমিয়া পরিবারকে তিন হাজার টাকা করে দেওয়া দরকার আমি তা সমর্থন করি। কারণ তা না হলে জুমিয়া পুনর্বাসন প্রহসনে পরিণত হবে। শুধু আমরাই নই রুলিং পার্টির অনেক সদস্যই এটা স্বীকার করেছেন। রুলিং পার্টির পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে একটা Proposalও পাঠানো হয়েছে যে বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জুমিয়া grant ৩ হাজার টাকা করা দরকার। তারা নিজেরা যদি জুমিয়া selection না করেন, তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কারা সত্যিকারের জুমিয়া, সেটা সাব্যস্ত করা দরকার। তাছাড়া আরেকটি কথা হচ্ছে এখানে যে ভূমিহীন আছে তাদের মধ্যে nontribals ও আছে যেমন হিন্দুস্থানী, মণিপুরি, মুসলমান ,বাঙ্গালী ইত্যাদি

তাহাদিগকে ভূমিতে পুনর্বাসন করা দরকার। বহুদিন ধরে আমরা বড় বড় কথা শুনে এসেছি যে জুমিয়াদের জন্য grant এসেছে। ভূমিহীনদের grant এসেছে, কিন্তু কখন সে সেই grant তদের দেওয়া হবে তার কোন ঠিক নেই। শুধু পরিকল্পনার কথাই আমরা শুনে আসছি। কার্য্যতঃ এগুলো দেওয়া হচ্ছে না। এই ভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে দেশের উন্নতি, অগ্রগতি, উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যহত হবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি একথাই বলতে চাই যে এই ভূমিহীন ও জুমিয়াদের যত তাড়াতাড়ি পুনর্বাসন দিতে পারব তত তাডাতাডি সমস্ত ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতি হবে। কারণ তাদের পুনর্বাসনের উপর ত্রিপুরার উন্নতি নির্ভর করছে। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জুমিয়া grant এবং ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের টাকার পরিমান বাড়ানো দরকার। পুনর্বাসনের ব্যাপারে কংগ্রেস হলে দেওয়া হবে আর অকংগ্রেস হলে দেওয়া হবে না, তাহলে সেটা শুধু প্রহসনই হবে। সুতরাং এ সমস্ত ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলাদলির উর্দ্ধে থাকা দরকার বলে আমি মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি একথা বলতে চাই যে ত্রিপুরাতে সামগ্রীক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে আজকে যদি কাজ করা না হয়, কোন পার্টির লোককে পোষণ করা বা দলীয় লোক-দের সুবিধা করে দেওয়া এই ধরনের মনোবৃত্তি বা ভঙ্গী হয়ে থাকে তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকা যা খরচ করা হয়েছে এবং আরো হয়ত এ ব্যপারে খরচ করা হবে, কার্য্যতঃ ভূমিহীন এবং জুমিয়াদের পুনর্বাসন তো হবেই না বরঞ্চ বিরম্বনায় সৃষ্টি হবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি একটা দাবী রাখছি যে আজ পর্য্যন্ত এই পুনর্বাসনের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। তার একটা তদন্ত করা দরকার এবং তদন্ত করে পরিবর্ত্তী কার্যাক্রম ঠিক করা দরকার। এই বলে প্রস্তাবের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Now I call on Hon'ble member Shri Suresh Chandra Chowdhury.

Shri Suresh Chandra Chowdhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা মহাশয় জুমিয়া তপশীলি নীতি এবং উপজাতীয় পুনর্বাসন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব সম্পর্কে আমি বলব যে এই জুমিয়া পুনর্বাসন পরিকল্পনা আজ নূতন নয়। প্রথম পরিকল্পনার থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন Sub-division এর বিভিন্ন কলোনীতে ১৮২১৬টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। আমি জানি প্রথম পরিকল্পনা কাঠালিয়া মৌজাতে যখন কলোনী করা হয়েছিল তখন ১০০টি পরিবারকে নূতন করে সরকারী পর্য্যায়ে খরচ করে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আদিবাসীরা সে সব গৃহেও গেলেন না, পুনর্বসতির জায়গাতেও গেলেন না। তারা পূর্বে যেভাবে জুম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন সেই ভাবেই রয়েগেলেন। কোন অবস্থাতেই চেষ্টা করেও সেই সব বাড়ী ঘরে

নিয়ে তাদের পুনর্বসতি দেওয়া গেল না। এভাবে বিভিন্ন মহকুমায় যে সব কলোনী করা হয়েছে যে সব কলোনীতে ও যে সব লোককে দেওয়া হয়েছে, ঠিক ঠিক ভাবে তাদের টাকা পেয়েও আবাদ করে বসবাসের চেষ্টা তাদের ভিতরে দেখা যায় নাই। কারণ স্বভাবগতভাবে জমির প্রতি তাদের কোন মায়া ছিল না ; স্থায়ীভাবে বসবাস করার তেমন ইচ্ছা তাদের ছিল না। একমাত্র জুমের উপর প্রতি বছর বছর, একটিলা থেকে অপর টিলায় জুম করে জীবিকা নির্বাহের যেই স্বভাব বা প্রথা, সেই প্রথা অনুযায়ী তারা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়ে জুম করে চলত। এই কারণেই জুমিয়াদিগকে পরিকল্পনানুসারে কলোনীতে পুনর্বাসনের যে চেষ্টা নেওয়া হয়েছে আংশিকভাবে সেটা ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থ হওয়ার পেছনে আরও অন্য কারণও রয়েছে। বিরোধী সদস্য বলেছেন ৫০০ টাকা দিয়ে তাদিগকে পুনর্বসতি দেওয়া হয়েছে। সেই ৫০০ টাকা আর্থিক সাহায্য তাদের জন্য পর্য্যাপ্ত নয়। যখন এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তখন এই ৫০০ টাকা পর্য্যাপ্ত বলেই আমি মনে করেছি। কারণ যখন এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তখন জিনিষপত্রের দাম, ধান চালের দাম, অনেক কম ছিল। সেই কারণেই ৫০০ টাকা তাদের পক্ষে কম ছিল বলে আমি মনে করি না। আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। কিছু সরকারী অফিসে দিতে হত, কিছু দালালদের হাতে যেত এইভাবে খরচ করে অতি অল্প টাকাই তারা ঘরে নিয়ে যেত। আমি সেদিক থেকে বলব, আমাদের এলাকাতে, দক্ষিণ ইাছছড়া, বীরেন্দ্র নগর যেসব কলোনী হয়েছে সে সব কলোনীতে আদীবাসী ছাড়া কোন বাঙ্গালী ছিল না আশে পাশে। সে সব অঞ্চলকে সাধারণতঃ আমরা মনে করতাম কম্যুনিষ্ট অধ্যুষিত অঞ্চল, সে সব অঞ্চলে কোন বাঙ্গালী সে সময়ে যাতায়াত করতে পারত না। সে ১০।১২ বছর আগের কথা। তখন তারাই সেখানকার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। তাদের চেষ্টাতেই সেই কলোনীগুলো হয়েছে। প্রতিটি কলোনীতে ১০০টি পরিবারের বেশী পুনর্বসতি পেয়েছে। সেই অনুসারে তাদের ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। আমি জানি ২ জন কম্যুনিষ্ট পাণ্ডা যারা এখন দক্ষিণ পন্থী কম্যুনিষ্ট বলে প্রচার করে তারাই initiative নিয়ে সরকারী কর্ম্মচারীদের সাথে যোগাযোগে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে টাকা নিয়ে তারপর তাদের থেকে পার্টির জন্যে টাকা আদায় করেছে। যে ৩০০ টাকা কিস্তিতে পেয়েছে তার থেকে ১০০ টাকা তারা আদায় করে নিয়েছে। পরে যে ২০০ টাকা পেয়েছে তার থেকেও ৫০৲ টাকা আদায় করে নিয়েছে। যে টাকা তারা পেয়েছে তা দিয়ে যাতে কার্য্যকরীভাবে জমি আবাদ-অনুষ্ঠান করে ঘরবাড়ী করে থাকতে পারে সে রকম পরামর্শ না দিয়ে এভাবে তাদের প্রতারিত করে তারা টাকা-পয়সা নিয়ে গেছে। এখনও যে তাদের সেই স্বভাব গেছে তা আমি মনে করি না। দাদনের সময় টাকা দেওয়ার যখন প্রশ্ন উঠে তখন সেই দুইজন কর্ম্মীকে দেখা যায় ঘোরাঘুরি করতে আদিবাসীদের সঙ্গে নিয়ে। তাদের বলা হত যে ৫০০৲ টাকা

এবং তোমরা আরও টাকা পাবে। যে টাকা তারা পেত সে টাকা থেকে কিছু মদ খেয়ে উড়াত, কিছু জুয়া খেলে উড়াত। আসলে যে পুনর্বাসনের কাজ হত না এটা ঠিক কথা। কারণ যে সকল আদিবাসী যারা যুগ যুগ ধরে জুমিয়া প্রথার উপর নির্ভর করত, সেই আদিবাসীদের পুনর্বসতি দিতে হলে আদিবাসী কর্ম্মীদের সংগঠন যদি না থাকে, তাহলে কোন অবস্থাতেই এটা সম্ভবপর নয়। যেসব বন্ধুরা আজকে এই প্রস্তাব এনেছেন, বড় বড় টাকার অঙ্কের কথা বলছেন, নতুন নতুন যেসব কথা বলছেন, আমি সেইসব বন্ধুদের বলব আদিবাসীদের দিয়ে সংগঠন করে বাস্তব অবস্থানুসারে আদিবাসীদের যাতে একটা মনের পরিবর্ত্তন হয়, ঘর-সংসার করে জায়গা-জমির প্রতি তাদের মায়া-মমতা হয় সেভাবে তাদের মধ্যে একটা সাংগঠনিক কাজ তারা যেন করেন। আমি সেদিক দিয়ে বিশেষভাবে বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করব।

এই অবস্থায় সরকার থেকে, কলোনী করে, সুপার ভাইসারের অফিস করে চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয় নাই। এই যে কাঠালিয়া ছড়া গৃহ নির্ম্মানের কথা বললাম, তাছাড়া ও ২য় ও ৩য় পরিকল্পনায় ৬১৩টি পরিবারকে গৃহ নির্ম্মানের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কলোনীতে উন্নত ধরনের মুরগী, শুকর এবং বাগানের জন্য কলাগাছ, নারকেল, সুপারী আরও বিভিন্ন ধরনের ফলের চারা দিয়ে তাদের বাগান এবং poultry জাতীয় কাজ যাতে হতে পারে এই ধরণের আর্থিক সাহায্য এবং উৎসাহ দেওয়ার প্রচেষ্টাও হয়েছে। প্রত্যেকটি কলোনিতে একএকটা করে demonstration farm করে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে সরকারের কোন ত্রুটি হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তবে আজকে জিনিস পত্রের দাম বেড়ে গেছে, গরু মহিষের দাম বেড়ে গেছে, আর্থিক সঙ্কটের দিন এসে গেছে। কাজেই এ টাকায় তাদের চলে না। এটার পরিপ্রেক্ষিতে জুমিয়া বা ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্য, তপশীল জাতিদের পুনর্বাসনের জন্য ৫০০৲ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৯১০৲ টাকা করার জন্য ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখেছেন এবং আমার মনে হয় তা এসেও গেছে। কাজেই উনারা যে ৫০০ টাকার কথা বলছেন তা আমি সমর্থন করতে পারছি না। সরকার এ ব্যাপারে চুপ করে নেই এবং অতি সত্বর পুনর্ব্বাসনের কাজ আরম্ভ হবে বলে আমি মনে করি।

আর উনি বলেছেন উদ্বাস্তু পূর্বপাকিস্থান থেকে যারা এসেছেন তাদের ৯৭৫ টাকা করে লোন দেওয়া হয়েছে। আমি বলব তা ঠিক নয়। ১৯০০ টাকা দেওয়া হয়েছে, ২১০০৲ টাকা দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন কলোনিতে বিভিন্ন ভাবে দেওয়া হয়েছে। ৯৭৫ টাকা যারা পেয়েছে, ১৯০০ টাকা যারা পেয়েছে, ২১০০ টাকা যারা পেয়েছে আজ তাদের সবারই অবস্থা এক রকম। কেউ যে সুষ্ট পুনর্বসতি পেয়েছে এমন কথা আমি বলছি না। শুধু টাকা বাড়িয়ে দিলেই হবে না, তাদের উপযুক্ত জমি দিতে হবে, উপযুক্ত জমি যদি তাদের না

দেওয়া হয় তাহলে পুনর্বাসনের নামে প্রহসন হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে টিলাভূমি বেশী, সমতল ভূমি পর্য্যাপ্ত আছে কিনা, সেটাই আজ চিন্তার বিষয়। পরিকল্পনায় বলা হয়েছে সমতল জমি হলে ২ একর আর টিলা ভূমি হলে ১৫ কানি পর্য্যন্ত দেওয়া হবে। হাজার হাজার পরিবার লক্ষ লক্ষ পরিবারে পুনর্বাসনের জন্য বিরোধী সদস্যরা বলেছেন, কিন্তু প্রশ্ন হল সেই পরিমান জমি পাওয়া যাবে কিনা ? এদিক থেকে আরো বলা হয়েছে যে হাজার হাজার পরিবার রয়ে গেছে বলে আমরা শুনে আসছি, কিন্তু কথা হল যে আমাদের তদন্ত করে দেখতে হবে যে আর কতটি পরিবার পুনর্বাসনের আছে বাকী। আমি দেখেছি যে কোন পিতা পুনর্ব্বাসন নেওয়ার পর ছেলে সেখান থেকে সরে গিয়ে পুনর্বাসন নিয়েছে। তার ছেলে হয়ত বড় হলে বিয়ে করে অন্যত্র চলে গিয়ে পুনর্ব্বসতি নিয়েছে। আমি জানি যারা বিলোনী-য়াতে একবার পুনর্বসতি পেয়েছিল তারা আরেকবার অমরপুরে পুনর্বসতি পেয়েছে। উনারা বলেছেন কে জুমিয়া, কে ভূমিহীন সেটা ascertain করে তাদের establish করার জন্য। কিন্তু যারা বিলোনীয়াতে পুনর্বসতি পেযেছে তারা অমরপুরে গেলে পর দেখা যায় যে তাদের কোন ভূমি নাই, তারা ভূমিহীন। পঞ্চায়েত বলবে তাদের ভূমি নাই, তাদেরে ভূমি দাও। এই দিক দিয়ে চিন্তা করে আমার মনে হচ্ছে যে এই সমস্যার সমাধান হওয়া কঠিন ব্যাপার, যতই পুনর্বসতি দেওয়া হচ্ছে ততই ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ছে বৈ কমছে না। কাজেই আমি বলছি যে প্রথমে সরকারী রেকর্ড দেখে, রেজিষ্ট্রেশন দেখে কোন Sub-division এ কত ভূমিহীন বা জুমিয়া পরিবার পুনর্বসতি পায় নাই এবং পাওয়ার যোগ্য। এভাবে যদি না করা হয় তাহলে সেই সমস্যার সমাধান হবে না। কাজেই উনি যে প্রস্তাব এনেছেন যে নূতন করে ৩ হাজার টাকা দেওয়ার কথা, তিনি কোন অংকের উপর নির্ভর করে ৩ হাজার টাকার কথা বলছেন তা আমি জানি না। উনাদের কথা হচ্ছে ৫০০ টাকায় হবে না ৩ হাজার টাকা দিতে হবে, আর যখন ৩ হাজার দেওয়া হবে তখন বলবেন যে ৩ হাজার হবে না ৫ হাজার দিতে হবে। আমরা শুনেছি উদ্বাস্তুদের যখন ঋন দেওয়া হত তখন বলা হত পশ্চিমবঙ্গের হারে ঋণ দেওয়ার জন্য। তা নিয়ে আন্দোলন পর্য্যন্ত হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যে কিহার তা কেউ বলবেনা। যখন আন্দোলনে কিছু হল না, তখন বলা হল কাশ্মিরের হারে ঋন দিতে হবে। কোথা থেকে শুনেছেন কাশ্মীরে বেশী হারে ঋন দেওয়া হয়, ৫ হাজার ১০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়। এই ভাবে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। এখন কথা হচ্ছে টাকার অংক বাড়িয়ে কি পুনর্ব্বসতির সুরাহা হবে ? অবশ্য সুরাহা হবে সেটা উনাদের কথা। আমি মনে করি এই যে টাকার অংক বাড়ানো, সেটা হচ্ছে উনাদের একটা ভাওতা। এবং জনসাধারণের নিকট প্রচার করার জন্য যে তোমাদের যাতে ৩ হাজার টাকা করে ঋণ দেওয়া হয় তার জন্য আমরা প্রস্তাব এনেছি। কিন্তু সরকার পক্ষ সেটা নাকাচ করে দিয়েছেন।

প্রচার কার্য্যে সুবিধার জন্যই এই প্রস্তাব উনারা এই হাউসে এনেছেন। কাজেই এই প্রস্তাবের কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। তবে কথা হচ্ছে জুমিয়াদের পুনর্ব্বসতি হওয়া দরকার, এবং তা আমি স্বীকার করি। এবং সরকারী ভাবে জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের পুনর্ব্বসতির যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সেটাকে আরো সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা দরকার। যে সমস্ত কলোনিতে সরকারী কর্ম্মচারী আছেন, তারা সক্রিয় ভাবে সহানুভূতিশীল হয়ে যাতে সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন হয় তার চেষ্টা করবেন বলে আমি আশা করি। এই সম্বন্ধে পুরানো প্রস্তাব থাকা সত্বেও কেন যে উনারা আবার নূতন প্রস্তাব এনেছেন, তা আমি বুঝতে পারছি না। আমি সমস্ত দিক বিবেচনা করে এবং প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Now I would call on Hon'ble Member Shri Ghanashyam Dewan.

SHRI GHANASHYAM GEWAN :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য আজকে এই House এ যে resolution পেশ করিয়াছেন তার বিরোধীতা করিয়া আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে উপজাতি কল্যানের জন্য প্রস্তাব রাখা হইয়াছে। কিন্তু উনারা প্রস্তাবের সমর্থণে যে বক্তব্য রাখিয়াছেন তাতে আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা না করিয়া পারছি না। কারণ যে প্রস্তাবটি উনারা আজ এখানে আনিয়াছেন এতে তপশীল উপজাতি জুমিয়া, তপশীল জাতি, উপজাতিয় ভূমিহীন এবং অন্যান্য অংশের ভূমিহীন কৃষকের পুনর্বাসনের সুষ্ঠু কোন পরিকল্পনা দিতে পারেন নাই। যে সমস্ত উপজাতি জুমিয়া ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে অদ্যাবধি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের নীতি বজায় রাখিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে, তাহাদিগকে তাহাদের নিজস্ব কৃষ্টি বজায় রেখে জুমিয়া জীবনকে কেন্দ্র করিয়া আধুনিক ভাব ধারায় প্রভাবিত করিয়া সুষ্ঠু সাবলীল পুনর্বসনের পরিকল্পনা এখানে নাই। অভিরাম বাবু উপজাতি জুমিয়া ভূমিহীন কৃষকদের বিভিন্ন জীবন ধারা, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক দিক দিয়া বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন নাই। তিনি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট culture এর কথা বলেন নাই। উপজাতি পুনর্বাসন করিতে শুধু মাত্র টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি করিলেই কর্ত্তব্য সাধিত হইবে ইহাতে আমি একমত নই। অথবা জমিগুলি তাহাদের দখলে দিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইবে ইহাতেও আমি একমত নই। ত্রিপুরার গত তিনটি পরিকল্পনার মাধ্যমে হাজারের মত উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। তার মধ্যে ৩৭টি উপজাতি কলোনীর অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু উক্ত ১৭ হাজার পরিবারের মধ্যে কয়েক শত পরিবার পুনর্বাসন ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় জুমিয়া জীবন অবলম্বন করিয়াছে। তাহার পরিসংখ্যা আছে। কেন তাহারা কৃষি কার্য্যে ব্যর্থ হয়, কেন তাহাদের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ গড়িয়া উঠে না। ইহাই কি একমাত্র কারণ না অন্য কিছু, যাহাতে

হাজার হাজার উপজাতি জুমিয়া এখনো জুম পরিত্যাগ করে নাই। এই সমস্ত দুরূহ প্রশ্নের জটিল সমস্যার সমাধান এই প্রস্তাবে দেখা যায় না। আমার মতে ভূমিহীন কৃষক, উপজাতি জুমিয়াদের পুনর্বাসনের প্রতি যদি লক্ষ্য দেওয়া হয় তাহলে তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের প্রয়োজন এবং সেই জন্য আমাদের পরিকল্পনা আলাদা আলাদা করিয়া রচনা করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের বিভিন্ন বিচিত্র জীবন ধারার সহিত সুষ্ঠু ও সাবলীল উন্নয়ন পড়িয়া উঠিতে পারে। গত ৩টি পরিকল্পনায় উপজাতির কল্যাণে, তপশিলী জাতির কল্যাণে যথেষ্ট টাকা খরচ করা হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু তাহাদের যে উন্নতি হয় নাই তাহা নয়। তবে তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করিতে আরও অনেক বাকী। কিন্তু উপজাতি, তপশিলী জাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর জাতির উন্নয়নের জন্য একটি আলাদা Directorate স্থাপিত করা প্রয়োজন এবং পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বর্ত্তমান plan গুলি বাস্তবধর্মী করিতে হইবে যাহাতে যাহাদের জন্য প্রকল্প গ্রহন করা হইয়াছে তাহারা বুঝিতে পারে যে তাহাতে তাহাদের মঙ্গল হইবে। তাহাদের মঙ্গলের জন্যই এইটা করা হইয়াছে? যাহাতে তাহারা সর্ব্বান্তকরণে অগ্রগতির জন্য আগাইয়া আসে এমন কোন পরিকল্পনা এই প্রস্তাবটিতে নেই। নূতন কোন ভাবধারা এই প্রস্তাবে পরিলক্ষিত হয় নাই। কেবল মাত্র রাজনৈতিক বাহবা নেওয়ার জন্যই উপজাতি কল্যাণের জন্য তাহারা এই প্রস্তাবটি আনিয়াছেন।

MR. SPEAKER :— Hon'ble member, reading is not allowed.

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— Yes. অঘোরবাবু বলিয়াছেন বিদ্যাবকুল, বামনছড়া, নীমছড়া, কাঁঠালছড়া যে সমস্ত স্থানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে সেই সমস্ত স্থানের ভূমি তাহারা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। তাহারা বলিয়াছেন যে কতকগুলি দালাল দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পুনর্বাসন গ্রহণ করিয়াছেন। সম্যক টাকা তাহাদের পকেটে যায় নাই। আমি বলব যে গত ১৯ বৎসরের মধ্যে উনারা যদি এই সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করে দেখেন তাহলে দেখা যাইবে সেই সমস্ত এলাকায় দালাল ছিল কাহারা। সমস্ত উপজাতি এলাকায় যখন পুনর্ব্বাসন কার্য্য সুরু হয় তখন সমাজ বিরোধী, সন্ত্রাসবাদী যাহারা ছিল তাহারাই তাদের প্রতারিত করিয়াছে এবং দালালী তাহারাই করিয়াছে ও তাহারাই তাহাদের পুনর্ব্বাসনের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। আজ উপজাতির কল্যাণের জন্য তাহারা এখানে মায়া কান্না কাঁদিতেছেন, আমার মনে হয়। ইহা কি মায়া কান্না না আত্মবিলাপ। অঘোর বাবুর কথা শুনে সত্যি সত্যিই মনে হয় আজ তিনি আত্মবিলাপ করছেন। আমাদের কল্যানময় রাষ্ট্রে ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার সব সময়ই উপজাতিদের কল্যাণ চান। উপজাতি কল্যাণের জন্য যে plan ও আইন রহিয়াছে সেটা পরিবর্ত্তনশীল হতে পারে না এমন rigid কোন কিছু নাই। উনারা এমন কোন প্রস্তাব এই গত ১৯ বছরে আনিতে পারেন নাই যে প্রস্তাবগুলি আমাদের তরফ থেকে, ভারত

সরকারের তরফ থেকে গ্রহণ করা যায়। আমিও একজন উপজাতি। উনারা কি বলিতে চান যে বিরোধী পার্টি সন্ত্রাসবাদী কমিউনিষ্টরাই উপজাতি কল্যাণ কামনা করেন, আর কংগ্রেস হলে উপজাতী কল্যাণ কামনা করেন না। এতবড় একটা মর্মান্তিক দুঃখজনক কথা এই হাউসের মধ্যে বলা দায়িত্বশীল সদস্যের পক্ষে সাজে কি? সুতরাং আমি তাদের সাবধান করে দিতেছি এবং বলিতেছি যে আদিবাসীদের এই যে জুমিয়া জীবন যারা এখনও হাজারে হাজারে জুমিয়া জীবন যাপন করিতেছে তাদের সংখ্যা নিয়া এই আগুন নিয়া খেলা যেন বন্ধ করেন। কারণ আমরা চাই জুমিয়াদের সত্যিকারের পুনর্বাসন, আমরা চাই ভূমিহীনদের পুনর্বাসন। উনারা বলেছেন প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে এতদিনের মধ্যে তাদের পুনর্বাসন দিতে হইবে। কিন্তু দিন দিনই মানুষ বাড়িতেছে। ভূমিহীন কৃষক বাড়িতেছে, জুমিয়া উপজাতি বাড়িতেছে সুতরাং জুমিয়া পুনর্বাসন সমস্যা থাকবেই, ভূমিহীন কৃষকদের সমস্যা থাকবেই। এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। সুতরাং কেবলমাত্র ভূমি দিয়েই যে এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে তা সম্ভব নয়। সেজন্য উনারা এমন কোন প্রস্তাব রাখেন নাই বা ওকালতি করেন নাই যে তাদের জন্য শিল্প চাই, কুটির শিল্প চাই এবং তাদের জন্য আরো বহুমুখী প্রকল্প চাই। কেবল ভূমি নয়, কেবল জুম নয়। তাদের জন্য যদি অর্থনৈতিক প্রকল্প রূপায়ণ করা যায় তাহাহইলেই জুমিয়াদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন করা সম্ভব। আমি মনে করি এই জুমিয়ারা আছে যারা জুম পরিত্যাগ করিতেছেনা অবশ্য একজন মাননীয় সদস্য বলিয়াছেন যে জুমিয়াদের ভূমির প্রতি মায়া নাই। আমি উনার সঙ্গে একমত নই। জুম ও একটা কৃষি, জুমের দ্বারা ধান, পাট, তরিতরকারী ইত্যাদি অর্থাৎ জীবন যাত্রার জন্য যা প্রয়োজন জুমের মধ্যে সমস্তই হয়, টিলাও ভূমি। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় টিলা। এতে সমভূমি খুব কম। কাজেই আমরা ভূমি বলতে শুধু সমভূমিই বুঝিব না, কর্ষণযোগ্য ভূমিই বুঝিব না, লুঙ্গা জমি বুঝিব না, টিলাকেও আমরা ভূমি বলেগন্য করিব। কাজেই টিলাকেও চাষের ব্যাপারে যাতে কাজে লাগাতে পারি তারজন্য নূতন ভাবে আমাদের চিন্তা করিতে হইবে। যে সমস্ত জুমিয়া জুম পরিত্যাগ করিতে চায় না অঘোরবাবু নিজেই বলিয়াছেন যে তারা দালালদের দিয়া জুমিয়া না লিখাইয়া টাকা গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু যে জুমিয়া সে জুমিয়াই রহিয়াগিয়াছে। তার জমি জমা হয় নাই। জুমিয়াদের মনের যে পরিবর্তন তা তারা করিতে পারেন নাই। তারা বুঝিতে পারেন নাই ত্রিপুরা রাজ্যের যে ভূমি সেই ভূমি চিরদিনই পতিত থাকিবেনা, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং উদ্বাস্তু আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ্যের ভূমিরও একদিন হয়ত অভাব ঘটিতে পারে, সুতরাং তাহারা মনে করিয়াছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কেবল সন্ত্রাসবাদ চালাইবে। এর জন্যই তারা পাগলা আন্দোলনই যদি তাদের লক্ষ্য হয়, দেশকে যদি অধঃপতনে নিতে হয়, জাতিকে সর্বনাশের পথে নিতে হয় তবে তাহারা তাহাই করিবেন। এই সব কাজ করে আজকে তারা

এখানে বিলাপ করিতেছেন। আজকে যাহারা উপজাতিদের কল্যাণের জন্য চীৎকার করিতেছেন গত ৪র্থ নির্ব্বাচনে সেই উপজাতি ঘৃনার সহিত তাদের পরিত্যাগ করিতেছেন। তাই আজকে এই আত্মবিলাপ। সুতরাং আদিবাসীর কল্যাণ যদি তাহারা চান তবে তাহারা সেই পথ পরিত্যাগ করুন। সেই চীন ও রাশিয়ার ভাবধারা ও কৃষ্টি আমরা ত্রিপুরা বাসীরা গ্রহণ করিব না। কারণ আমরা চীনাও নই, রাশিয়াবাসীও নই। যাহারা সেই পথের পথিক, যারা বিল্পব চান তাহারা যেতে পারেন রাশিয়ায় অথবা চীনে। সুতরাং এই প্রস্তাবে কোন বাস্তবতা নাই। ত্রিপুরায় আদিবাসী কল্যাণের জন্য যথেষ্ট প্রকল্প আছে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং টাকার অঙ্ক বাড়াইয়া আদিবাসী কল্যাণ সম্ভব নহে। আদিবাসীদের জন্য আমাদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা আছে। কাজেই আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিনা।

MR, SPEAKER :—Now I call on Hon'ble Member Shri Bidya Chandra Deb Barma.

SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে গত ২০ বৎসরের কংগ্রেস রাজত্বের তিন তিনটি পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়ে গেছে' কিন্তু ঐ তিনটি পরিকল্পনার পরও দেখি যে ত্রিপুরা রাজ্যে কিছুই হয় নাই, মাছ নাই, চাউল নাই, থাকলেও অনেক দাম, লোকের পক্ষে সম্ভব না এগুলি ক্রয় করা। সুতরাং দেখা যায় ত্রিপুরা রাজ্যে যেন কিছুই নাই। চারিদিকে কেবল নাই নাই চিৎকার। তারপর পুনর্বাসন সম্পর্কে বলতে গেলে, বলতে হয় যে তিন তিনটি নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরও সুষ্ঠ পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা হয় নাই। যদিও ত্রিপুরাতে লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে এবং পুনর্বাসন দেওয়া সহজ কাজ নয়। কিন্তু ত্রিপুরার আদিবাসীদের তো পুনর্বাসন দেওয়া দরকার। আগের থেকে যারা জমিহীন ছিল, ভূমিহীন ছিল তাদের যদি অন্তত: ঠিক ঠিক পুনর্বাসন হত তাহলেও সমস্যার কিছুটা সমাধান হত। কিন্তু সংগ্রেস সরকারের দুর্নীতির জন্যই তাদের পুনর্বাসন হয় নাই। গত পুনর্বাসনের আগে স্বয়ং Chief Minister আমার বাড়ীতে একজন লোককে পুনর্বাসনে নিয়ে বসিয়ে দিয়ে এসেছিল। কিন্তু যেই মাত্র election শেষ হয়ে গেল তখনই ফরেষ্টার তাদের থেকে ২০।২৫ টাকা নিয়ে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছে। এই হচ্ছে তাদের পুনর্বাসনের রূপ, তাদের রাজনীতির চক্রে ঘুরানো হচ্ছে। আরেক বার একদল ভূমিহীন লোককে লেলিয়ে দিয়ে পুনর্ব্বাসনের নামে একদল ভূমিহীনকে উচ্ছেদ করেছে। কল্যানপুরেও এমন ঘটনা ঘটেছে। আর শান্তির বাজারে যে শচীন্দ্র নগর কলোনী হয়েছে সেখানে কলোনির যারা রক্ষক তারা রক্ষক না হয়ে ভক্ষকের পরিচয় দিয়েছে। সেখানে উপজাতিদের পুনর্ব্বাসন করার জন্য আদর্শ কলোনি করা হয়েছিল এবং ৪টি পুকুর ও কয়েকটা ringwell ও খনন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই কলোনীতে আদর্শ পুনর্ব্বাসনের নামে যাদের

বসানো হয়েছিল পরে দেখা গেল তাদের বিরুদ্ধে আরেক দলকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখনও যদি তদন্ত করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন সেখানে উপজাতীয়দের যে জমি আছে সেগুলো অন্যেরা দখল করে বসে আছে। এরকম আরো অনেক কলোনী থেকে উপজাতীয়রা উচ্ছেদ হয়ে গেছে। ইহাতে রুলিং পার্টির সত্যিই লজ্জা হওয়ার কথা। দেশে যদি ফসল বাড়াতে হয়, উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়, তাহলে দেশে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, ভূমিহীন উপজাতিদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন দিতে হবে এবং আমাদের লক্ষ্য হবে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া। কিন্তু এ সমস্ত করবে না। তারা শুধু তাদের রাজনীতির চক্রে ঘুরাবে। কিন্তু আমি পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দিচ্ছি এই ভাবে তাদের আর উচ্ছেদ করা চলবেনা এবং যদি এদের উচ্ছেদ করার জন্য কাউকে লেলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আগুনে ঝাপ দেবে। মুখ্য মন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয় এবং অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। আমি কল্যানপুরে গিয়ে শুনলাম মুখ্যমন্ত্রী এসব ব্যাপারে আলাপ করেছেন। অবশ্য যদি ও আমাকে এ বিষয়ে জানাবার কথা ছিল, আমাকে কিছুই জানানো হয় নাই। পরে আমি খোয়াইয়ে গিয়ে শুনলাম যাদের উচ্ছেদ করে আটক করা হয়েছে তখনও তাদের জামিন দেওয়া হয় নাই।

MR. SPEAKEK :—মাননীয় সদস্য প্রস্তাবের বাইরে কোন কিছু বলবেন না।

SHRI BIDYA CH. DEB BARMA :— প্রস্তাবের মধ্যে যা আছে তাই বলছি। কাজেই আমাদের পার্টির মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটা রেখেছেন তার সমর্থনে আমি বলছি যে এই প্রস্তাবটা যদি কার্য্যকরী করতে হয় তাহলে ভূমিহীন এবং উপজাতি যারা তাদেরে ঠিক ঠিক ভাবে পুনর্বাসন দিতে হবে। উপজাতী এবং আদিবাসী যাদের পুনর্বাসনের জন্য টাকা দেওয়ার কথা ছিল যদিও তাদের অনেকে কিছু কিছু জমি আবাদ করে চাষ করেছে। কিন্তু টাকার অভাবে তারা এখনও জমিগুলি সম্পূর্ণ আবাদ করে চাষের উপযোগী করতে পারেনি। কাজেই যাদের টাকা পাওয়ার বাকী আছে তাদের যেন অতিসত্বর তা দিয়ে দেওয়া হয় যাতে তারা জমিতে ফসল ফলাতে পারে। মাননীয় সদস্য অঘোর বাবুর সমর্থনে আমি বলছি যে আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে জুমিয়াদের কাছে যান তাহলে আমরা প্রমান করে দিতে পারব যে তাদের এই টাকা গুলো ন্যায্য ভাবে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় নাই, আমরা আশা করি আপনারা তদন্ত করে সমস্ত কিছু সংশোধন করবেন যাতে করে ভূমিহীন উপজাতিরা ঠিক ভাবে টাকা কাজে লাগাতে পারে এবং জমিগুলো আবাদ করে ফসল বাড়াতে পারে। আমরা আরো আশা করি যে দরকার হলে তাদের আরো বৃদ্ধি টাকা দেওয়া হবে। এটাও পূর্ব্বে ঘোষণা করে দেওয়া দরকার যে অমুক তারিখে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ভূমিহীন উপজাতিদের মধ্যে টাকা বিতরণ করা হবে যাতে তারা নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত থেকে টাকা পেতে পারে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— I would call on Hon'ble minister Shri Tarit Mohan Das Gupta.

SHRI T. M. DAS GUPTA —: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আগে মাননীয় সদস্য চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাবের বিপক্ষে বলেছেন, আমি তার পুনরুক্তি করতে চাই না। আজকে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন যে সমস্যা, তা একটা বিরাট সমস্যা এবং কি ভাবে একে পুর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া যায় সরকার তার জন্য ভাবছেন এবং তার জন্য যেটা বাস্তব সম্ভাবনা, সেটা করতে চেষ্টা করছেন। আজকে এখানে যে প্রস্তাব দেওয়া হযেছে, এই বাবতে যে অর্থ বরাদ্দ করা আছে, তাকে আরও বাড়িয়ে ৩০০০ টাকা করা হউক। এর আগে আজকেই একটা প্রশ্নের মাধ্যমে এটাকে পরিস্কার করে বলা হয়েছে যে, এই অর্থ বরাদ্দ যেন আরও বাড়ানো হয় তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। আজকে উপজাতি, তপশীল জাতি ও ভূমিহীনদের জমিতে বসবার জন্য সরকার তার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে চলছে। আজকে যদিও জমির পরিমাণ কম, সম্পূর্ণ জমি পাওয়া যায় নি। অবশ্য উনারা বলে দিয়েছেন যে কয়েক লক্ষ একর ইত্যাদি, কিন্তু জুমিয়াদের পরিবারের সংখ্যা কত তার একটা হিসাব পাওয়া গেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে ২৭,৩৯০ জন জুমিয়াদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত ১৮,৩৯০ জনকে জোত ভূমি দেওয়া হয়েছে, আর বাকী আছে মাত্র ৯০০০ জন। এদেরকে জমিতে বসানো দরকার। আর 3rd five year plan পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দিতে মোট অর্থ ব্যয় হয়েছে, ১,২২,১২,৭০০ টাকা আর ৬৬-৬৭ তে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, তার পরিমাণ হল ২৯,৬০,০০০ টাকা। এখানে সদস্যরা বলেছেন যে আরও ৩ হাজার টাকা বাড়ানো হউক। কিন্তু এই টাকা দিলে কি সব সমস্যার সমাধান হযে যাবে? এখানে টাকাটা বড় কথা নয়, সমস্যার সমাধানটাই বড় কথা এবং সুরেশ বাবু তা দেখিয়েছেন। তারা আরও বলেছেন যে দালালের দল এদের সর্বনাশ করছে, তারা কারা? পাহাড় অঞ্চলের কথা যদি তারা দাবী করেন, যে গুটি কয়েক অঞ্চল তারা মনে করেন তাদের কব্জির মধ্যে। আজকে যেখানে পুনর্বাসনের কাজ হচ্ছে, সেখানে কারা গিয়েছে এবং তাদের জন্য কারা দরবার করছে, কারা? সেই আদিবাসী সমাজেরই লোক তবে অন্য সমাজের ২।১ জন ও তা করতে পারেন।

কাজেই আজকে যদি সেই দালালের দ্বারা জুমিয়াদের পুনর্বাসন না হয়ে থাকে তার দায়িত্ব তাদের। শুধু ৫০০৲ টাকা করেই যে তাদের সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তাই নয়, যেখানে কলোনী করা হয়েছে, সেখানে অন্য ভাবেও তাদের সাহায্য করা হচ্ছে। fishery করার জন্য, রাস্তাঘাট করার জন্য Orchard করার জন্য টাকা দেওয়া হচ্ছে। কাজেই সরকার তার পরিকল্পনা অনুযায়ী যেখানে কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুকে বসাতে পেরেছেন সেখানেই এই ধরনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যারা সমাজবিরোধী তারা উদ্বাস্তুদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন তারা

কংগ্রেস দল নয়। খুব দরদ দিয়ে জিনিষটাকে যদি দেখা যায় তাহলে দুটার মধ্যে পার্থক্য আছে। যদি সমস্যাকে সমাধান করতে হয় তাহলে দুটো দৃষ্টিভঙ্গীর বিচার করতে হবে। উদ্বাস্তুরা একটা বিশেষ psychological condition এর মধ্য দিয়ে রিক্তহস্তে ত্রিপুরাতে এসেছেন। তাদের ঋণের পরিমান ৯ শত টাকা। কাউকে নিন্দা করার জন্য আমি এ কথা বলছি না, সমস্যাটার কথা যেহেতু এখনে উঠেছে সেইহেতু বলছি। ত্রিপুরাতে যারা পুনর্বাসন পেয়েছেন, সামগ্রিক ভাবে তারা যেটুকু উন্নতি করেছেন, অনাদের সেই রকম হয়নি। টাকার দিক দিয়েও যদি দেখা যায়, উদ্বাস্তুরাও একসঙ্গে টাকা পায়নি, তারাও ধাপে ধাপে পেয়েছেন। তাদের এই টাকার মধ্যে খোরাকীর জন্য টাকা আছে, তাদের এখানে কোন ঘর নেই কিন্তু আদিবাসীদের ঘর ছিল, সেটা হয়ত ভাল নয়। সেখানে বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা ছিল তার মধ্যে ভাল ঘর দিবারও কথা ছিল; পরীক্ষামূলক ভাবে করতে হয়েছিল। এখন তারা যদি ঐখানে না থাকে। আজকে তারা আবার বলছেন জমিতে পুনর্বাসন দাও। ত্রিপুরা রাজ্যে বিস্তীর্ণ একটা ধানের জমি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এখন তারা যা কিছু পান, তার মধ্যে কিছুটা ধানি এবং কিছুটা টিলা জমি আছে। আমি এও জানি যে সব অঞ্চলে অন্ততঃ ২৭।২৮ টি আদিবাসী পরিবারকে কলোনীর মধ্যে বসানো হয়, সেখানে সরকার থেকে বলে দেওয়া হয় যে একটি নির্দ্দিষ্ট তারিখে তাদের কোন বিশেষ একটি জায়গায় ঋনের টাকা দেওয়া হবে এবং প্রকাশ্য ভাবে সেখানে Payment দেওয়া হয়ে থাকে। তার মধ্যে ও যদি দুর্নীতি ঢুকে থাকে, কেন ঢুকলো? তা ঢুকলো সমাজদ্রোহীদের জন্য, কেননা তারা জানে জুমিয়ারা যদি সম্পূর্ণ ভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাদের রাজনৈতিক খেলা আর এই ত্রিপুরা রাজ্যে চলবে না। আর সেই জন্যই ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের অর্থ নৈতিক উন্নতির প্রতিষ্ঠার জন্য যে পরিমান ব্যয় হয়েছে যতটা পুনর্বাসন হওয়ার উচিত ছিল, তা হয়নি। তাই সুরেশ বাবু বলেছেন যে রাজনৈতিক চিন্তার দ্বারা তাদের আচ্ছন্ন করা হয়েছিল এবং তাদেরকে জীবনে লক্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য নানা ভাবে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল। আর সে জন্যই বলছেন যে ৫০০ টাকা কিছু নয়, দিল্লির থেকে দরবার করে ৫০০ টাকাকে ৫০০০ টাকা করে দাও। অনেক বছর আগে একটি জিনিষ আমার চক্ষে পড়েছে। সেখানে সরকার থেকে নিয়ম করা হয়েছিল যে জায়গা কাটার পরে টাকা দেওয়া হবে। জায়গা তারা কাটল এবং বলা হল যে এখানে তোমাদের আসতে হবে। কেননা তাদের যেখানে বাড়ী আছে সেখানে উদ্বৃত্ত জায়গা পাওয়া যায় না। কথা হল যেখানে তাদের জায়গা কাটতে বলা হল সেখানে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। জায়গা কাটার পর ঘর তোলার জন্য বলা হল কিন্তু তা করা হয়নি। তারা বলল যে জুম পুড়াবার সময় এসেছে কাজেই আমাদের আগে টাকা দাও। আমি জানি একদল লোক গিয়ে সেখানে সভা করে বলেছে যে ওসব কিছু নয়

তোমরা বাড়ী থেকেই পুনর্বাসন পাবে। ঐ জায়গায় যাওয়ার তোমাদের দরকার নেই। তোমরা তোমাদের বাড়ী থেকে এখানে এসে শুধু জুম কর। এই যে রাজনীতির বীজ সরল আদিবাসীদের মধ্যে যারা সেদিন পুঁতেছিল তারাই পুনর্বাসনের মধ্যে ঘুন ধরবার চেষ্টা করছে। তার জন্য আজ কিছু কিছু লোকের পুনর্বাসন সম্ভব হয়নি। ওদের মধ্যে কংগ্রেস দলের রাজনীতি করার কোন দরকার ছিল না। তারা যখন ক্ষমতাতে আছে, তারা জানে যে ত্রিপুরার জন সাধারণ, যারা দরিদ্র জনসাধারণ, যে নির্ব্বাচন হয় তার মধ্য দিয়ে তাদের রায় দেবে। রাজনীতি আনেন তারাই যারা রাজনীতির উপর ভিত্তি করে তাদের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন। পুনর্বাসনের যে সমস্ত গঠনমূলক কাজ আছে তাকে তছনছ করে দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা যারা প্রতিষ্ঠিত করতে চান তারাই ত্রিপুরার আদিবাসীদের সর্বনাশ করেছে। আমরা দেখেছি যে প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয়, পরিকল্পনার মাধ্যমে যে অর্থ নেওয়ায় কথা ছিল তা আদিবাসীদের হাতে পৌঁছেনি। আজকে যদি corruption হয়ে থাকে তবে সেটা সতর্কতার সঙ্গে বিচার করতে হবে এবং তাকে সংশোধন করতেই হবে। তা নাহলে আজকে ত্রিপুরার এই যে সমস্যা সেটার সমাধান করা যাবে না। কেননা এই আদিবাসীদের সমস্যা সেটা হলো আদিবাসীদের অনুভূতির হৃদয়ের সমস্যা। আজকে সেই দৃষ্টি নিয়ে, যারা তাদের সমস্যা নিয়ে বিচার করছেন তাদের দুঃখকে যারা মোচন করতে চান তাদেরকেই হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে তাদের সেই দুঃখের কথা। সেই দুই হাজার তিন হাজার পাঁচ হাজার টাকায় তাদের সমস্যার সমাধান হবে না। যারা রাজনৈতিক আন্দোলন করেন তাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা তাদেরকে জমিতে বসাতে চাই। সেখানে যদি হৃদয়ের গভীরতা থাকে তাহলে ৫০০ টাকাতেও পুন-র্বাসন হয়। আর তা যদি না থাকে তাহলে ৫০০০ টাকায়ও নেই পুনর্বাসন হবে না। বহু ক্ষেত্রে জীবনের বিচিত্র গতিবিধি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে অনেকে পাকিস্তান থেকে এসে বিনা সাহায্যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আবার অনেকে প্রচুর অর্থ এনেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এটাই হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি। আমি স্বীকার করি যারা আদিবাসী তারা বহুদিন ধরে আলাদা একটা জীবন ধারার মধ্য দিয়ে এসেছে, তারা জুম করেছে। কাজেই স্বভাবতই তারা মনে করেছে যে স্বাভাবিক ভাবে তাদের জুম থাকবে, ত্রিপুরা রাজ্যের এই পাহাড় অনন্ত-কাল ধরে তাদের থাকবে।

কাজেই পরিচিত জীবন ধারা নিয়ে আমরাও অগ্রসর হতে থাকব। আমাদের জীবনে বাইরের কোন প্রভাব আসবে না। কিন্তু আজকে এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেই চিন্তাধারার মধ্যে যারা সমাজ সেবা করতে যাচ্ছিলেন বা যারা রাজনীতি করতে যাচ্ছিলেন তাদের অভাবটাকে বাদ দিয়ে রাজনৈতিক চেতনার ভিতর দিয়ে যদি রাজনীতি করছেন

তাহলেও রাজনীতি হতো। কিন্তু communist পার্টির যা নীতি সেই নীতির মধ্যেই একটা তফাৎ আছে। কারণ তারা মনে করে, দরিদ্র যদি কেউ থাকে তাহলে তাকে দরিদ্রতম কর। কাজেই এই যে বিরুদ্ধতম রাজনৈতিক চিন্তা ধারা তার প্রভাব ঐ সরল প্রকৃতির লোকদের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। এও আজকে আমাদের দেখা উচিৎ যে পুনর্বাসন ছাড়া ও ত্রিপুরায় মানুষ ছিল, তারা তাদের ঘর বাড়ীতে ছিল, খেয়ে পরে বেঁচেছিল, হয়তো তারা দুঃখে ছিল, গামছা পরেছিল, পরার মত পরিপূর্ণ কাপড় তাদের ছিল না। তাহলেও তারা বেঁচেছিল। তার সঙ্গে তার যদি একটি থাকার জায়গা নির্দ্দিষ্ট হয় এবং সেটা যদি টিলাও হয়, সেখানে যদি ২।১ বৎসরের মধ্যে ও কোন ধান না হয় এই শিক্ষাটা যদি তাদের মধ্যে হতো, যেভাবে সরকার বলছেন, আমি অবশ্য বলছিনা যে সরকার সবকিছু করছেন ভালর জন্যই যেমন হতে পারে বীজ বুনার সময় সরকার সময়মত তাদেরকে বীজ দিতে পারেননি। আমি নিজেও স্বীকার করে বলছি যে সরকারের এত কাজের মধ্যে এই ত্রুটি থাকা সম্ভবপর। কিন্তু আর একদিকে যদি দেখতাম যে অন্ততঃ শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে পাহাড় অঞ্চলে কিছু গাছ লাগানো হয়েছে এবং তাকে দখলে রাখবার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাহলে ও একটা কিছু হচ্ছে বুঝতাম। তাই আমি বলেছিলাম যে এই সমস্যার যদি সমাধান করতে হয়, তবে প্রস্তাবের ভিতর দিয়ে হবে না। আজকে যাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে তাদের কোন দল নেই। অথচ তারা মনে করছেন যে যারা টাকা পাচ্ছে তারা সবাই কংগ্রেস লোক, এই বিশ্বাস নিয়ে তারা বক্তৃতা করছে। অবশ্য যে সব অঞ্চলের লোকেরা টাকা পেয়েছে, নির্ব্বাচনের সময় দেখা গেল যে ঐ অঞ্চল হতে কংগ্রেস কোন ভোট পাইনি। এটাকে সমস্যার গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করা দরকার। আমাদের এও বুঝা দরকার যে ত্রিপুরার নিজস্ব কোন টাকা নেই, প্রত্যেকটি খাতে টাকার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হাত পাততে হয়। এই প্রস্তাব আসার আগেই আমরা গত ১ বছর ধরে কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে হাত পেতে আছি যে আজকে ত্রিপুরায় এই সমস্যা, তাকে আবার খুঁটিয়ে দেখতে হবে। আমরা আগে যা বলছিলাম, তাতে কম ধরা হয়েছে, কাজেই ঐটাকে আরও বাড়িয়ে দাও। কেন্দ্রিয় সরকারও তাই করছেন। অথচ তারা এখানে প্রস্তাব রেখেছেন যে তাতে হবে না, বাড়িয়ে ৩২ হাজার টাকা কর। এভাবে একটার পর একটা বৃদ্ধি করা সম্ভব পর নয়। কাজেই আজকে সেইদিক থেকে সমস্যাটিকে বিচার করতে হবে, সরকারও এইদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন ওনারাও ওনাদের প্রস্তাবে আর একটি কথা রেখেছেন যে পঞ্চায়েত মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হউক। এটা ভাল কথা, কিন্তু যেখানে পঞ্চায়েত এখনো পরিপূর্ণ ভাবে গঠিত হয়নি এবং তাদের নিজস্ব যে কাজ সেটাও করে উঠতে পারে নি। এই অবস্থায় তাদের উপর যদি পুনর্ব্বাসনের একটা বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে একটা বিশৃঙ্খলার

সৃষ্টি হবে বলে আমি মনে করি। এখানে ওনারা বলছেন যে এক জায়গা দেখিয়ে তিন বার করে লোন নিচ্ছেন। এখন একথা যদি বাস্তবিকই সত্যি হয় তাহলে সেটা একই গ্রামে হচ্ছে এবং গ্রামের লোক জেনেশুনেই সেটা করছেন। তাদের জানার ভিতরেই যদি এরকম হয় তাহলে আমরা বলব যে গ্রামের সমস্ত লোক ঐ রকম ষড়যন্ত্র লিপ্ত এবং সেই ষড়যন্ত্রকে কেউ কেউ সেখানে প্রস্তাব দিচ্ছে। সরকারী অফিসারের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত দুর্নীতি পরায়ণ থাকতে পারে; কারণ অফিসাররা প্রায় বৎসরই বদলী হচ্ছেন কিন্তু গ্রামের জনসাধারণ যারা আছেন তারা তো আর প্রতি বৎসর বদলাচ্ছেন না। কাজেই এই ধরণের সমস্যাই যদি হয়, পঞ্চায়েতের মধ্যে যাদিগকে দালাল বলছেন, দুভাগ্যবশত তারাই যদি প্রাধান্য লাভ করে, তাহলে তাদের ভাগ্য এই রকমই হবে।

আজকে বিশ্রামগঞ্জের যে স্কীম নেওয়া হয়েছিল সেটা failure হল কেন? সেখানে ঘর বাড়ী করে দেওয়া হয়েছে, টিলাও আছে এবং উদ্বাস্তু টিলা থেকেও কিছু না কিছু ফসল উৎপন্ন করছে, কিন্তু সেখানে দেখা গেল যে ঘর করা সত্ত্বেও তারা সেখানে থাকবেন না। তারা কি কংগ্রেসী? মাননীয় সদস্যের constituency, তিনিই ভাল জানেন, আজকে তিনি দোষ যাকেই দেন না কেন? এখানে দুটো জিনিষ দেখা যায়, হয়তো বাবার জমি আছে, ছেলের নেই। পুনর্ব্বাসনের সময় যেহেতু ছেলের জমি নেই, সেহেতু তাকে পুনর্ব্বাসন দিতে হবে। কিন্তু যেইমাত্র টাকাটা পাওয়া গেল তখন মনে করলেন যে বাবার সঙ্গে একত্রে থাকাই ভাল। জমিটি এখানে থাক। কাজেই মনোবৃত্তির ও একটা পার্থক্য আছে। আজকে যারা পুনর্ব্বাসনের টাকা নেবে বা যারা তাদের জন্য চেষ্টা করছে, তাদের ও একথা বুঝা দরকার যে এই সমস্যাটা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে গুরুতর আকার ধারণ করছে। ইচ্ছামত আর জমি পাওয়ার উপায় নেই, প্রত্যেকটি লোক জমিতে কাজ করে জীবিকার্জ্জন করবে তা সম্ভব নয়। কারণ মাননীয় Speaker মহোদয় আমাদের যে Land Reforms Act আছে তাতে economic holding ধরা হয়েছে আড়াই একর, এর পর আইনের দিক দিযে আর fragmentation চলে না। কিন্তু আমাদের এখানে যে উদ্বাস্তু এবং জুমিয়া আছেন তারা যে আড়াই একর জমি পেল, তাতে তার যখন পাঁচটি ছেলে হবে, তাদের মধ্যে যদি এই জমি ভাগ হয় তখন তার জমির সমস্যাটা কি দাঁড়াবে! আইন অবশ্য বলছে যে আর ভাগ চলবে না। বাস্তবে কি হয় তা পরের কথা, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ঐ আড়াই একর জমি যদি পাঁচজনে ভাগ করে নেয় তাহলে মাথা পিছু ১।১২ কানি পরবে। তাতে কেউ খেতে পারবেনা। কাজেই আর একটা জীবিকার্জ্জনের পথ দরকার। এখন সেটার যদি কোন সম্ভাবনা না থাকে তবে এখন থেকেই চিন্তা করতে হবে, অবশ্য সরকারও এজন্য ভাবছেন যে এর জন্য বিকল্প কিছু করা যায় কিনা। আর

সেজন্যই কিছু শিল্পকাজ আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলন করছে। তাছাড়া আদিবাসীদের সেটা নূতনও নয়। কিন্তু দেখা গেছে যে ভাবে আগ্রহ সহকারে সেটা করা উচিৎ ছিল, তা হয়ে উঠে নি। এটা একটা মানবিক সমস্যা, এটা টাকার প্রশ্ন নয়। কাজেই এই যে মনোবৃত্তি, যারা তাদের ভাষা জানেন, যারা তাদের চিন্তার সঙ্গে পরিচিত, তারা যদি তাদের চিন্তার ও কর্ম্মের মধ্যে এটাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, যে তোমার জীবন ধারণের সমস্যার মধ্যে শুধু সরকারের দেওয়া পুনর্বাসন বাবত তুমি ৫০০ থেকে ১৯০০ বা ৩০০০ টাকা পেলে এবং তোমাকে টিলা দেওয়া হয় তাতে যদি কাজ না কর, তাহলে কিছুদিন পরে এই ৩০০০৲ টাকা ও শেষ হয়ে যাবে। এখানে আসল যেটা সেটা হচ্ছে কাজ। এখন সে কাজ যার যার ক্ষমতা ও প্রতিভা অনুযায়ী গ্রামের অভ্যন্তরে থেকেও করা যায়। কৃষির কথা চিন্তা করলে, সেখানে নানা রকম কৃষিজ ফসল করলেও একটা return ফিরে আসবে। কাজেই এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই আজকে এই সমস্যার সমাধান করা উচিত, শুধুমাত্র আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নয়। সেইজন্যই সরকার আজকে এই বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান করা যায় তার জন্য চিন্তা করছেন। এখানে এখনো আমাদের প্রায় ৯০০০এর মত ভূমিহীন জুমিয়া আছে, তাদেরকে পরিবার পিছু ৫০০ টাকা করে দিতে গেলেও কয়েক কোটি টাকার প্রয়োজন। এই অবস্থায় সকলকে একসঙ্গে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা এটা যদি করা হয় তাহলে ত্রিপুরার অন্যান্য খাতে যে সব উন্নয়নমূলক কাজ করার আছে তা সম্পূর্ণভাবে বিঘ্নিত হবে। একই বৎসরে যদি ৯০০০ হাজার লোককে এই টাকা দেওয়া হয়, তাহলে তারা তাদের কৃষিকাজের জন্য গরু মহিষও বাজারে কিনতে পারবে না। পরিকল্পনার কথা theoratically করে বলা যায়। কিন্তু তার যদি আনুসঙ্গিক জিনিষগুলি দেখতে হয় তাহলে এক বৎসরের মধ্যে সেটাকে রূপায়িত করা সম্ভবপর হবে না। আজকে যারা এরকম ভাবছেন তাদের এই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি করা উচিৎ, যে অঞ্চলে একটা বিস্তির্ণ জায়গা খালি আছে, সেখানে গ্রাম গঠন করে সরকারী আহ্বানে যাতে সেখানে লোকজন যায় তার ব্যবস্থা করা। কেননা নির্দ্দিষ্ট একটি জায়গাতে যদি তারা থাকে তবে পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে তাদের যদি আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে সরকার তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তারা যদি scattered wayতে তিন চার ঘর করে বিভিন্ন জায়গায় থাকে তাহলে, তাদের পুনর্ব্বাসনের সাহায্যার্থে অথবা তারা যদি কোন বিপদের সম্মুখীন হয়, তাহলে সরকারের পক্ষে সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা সম্ভব নয়। এখানে আমি আর ও একটা সমস্যার কথা উল্লেখ করছি, সেটা হল কয়েকটি গ্রামের কাছাকাছি অঞ্চলে কৃষকদের জন্য একটি করে গোচারণভূমি থাকার দরকার। তাছাড়া নূতন নূতন যে সব গ্রাম তৈরী হবে, সেখানে তাদের কাছাকাছি অঞ্চলে একটি করে এই ধরণের ভূমি থাকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর গ্রামবাসীদের জন্য

তাদের জ্বালানির প্রয়োজনে কিছু জঙ্গল থাকাও উচিত। ত্রিপুরা রাজ্যে এখনই জ্বালানির অভাব রয়েছে। আগে আমি দেখেছি পাহাড় অঞ্চলে নানা প্রকার লোন্সা জাতীয় থাকতো সেগুলি তখন কেউ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করত না কিন্তু এখন দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যে সেগুলি ও বাজারে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। তাই আজকে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে। কাজেই আজকে যদি আদিবাসীদের নিয়ে গ্রাম করতে হয় তাহলে এই ধরণের পরিকল্পনা থাকা উচিত, যাতে সেখানে গোচারণ ভূমি জঙ্গল ইত্যাদি থাকে। আমি মনে করি এসব করার আগে প্রথমে মনটা তৈরী করা উচিত। এদিকে যদি তাদের সহযোগীতা থাকে তবে সরকারী তরফ থেকেও এসব কাজগুলি ত্বরান্বিত হবে। কারণ দেখা গেছে যে এখানে সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া মঙ্গল জনক হয় না। এদিক দিয়ে আদিবাসী জুমিয়া তপশীলি জাতি, উদ্বাস্তু ও ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের যে সমস্যা তার সমাধান করার জন্য আজকে সরকার সদা জাগ্রত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে আগে কি পরিমান টাকা খরচ হয়েছে তা আমি বলেছি, এবং এবারের বাজেটেও কি পরিমান অর্থ বরাদ্দ আছে, তা মাননীয় সদস্যরা ও জানেন। কাজেই এর পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের একটা প্রস্তাব দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই এবং তা বাস্তবে পরিণত করারও কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ আমরা এই মাত্র তাদের আর্থিক সাহায্যের পরিমান ১৯০৫ টাকা করেছি, আর এখনই তা পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়ার ও কোন প্রশ্ন উঠে না, যেহেতু পঞ্চায়েতের কোন প্রস্তুতি নেই। তারপর আর একটা কথা হল Settlement এখনও survey করছে, জমিগুলি খাস পড়ে আছে। কাজেই Settlement এর কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত officially জমি দেওয়া সম্ভব নয়। তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার এই কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে সব জায়গা খাস আছে তাতেই লোকজন বসিয়ে দিচ্ছে। এই অবস্থায় যদি এটাকে পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হয়, তাহলে তাকে আবার খাস জমির জন্য ডি, এম এর কাছে প্রার্থনা করতে হবে; তখন D. M. সেটা release করবেন, তারপর সে পাবে, কাজেই এর দ্বারা সমস্যাটা আরও বাড়বে ছাড়া কমবে না। কিন্তু এখন সমস্ত ব্যাপারটা D. M. এর, কোথাও যদি পুনর্বাসনের দরকার হয় তখন D. M. নিজেই খাস জমি বার করে তাতে পুনর্বাসন দিয়ে দিতে পারেন, এতে কাজটাও খুব সহজ হয়। তাই আমি মনে করছি এখন এই ধরণের প্রস্তাব দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। যদিও আমি এটার বিরোধীতা করছি, তবু ও এখানে আলোচনার মাধ্যমে কয়েকজন সদস্য কতগুলি মূল্যবান suggestion দিয়েছেন যথেষ্ট বিবেচনার সঙ্গে সরকার তা বাস্তবে রূপায়িত করবেন। এই বলে আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—The discussion is over.

Now I am putting the resolution to vote.

Now the question before the House is that ত্রিপুরা বিধান সভা সরকারকে নির্দ্দেশ দিতেছেন যে যেহেতু ত্রিপুরায় এখনো কয়েকলক্ষ তপশীলি জাতীয় জুমিয়া, তপশীলি জাতি উপজাতির ভূমিহীন এবং অন্যান্য অংশের ভূমিহীন কৃষক কোন পুনর্ব্বসতি পান নাই, সেহেতু তাহাদের মধ্যে অবিলম্বে :—

ক) উপযুক্ত পরিমান খাস জমি বিলি করুণ,

খ) তাহাদের পুনর্ব্বসতি সাহায্যের পরিমান বাড়াইয়া পরিবার প্রতি অন্যূন তিন হাজার টাকা করুণ,

গ) পুনর্বসতির কাজে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য জন প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতা গ্রহন করুণ ; এবং

ঘ) পুনর্বসতির কাজ সমাপ্ত করার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করুণ।

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

Voice—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voice—'Noes'.

I think, 'Noes' have it. 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The resolution is lost.

The House stands adjourn till 11 A. M. on Monday, the 10th April, 1967.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT. 1963.

April 10, 1967.

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, four Ministers, the Deputy Minister, Deputy Speaker and twenty-one members.

QUESTIONS.

Mr. Speaker :— In the list of business to-day are the following questions to be answered by the Ministers concerned. First, short notice question. Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Short Notice Question No. 206

Shri T. M. Das Gupta —Hon'ble Speaker Sir. Short Notice question No. 206

Question

ক) ইহা কি সত্য যে পাটের দর হঠাৎ নীচের দিকে নামিতে সুরু করিয়াছে ;

খ) যদি সত্য হয় তবে গত এক মাসে কতখানি নামিয়াছে এবং কি কারণে নামিয়াছে ?

Answer

ক। গত মার্চ্চ মাসে পাটের দর কিছুটা নীচের দিকে নামিয়াছে।

পাটের দর গত এক মাসে কতখানি নামিয়াছে তাহা দেখাইতে আগরতলা বাজারের মার্চ্চ ৬৭ ইং মাসের সাপ্তাহিক দর নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

তারিখ	তোষা—(বটম) (প্রতি কুইন্টল)	হোয়াইট—(বটম) (প্রতি কুইন্টল)	মেস্তা—(বটম) (প্রতি কুইন্টল)
৩।৩।৬৭ইং	টাঃ ১৩২'৬২	টাঃ ১২৭'২৬	টাঃ ৮৯'৭৫
১০।৩।৬৭ইং	টাঃ ১৩১'২৮	টাঃ ১২৫'৯২	টাঃ ৮৮'৪১
১৭।৩।৬৭ইং	টাঃ ১২৮'৬০	টাঃ ১২৩'২৪	টাঃ ৮৫'৭৪
২৪।৩।৬৭ইং	টাঃ ১২৩'২৪	টাঃ ১১৭'৮৯	টাঃ ৮০'৩৮
৩১।৩।৬৭ইং	টাঃ ১২৫'৯২	টাঃ ১২০'৫৭	টাঃ ৮০'০০

যেহেতু ত্রিপুরার পাটের বাজার দর কলিকাতার বাজার দরের উপর নির্ভরশীল, সেই হেতু কলিকাতার বাজার দরের পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার পাটের দর নামিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

গ) পাটের দর বৃদ্ধির জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

যেহেতু পাটের দর ভারত সরকার নির্দ্ধারিত নিম্নতম দামের নীচে নামে নাই, সেহেতু এখন পর্যন্ত সরকারের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হয় নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—কৃষকরা যাতে পাটের মূল্য ন্যায্য দরে পেতে পারে তার কোন পরিকল্পনা সরকার করছেন কি ? যদি করে থাকেন তা কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—প্রতি বছরেই পাটের নিম্ন একটা সাপোর্টিং প্রাইস ধরে দেওয়া হয়। যদি সেই সাপোর্টিং প্রাইস এর নীচে মূল্য নেমে যায় তাহলে সরকার কো অপারেটিভের মাধ্যমে কেনার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এক মন পাট উৎপাদন করতে সরকারী হিসাবে কৃষকের কত খরচ হয় ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—ত্রিপুরায় পাটের পাইকারী খরিদ্দার কারা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—পাইকারী খরিদের জন্য বিভিন্ন কোম্পানী আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—সাপোর্টিং প্রাইস কত ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কলিকাতার দর যেটা ফিক্স করা আছে সেটা ৯৩'৭৭ পয়সা পার কুইণ্টল ফর সিকস্টি সিক্স—সিকস্টি সেভেন।

শ্রীএরসাদআলী চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে কলিকাতার বাজার দর থেকে আগরতলার বাজার দরের পার্থক্যটা কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—ইহা কি সত্য যে কলিকাতার বড় বড় পাটকলগুলির এজেণ্ট ত্রিপুরা রাজ্যের পাট খরিদ করে থাকেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—পাটটা ফিনিশিং এর জন্য এজেণ্টদের কাছেই যায়। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত পাটকল এজেণ্টদেরই সমস্ত পাট কিনতে হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—বর্ত্তমানে হোয়াইট, মেস্তা এবং দেশী পাটের অ্যাভারেজ প্রাইসটা সাপোর্টিং প্রাইসের চেয়ে কম না বেশী ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—এখানে যে দরটা দেওয়া আছে তার চাইতে মেস্তার দরটা কম আছে। ৩১ মার্চের দর বললে মেস্তার দরটা কম আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এ পর্য্যন্ত মার্কেটিং কো-অপারেটিভ অথবা অ্যাপেক্স কো-অপারেটিভ কত মণ পাট ক্রয় করেছেন এই বছর ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—সরকার নিম্নতম দর বেঁধে নিজে পাট ক্রয় করতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি বলেছি যে কলিকাতার দরের সংগে যে নিম্নতম দর বাঁধা আছে সেটা যদি কমে যায় তাহলে সরকার কো-অপারেটিভের মারফতে ক্রয় করবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য কোন জুট অ্যাডভাইসারী বোর্ড করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Starred Question. Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch Deb Barma :—Question No. 43

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker Sir, Starred question No. 43

Question	Answer
(ক) ত্রিপুরায় সম্প্রতি চিনির দর কি বৃদ্ধি পাইয়াছে ?	
(খ) যদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তবে কত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কি কারণে বৃদ্ধি পাইয়াছে ;	ভারত সরকার চিনি উৎপাদকদের বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি করায় বৃদ্ধির হার অনুযায়ী প্রতি কুইন্টলে টা: ১২'৭০ পয়সা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ প্রতি কেজিতে ১৩ পয়সা বৃদ্ধি পাইয়াছে।
(গ) সরকার কি এই মূল্য বৃদ্ধি অনুমোদন করিয়াছেন ?	হাঁ।
(ঘ) চিনির দর কমাইবার জন্য সরকার অবিলম্বে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কি ?	ভারত সরকার উৎপাদকের বিক্রয় মূল্য হ্রাস করিলে আনুপাতিক হারে এখানেও পাইকারী ও খুচরা দর কমান সম্ভব হইবে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— কবে থেকে এই চিনির দর বেড়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— ১। ৩। ৬৭ইং তারিখ হতে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্তমানের বাফার ষ্টক থেকে সাপ্লাই কর হচ্ছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— চিনি সরবরাহ করা হচ্ছে জানি, কিন্তু বাফার ষ্টক থেকে কিনা সেটা আমি জানি না। এর জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ২। ৩। ৬৭ইং তারিখের পূর্ব্বে যে স্টক ছিল সেই ষ্টক বর্ত্তমানে বিক্রি করা হচ্ছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— পূর্ব্বের চিনির দর বাড়ানো হয়নি। সদর এবং দক্ষিণাঞ্চলে পূর্ব্বে যে চিনি ছিল তার দর বাড়ানো হয় নি। উত্তরাঞ্চলের কোন কোন জায়গায় চিনির দরটা বেড়েছে; কারণ তাদের সেখানে নূতন স্টক গিয়াছে, আগের চিনি ছিল না। আগরতলায় যে চিনিটা ছিল সেটা মার্চ মাস পর্য্যন্ত ছিল। অর্ডারটা আসলে গিয়াছে ফেব্রুয়ারী মাসে কাজেই যতদিন পর্যন্ত পূর্ব্বের চিনি ছিল ততদিন পর্য্যন্ত বাড়ানো হয়নি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, চিনির দর যে বৃদ্ধি হয়েছে, সেটা কি অল্ ইণ্ডিয়া বেসিসে হয়েছে না শুধু ত্রিপুরাতে হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— ভারত সরকার চিনি ডিংপ দফতরের চিনির কোয়ালিটি অনুযায়ী চিনির দর নির্দ্ধারণ করেন, সেই হিসাবে এখানে যে চিনি আসে তার দরও সেই ভাবেই ধার্য্য করা হয়েছে। সমস্ত গ্রেডের চিনিরই মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, আমি সতটুকু জানি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, পশ্চিমবঙ্গে বা অন্য সামে চিনির বর্ত্তমান দর এবং আমাদের এখানে চিনির বর্ত্তমান দরের পার্থক্য কত ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আমি নোটিশ চাই।

মি: স্পীকার :— শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চন নাম্বার ৮৫

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—অনারেবল স্পীকার স্যার ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫

question	Reply
1) Whether the Govt has any proposal to sanction ration allowance for the police personnel upto the rank of S. I.	No
2) If not, the reasons the eo".	Government have been considering a proposal for supply of essential commodities at subsidised rates to the members of police personnel (both armed and unarmed) of and below the rank of S. I., which will mean greater relief to them.

3) Whether the Police personnels below the rank of Inspector who reside in their own houses or in the houses of their relatives get house rent allowances.	No
4) if not, the reasons thereof.	Government of India have sanctioned house rent allowance in lieu of rent free accommodation to the Police personnel in Tripura below the rank of Inspectors keeping in view similar concession allowed by the Government of West Bengal to the identical ranks. But in West Bengal practice is not to allow the concession to those residing in their own houses or in the houses of their near relatives.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই সম্পর্কে ত্রিপুরা পুলিশ কর্তৃপক্ষ থেকে, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের কাছে কোন প্রপোজাল পাঠান হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :-কোন সম্পর্কে, পরিস্কার করে না বললে আমার কাছে প্রশ্নটা স্পষ্ট হচ্ছেনা

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্ম :—রেশান সম্পর্কে আমি বলছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি দুই নাম্বার কোয়েশ্চানের উত্তরে বলেছি যে কতকগুলি এসেনশিয়াল কমোডিটিজ সাবসিডাইজড রেটে দেওয়ার জন্য, যেমন নাকি ওয়েষ্ট বেঙ্গলে দেওয়া হচ্ছে, ওয়েষ্ট বেঙ্গলে যে ধরণের কনসেশান, পুলিশ ফোর্সের লোকদের দেওয়া হচ্ছে, ঠিক সেইভাবে, সিমিলার কন্‌সেশান ত্রিপুরাতে ইন্‌ট্রোডিউস্ করার জন্য প্রচেষ্টা চলছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, নাম্বার ৩ কোয়েশ্চানের উত্তরে যে বলা হয়েছে যে যারা আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকেন, অথবা নিজের বাড়ীতে থাকেন তারা হাউস রেণ্ট পাবেন না কি কারণে পাবেন না সেই সম্পর্কে পুলিশ কর্তৃপক্ষ থেকে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টকে লেখা হয়েছে কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে লেখার প্রশ্ন আসেনা; কারণ ওয়েষ্ট বেঙ্গলে যে রকম সিষ্টেম পরিচালিত আছে, বেতন ইত্যাদি ব্যাপারে যে ধরণের

নিয়ম আছে, সেই নিয়মই এখানে অনুসরণ করা হচ্ছে। যারা নিজের বাড়ীতে বা আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকে তাদের জন্য হাউস রেন্টের ব্যবস্থা করা হয় নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে ওয়েষ্ট বেঙ্গলকে ফলো করেই আমাদের এখানে পুলিশ ফোর্স-এর লোকদের হাউস রেন্ট দেওয়া হচ্ছে না?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—পশ্চিম বঙ্গের নীতিটাই অনুসরণ করা হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানেন, যারা নিজের বাড়ীতে আছেন বা আত্মীয়ের বাড়ীতে আছেন, তাদের এই হাউস রেন্ট না পাওয়ার দরুন অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এই সম্পর্কে আমার জানা নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যারা পাচ্ছেন না, তাদের সুযোগ দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকার এর কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি তার উত্তর চার নাম্বার'এ দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার—১১৫

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—অনারেবল স্পীকার, স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১১৫।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে সেটেলমেন্ট অফিস'এ কোন আপীল করিলে তাহার শুনানী হইতে কত দিন সময়ের দরকার পড়ে?	বাদী ও বিবাদীর এবং নির্দিষ্ট কর্মচারীর সময়ের উপর নির্ভর করে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—নির্দিষ্ট সময় বলতে কত দিন বুঝায়?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—এর কোন সময় নির্দ্ধারিত নাই। বাদী ও বিবাদী দুই পক্ষ উপস্থিত হয়ে এবং অফিসে যে কাজ থাকে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অফিসার যখন সময় করতে পারেন, এই সব কিছুর উপরই নির্ভর করে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—বাদী ও বিবাদীকে উপস্থিত করানোর জন্য সরকারী তরফ থেকে কোন রকম আইন আছে কিনা?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—আইনে যে ধরণের বিধান আছে, সেই অনুযায়ী করা হয়। বাদী ও বিবাদী যদি সময় চান, তাহলে তাদের সময় দিতে হয়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সময়ের কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ, মাস বা বছর আছে কিনা?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত : এটা অবস্থা অনুযায়ী হয়।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বাদী—বিবাদী এবং প্রার্থী—প্রতিপক্ষ, এই দুইটী কথার মধ্যে কোন বৈশম্য আছে কিনা ? অর্থাৎ কথাটা কি বাদী—বিবাদী হবে না প্রার্থী —প্রতিপক্ষ হবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—আমি আইনগত ভাষা বলেছি। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাকে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।

মিঃ স্পীকার —শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—কোয়েশচান নাম্বার ১৮৫

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—অনারেবল স্পীকার স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশচান নাম্বার ১৮৫

Question	Answer
a) Whether it is a fact that landless peasants under Mohanpur and Simna Tehsil have petitioned to the Goverment of Tripura for their rehabilitation ; b) If so, number of such petitions ; c) The step taken for their rehabilitation ?	Materials are under collection.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, কোন দরখাস্ত পেয়েছেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—কিছু কিছু দরখাস্ত এসেছে, সব সাবডিভিশান থেকে দরখাস্ত এসে পৌঁছেনি বলেই খবরটা দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কতগুলি দরখাস্ত উনারা পেয়েছেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—পুরোপুরি মেটেরিয়্যালস এখনও পাওয়া যায়নি, আপটুডেট যে খবর এসেছে, এই পর্য্যন্ত ৪৫টি পিটিশান পাওয়া গেছে, অন্যান্য সাভডিভিশান থেকে এখনও পৌঁছায় নাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—৪৫টি যে দরখাস্ত পেয়েছেন, কত তারিখে পেয়েছেন, বলতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—আমার কাছে ডিটেলড ইনফর্মেশান নেই।

Mr, Speaker :—Hon'ble Member, Hon'ble Minister has said that the materials are under collection.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে দরখাস্ত পেয়েছেন কি পাননি, যদি না পেয়ে থাকেন, তাহলে উনি না বলবেন, আর যদি পেয়ে থাকেন, তা হলে নিশ্চয়ই তারিখ বলতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—দরখাস্ত পেয়েছেন বলেই, মেটেরিয়ালস আর অর্ডার কালেকশান বলেছেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—পুরো উত্তর যদি না পাওয়া যায়, তাহলে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সেইজন্যই মেটেরিয়ালস্ বলা আওয়ার কালেকশান হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি যে প্রশ্নটি করেছি তার উত্তরে কি বলা হয়েছে যে মেটেরিয়ালস আর আওয়ার কালেকশান এখন মেটেরিয়ালস যখন কালেকশান করেছেন, তখন নিশ্চয়ই কতকগুলি দরখাস্ত সেখানে পেয়েছেন, তার উপর ষ্টেপ নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। যদি তা না হত, তাহলে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে না বলা যেত। কাজেই দরখাস্ত যখন পেয়েছেন তখন সেখানে তারিখের প্রশ্ন আসে এবং সেটা রিলেভেণ্ট কোশ্চান।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রশ্নে দুইটি জংশানের কথা উল্লেখ করা আছে, একটা থেকে দরখাস্ত পাওয়া গেছে, আরেকটি থেকে পাওয়া যায় নি। তারপর কজন রিহ্যাবিলিটেশান পেল কি না পেল, সেটা জানতে হবে, অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। কাজেই সমস্ত জিনিসটা না জেনে এ্যাসেম্বলীতে আংশিক উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, কাজেই বলা হয়েছে মেটেরিয়ালস আর আওয়ার কালেকশান।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমার কোশ্চান খুব পরিষ্কার—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সরকার দরখাস্ত পেয়েছেন এবং সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন, — এই জন্য আংশিক প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে চান না, সম্পূর্ণ উত্তর দেবেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একজন মেম্বারের রাইট আছে যে দরখাস্ত যদি তিনি পেয়ে থাকেন, তাহলে তার তারিখ জানা, কারন তারিখ সেখানে নিশ্চয় আছে।

Mr. *Speaker* :—If the Hon'ble Minister is not in a position to reply, he can demand notice

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—I demand notice.

Shri Ershad Ali Choudhury :—Point of Order. আমাদের Rule 41, *Sub-Section* (2) সেখানে রয়েছে A question shall be replied on the date on which it is listed. If the information required by the member is not available, the Minister shall state the position accordingly, and the *Speaker* may allow such further time as he may under the circumstances deem proper and fix a date for the answer সে তারিখটা দেওয়া সম্ভব কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি কোন ডেট দিতে পারবেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—আগামী সেসনে দেওয়া হবে যদি সেসনে দিতে হয়। আর

যদি মাননীয় স্পীকার নির্দেশ দেন তাহলে মধ্যবর্তী সময়ে মাননীয় সদস্যকে জানিয়ে দিতে পারি। কারণ কালকেই সেসন শেষ হয়ে যাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—এই সেসনে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অতএব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলছেন এটা আগামী সেসনে দেবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা বক্তব্য আছে এর উপর। মাননীয় সদস্য প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করেছেন যে দরখাস্ত পেয়েছেন কিনা? যদি পেয়ে থাকেন তবে তা নিশ্চয়ই বলতে হবে। এটা একটা জিনিষ। তদুপরি আমাদের অ্যাসেম্বলী রুলসে আছে ১৫দিন আগে প্রশ্নগুলির নোটিশ দিতে হয়। এই ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করা গেল না এটা আশ্চর্যের কথা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা যদি উত্তর দিতে প্রস্তুত হয়ে না আসেন তাহলে আমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অর্থহীন।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member. I am reading the practices and Procedure followed by Indian Parliament. Minister in replying to a question should address the Chair and not the Member asking questions. When answering Government may follow any of the three courses :—(1) The information sought. (2) may claim time, or (3) refuse to give any information.

Shri U. K. Roy :—Point of order. Can the Government refuse to give any answer to a question put by the Member ?

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister is not refusing to give reply to the question. He has said that he would give reply in the next session.

Shri U. K. Roy :—Point of order. Will the Hon'ble Speaker say how this question will come up before the House in the next session to give the opportunity to the Minister to give his reply ?

Mr. Speaker —There is a provision in the Rule that a question will come up after a fortnight. If there is no session within the fortnight then it will be given in the next session.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার আমি আগেই বলেছিলাম যে ইচ্ছা করলে পার্টিকে কমিউনিকেট করা যায় আর তা না হলে স্পীকার যদি মনে করেন তাহলে পরের সেসনে জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এটা স্পীকারের উপর নির্ভর করে।

Mr. Speaker :—I have already said that if it is not possible to reply in the next fortnight then it will come in the next session. The present session of the Assembly ends to-morrow. So he will reply to the question in the next session,

Shri Ershad Ali Choudhury :—Point of order, You have said that the Minister may refuse to answer. On what ground ?

মিঃ স্পীকার —আমি আগেই বলেছি অনারেবল মিনিষ্টার রিফিউজ করেন নি। অনারেবল মিনিষ্টার দরখাস্তগুলি কবে পাওয়া গিয়েছে তার উত্তর আগামী কাল দিতে পারবেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত —আমার মনে হয় সেটা পারা যাবে না। যদি এসে থাকে তাহলে আমি দিতে পারব। নইলে এটা এখন সম্ভব হবে না।

মিঃ স্পীকার —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন আগামী কাল দিতে না পারলে পরবর্তী সময়ে দিবেন।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiran Deb Barma :—Question No. 193.

Shri T. M. Das Gupta :- Hon'ble speaker, sir, question No. 193.

question	Answer
ক) ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশনে যে সকল আমীন ও সর্দ্দার আমীন চাকুরী করেন এবং লেণ্ড রেভিনিউ, সেটেলমেন্ট ও অন্যান্য দপ্তরে যে সকল আমীন ও সর্দ্দার কাজ করেন তাহাদের পেস্কেলে কি কোন তারতম্য আছে ;	ক) হাঁ, শুধু আমীনের ক্ষেত্রে। জরিপ ও বন্দোবস্ত বিভাগ ব্যতীত অন্য কোন বিভাগে সর্দ্দার আমীন নাই।
খ) যদি তারতম্য থাকে তবে তাহা কি ধরণের এবং কি কারণে,	খ) ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশন ও অন্যান্য বিভাগে আমীনদের বেতনের হার—টাকা ১২৫—৩—১৪০—৪—১৫৬ইং বি—৪—২০০ জরিপ ও বন্দোবস্ত বিভাগের আমীনদের বেতনের হার টাকা ১০০—৩—১৩৬—৪—১৪০ টাকা পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনের হার ত্রিপুরা সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য গৃহীত হইয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশন, জরিপ ও বন্দোবস্ত বিভাগ সহ অন্যান্য বিভাগে আমীনদের বেতনের হার পশ্চিম বঙ্গের হার অনুরূপ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

গ) এই তারতম্যের বিরুদ্ধে এবং উভয় পেস্কেল সমান করার জন্য ১৯৬৩ সাল হইতে ঐ আমীন ও সর্দার আমীনরা কতবার দরখাস্ত করিয়াছেন,

গ) চারিবার

ঘ) ঐ সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করিতেছেন কি ?

ঘ) আবেদন পত্র বিবেচনান্তে ইহা স্থিরিকৃত হইয়াছে যে কোন পুনঃ পরীক্ষা বা সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা নাই।

Mr. Speaker :—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :—Starred question No. 164

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Hon'ble speaker sir, question No 164.

question | Reply

ক] ১। Adult Literacy তে যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষকতা করেন তাহাদের এবং স্কুল মাদারদের মাসিক বেতন কত ?

১। Adult Literacy তে যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষকতা করেন এবং স্কুল মাদাররা মাসিক বেতন পান না, তাহাদিগকে ২০ টাকা করিয়া মাসিক ভাতা দেওয়া হয়।

২। এই বেতনে তাহাদের চলে কিনা ?

প্রশ্ন উঠে না।

৩। তাহাদের বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে কি না ?

প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :—এই স্কুল মাদার, তারা ২০ টাকার বেশী পাওয়ার কথা, এইরকম একটা কথা শোনা যায়, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমার তেমন কিছু জানা নাই। তারা ২০ টাকা করে একটা ভাতা পান, তাদের কোন বেতন নাই।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :—স্কুল মাদাররা ৩০ টাকা করে পাওয়ার কথা, কিন্তু তারা এখন ২০ টাকা করে পাচ্ছেন, বাকী ১০ টাকা অন্য খাতে খরচ হয় বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেটা আমার বর্ত্তমানে জানা নাই।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই সব স্কুল মাদারকে কয় ঘণ্টা কাজ করতে হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য —আই ওয়ান্ট নোটিশ।

শ্রীএর্শাদ আলী চৌধুরী —এই যে ২০ টাকা করে তারা ভাতা পায় সেটা কোন সন থেকে প্রযোজ্য আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—সেটা ব্লকের আমল থেকে প্রযোজ্য আছে, তবে একজাক্ট ডেট বা টাইম বলা মুস্কিল, সেটা আমাকে অনুসন্ধান করে বলতে হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই সব স্কুল মাদারকে ১১টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হয় কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ওয়ান্ট নোটিশ।

শ্রীএর্শাদ আলী চৌধুরী :—বর্তমান বাজারে, প্রত্যেকটা জিনিষের দাম যে অগ্নি মূল্য হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে যারা ২০টাকা ভাতা পায়, তাদের পক্ষে চলা সম্ভব কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এটা বেতন নয়, এটা একটা ভাতা দেওয়া হয়। তাঁরা একটা সোস্যাল সার্ভিস করেন, তার জন্য একটা হাত খরচ হিসাবে এটা দেওয়া হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হিসাবে সেটা করা হয় নাই। এটা যারা করেছেন, তাদের একটা পকেট এ্যালাওয়েন্সের মত ২০ টাকা দেওয়া হয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই সমস্ত ভিলেজ মাদারদের কাজ কর্ম সম্পর্কে কোন কম্পালশান আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ওয়ান্ট নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুসন্ধান করে দেখবেন কি, যদি এই সব ভিলেজ মাদারদের আট ঘন্টা কাজ করবার কম্পালশান আছে কিনা এবং যদি থাকে, তাহলে এ' ভাতা বা বেতন বিবেচনা করা হবে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেটা আমি এক্ষনে বলতে পারছিনা।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার—৯৯

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—অনারেবল স্পীকার, স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৯

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ত্রিপুরার বেকার স্বর্ণশিল্পীদের পুণর্বসতি সম্পর্কে সরকার ত্রিপুরা গেজেটে কি কোন বিধি (রুলস) প্রকাশ করিয়াছেন ?	হঁ্যা।
খ) যদি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে এ বিধি অনুসারে কি কোন বেকার স্বর্ণশিল্পীকে কোন ঋণ বা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ?	না।

গ) বেকার স্বর্ণ শিল্পীদের ছেলে মেয়েদের কি পড়াশুনার জন্য এই বছর কোন সাহায্য দেওয়া হইবে। — হ্যাঁ।

ঘ) যদি না হয় তার কারণ কি? — প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বেকার স্বর্ণশিল্পীদের সাহায্য দেওয়ার জন্য সরকার কোন বোর্ড গঠন করিয়াছেন কিনা?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—বেকার স্বর্ণশিল্পীদের সাহায্য দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। লোনের জন্য এই বাজেটে ৩, ১৫, ০০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে, সেই লোন দেওয়ার জন্য এ্যাপলিকেশান কল্ করা হয়েছিল, তাতে ৪৭১ জন স্বর্ণশিল্পীর দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে এবং তাদের যে দরখাস্ত সেটা বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এ' দরখাস্ত কত তারিখে সাবমিট করা হয়েছিল?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এই দরখাস্ত সাবমিট করার লাস্ট ডেট ফিক্সড করা হয়েছিল ৩১|৩|৬৬।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই দরখাস্তগুলি বিবেচনা করতে আর কত দিন লাগবে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এই বাজেটে টাকার প্রভিশান করা হয়েছে, কাজেই এখন সেগুলি বিবেচনা করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যারা এই সাহায্য পাবে, তারা কতদিনের মধ্যে সেটা আশা করতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সঠিক ভাবে বলা মুসকিল, স্ক্রুটিনি করে, দেখে, স্যাংশান হওয়ার পর পাবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যাদের সাহায্য দেওয়া হবে, পারহেড বা পারফেমেলি কত করে দেওয়া হবে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আমার যতটুকু মনে হয়, মেক্সিমাম পাচ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়ার প্রভিশান আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে দরখাস্তগুলি বিবেচনা করা হবে, কিসের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—রুলস ফ্রেম করা হয়েছে, দরখাস্তে যে সমস্ত কোয়েশচান দেওয়া আছে, সেগুলির ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এই কোয়েশচানগুলির মধ্যে কি কি আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য —মাননীয় সদস্য ইচ্ছা করলে সেই রুলসগুলি পড়ে নিতে পারেন, আমার কাছ থেকে সেটা নিয়ে সেটা পড়ে দেখতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা —কোয়েশচান নাম্বার ৯২

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য —অনারেবল স্পীকার স্যার, কোয়েশচান নাম্বার ৯২

Question	Reply
1) Whether two staff quarters are constructed near Betchhara primary School, Chelagao, under Amarpur Sub-Division.	There is no School of the name of Betcharra primary School under Amarpur Sub-Division
2) If so, whether the quarters have been allotted to the staff concerned ?	Does not arise.
3) If not, the reasons thereof ?	Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, চেলাগাংগের কাছাকাছি কোন স্কুল কনষ্ট্রাকশান এবং কোয়ার্টার কনষ্ট্রাকশান হয়েছিল কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— খোঁজ করে বলতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশীকান্ত সরকার।

শ্রীনিশীকান্ত সরকার :—কোশচান নাম্বার ১১৬

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—অনারেবল স্পীকার স্যার, ইর্ড কোয়েশচান নাম্বার ১ ৬

প্রশ্ন	উত্তর
ক] সরকারী সংস্থার মাধ্যমে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন খাসভূমি বন্দোবস্ত চাহিলে তাহা বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান আছে কিনা, থাকিলে কত সময় লাগে ?	খাস ভূমির জন্য সরকারী সংস্থার মাধ্যমে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের আবেদন পাইলে রাজস্ব বিভাগের যোগে সরকারের অনুমতি ক্রমে ঐ সরকারী প্রতিষ্ঠানকে খাস ভূমি ব্যবহার করতে দেওয়া হইয়া থাকে, কত সময় লাগে পূর্বাহ্নে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়, যেহেতু ভূমির অবস্থান এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্য্যবেক্ষনের উপর সময় নির্ভর করে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে মহারাণী প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টারের জন্য, ডিরেকটার অব হেল্‌থকে দুই বছর আগে এস, ডি, ও, জায়গা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য কোন চিঠি লেখা হয়ে ছিল কিনা ?

Shri Tarit mohan Das Gupta :—Hon'ble Speaker Sir, this is a separate question, so I want separate notice,

Mr. Speaker :--Shri Paromode Ranjan Das Gupta,

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—Question No, 187

Shri Tarit mohan Das Gupta :— Hon'ble Speaker Sri, Starred question No, 187,

Question	Answer,
1] Whether any exploration work has been conducted by the experts to find out petrolium in the year 1966—67,	No
2] if so progress made ?	Does not arise,

Mr, Speaker ;—Shri Abhiram Deb Barma,

Shri Adhiram Deb Barma :- Question No, 194,

Shri Tarit mohan Das Gupta ;—Hon'ble Speaker Sir, Starred question No, 194,

প্রশ্ন	উত্তর
ক) আগরতলা মটরষ্টাণ্ড উন্নয়ন সংঘের পক্ষ হইতে সরকার কোন আবেদন পাইয়াছেন কি ?	না।
খ) মোটরষ্টাণ্ডের উন্নয়নের জন্য সরকারের পরিকল্পনার কোন কোন অংশ সংশোধিত হইয়াছে এবং সংশোধনের কারণ কি ?	নির্দ্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নাই।
গ) পরিকল্পনা রূপায়নে কত দিন লাগিবে ?	উপরের (খ) প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই সম্পর্কে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—আগেই আমি তার উত্তর দিয়াছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এই সম্পর্কে পরিকল্পনা করার প্রয়োজনীয়তা সরকার উপলব্ধি করেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—যখনি প্রয়োজন হয় পরিকল্পনা করা হয়। ইতিপূর্ব্বে ৪০ হাজার টাকা মঞ্জুর করে মোটরষ্ট্যাণ্ডকে ইমপ্রুভ করা হয়েছে। তার জন্য রাস্তার দুই ধারে ড্রেইন করে দেওয়া হয়েছে এবং ড্রেনের উপরে স্ল্যাব দিয়ে যাতে গাড়ীগুলি পার করা যায় তার সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে এবং আর একটি ক্ষেত্রে মোটরষ্ট্যাণ্ডের মধ্যে ২,৭০০ টাকা ব্যয় করে পায়খানা তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। ইউরিন্যাল ইত্যাদি করে দেওয়া হয়েছে এবং যাত্রীদের বসার জন্য ঘরও করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বর্ত্তমানে যে মোটরষ্ট্যাণ্ডটা আছে সেটাকে অনেক মোটর ওনার্সরা মোটর গ্যারেজ হিসাবে ব্যবহার করছেন এবং পাশাপাশি ওয়ার্কসপ ও আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত —নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Sbri Ershad Ali Choudhury

Shri Ershad Ali Choudhury :—198

Shri T M. Dasgupta :—Mr Speaker sir, starred question No 198.

Question	Answer
a) Whether the Govt. of Tripura has any contemplation of upgrading the existing fire services stations to the status of brigade by starting some additional fire service stations in some suitable places of Tripura in order to render better and quick service.	Yes.

শ্রীএরসাদআলী চৌধুরী :—কোন্ কোন্ জায়গাতে এই ফায়ার ব্রিগেড হবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—বর্ত্তমানে আগরতলা, উদয়পুর এবং ধর্ম্মনগরে আছে। কমলপুর, খোয়াই এবং বিলোনীয়াতে করা যায় কিনা তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Chandra Deb Barma,

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—100

Shri T. M, Dasgupta —*Mr*, *Speaker*, sir, starred question No 100

প্রশ্ন—	উত্তর
ক) এপেক্স কো অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটিকে ১৯৬৬-৬৭ সালে কত টাকা সরকারী ঋণ দেওয়া হইয়াছে, এবং উহা কি কাজের জন্য দেওয়া হইয়াছে ?	ক) ১৯৬৬-৬৭ সালে এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে সরকার হইতে কোন ঋণ দেওয়া হয় নাই।

খ) সর্বশেষে ঋণ দেওয়ার পর এ সোসাইটি কি এ টাকায় কোন কাজ করিয়াছেন ?	খ) এই প্রশ্ন উঠেনা।
গ) যদি না করিয়া থাকেন, তাহার কারণ কি ?	গ) এই প্রশ্ন উঠে না ?

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এ্যাপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির নামে কি জুডিসিয়াল কোর্টে কোন মামলা ছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয় এখানে প্রশ্নটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি উত্তর দিয়েছি। যদি এটার উত্তর দিতে হয় তাহলে আমি সেপারেট নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Sri Aghore Deb Barma

Shri Aghore Deb Barma. :—Starred question No. 102

Shri T. M. Das Gupta :— Mr. Spaaker sir, starred question No, 102

Question	Answer
1) Whether the Govt. have instituted cases against certain contractors viz. Santi Barman and Ashutosh Das of Agartala. N. N. Das of Udaipur etc. for employing pakistani laboorers in the construction work of Ambasha Bogafa road,	Information is under collection
2) If so, the year in which the cases are instituted; and	—Do—
3) The present position of the case ?	—Do—

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আণ্ডার কালেকশন বলে তো মন্ত্রী মহোদয় ছেড়ে দিলেন। কত দিন পরে আমার এই প্রশ্নটার উত্তর পাব ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ডেফিনিট ডেট দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ তিনি নাম লিখে আরও এটসেট্রা লিখেছেন : কাজেই সব অনুসন্ধান করে দেখতে হবে এটসেট্রার মধ্যে আরও কি কি আছে ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—কিন্তু কত দিন পরে দেবেন এটা বলবেন না।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই ফিগারগুলি আমাদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পরেই দেওয়া সম্ভবপর হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কোশ্চেনের উত্তর পাওয়ার জন্য কি আমাকে আর একটা কোয়েশচান পুট করতে হবে নেক্সট সেসনে ?

Mr. Speaker :—"When an answer is given that the information is being collected it would be taken as if the Government have asked for postponement and that would be treated as a final postponement for two weeks Such questions will again be fixed after two weeks of the date of the interim answe ." This is the ruling of my predecessor. But the House is not going to sit within 15days This quastion will be taken in the next session as a postponed question

Mr. Spaaker :—Shri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar—169

Shri T, M. Das Gupta :—Mr. Speaker sir, Starred question No, 169

Question	Answer
ক) ত্রিপুরার জিলাশাসক বিভাগের সার্কেল অফিসারগণের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব আছে কিনা ?	ক) হাঁ। নিষেধ আজ্ঞা বলবৎ থাকায় বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব আপাততঃ বিবেচনা বহির্ভূত।
থাকলে কি অবস্থায় আছে ?	

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন নিষেধাজ্ঞাটা কিসের ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া থেকে নূতন কিছু বাড়ানোর বিষয়ে ইমারজেন্সীর পরে একটা ব্যান তারা দিয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে সার্কল অফিসারেরা তাদের সাবোর্ডিনেট র‍্যাঙ্কের লোকদের চাইতেও বেতন কম পান, হেড ক্লার্ক বা হেডক্লার্কদের বেতনের হারের চেয়েও তাদের বেতনের হার কম ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—যার যে রকম বেতন সে তাই পাচ্ছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেবেন কি যে তাদের সাবোর্ডিনেটদের বেতন বেশী থাকায় তাদের কাজ করতে অসুবিধা হয় কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—অসুবিধার কথা আমার জানা নাই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ত্রিপুরার সার্কেল অফিসার-দের নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে অন্যান্য অফিসারদের পে-স্কেল যে ভাবে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের অনুরূপ পে-স্কেল করা হয়েছে, সার্কেল অফিসারদের পে-স্কেল কি ওয়েষ্ট বেঙ্গলের অনুযায়ী করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা, আপনি যে বলেছেন কোয়েশচানের কপি পাননি, আমাদের রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে আপনাকে কোয়েশচানের কপি অফিস থেকে সাপ্লাই করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি কোয়েশচান'এর কপি পেয়েছি কিন্তু তার ভিতর একটা পৃষ্ঠা নাই।

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু লিষ্ট অব কোয়েশ্চান পেয়েছেন ঠিকই কিন্তু তার একটা পাতা নাই। এই ধরনের অফিসের ভুল ভ্রান্তি ইতি পূর্ব্বে ঘটে নাই, ঘটা সঙ্গত বলে ও আমি মনে করি না। আমার এখানে আর একজন সদস্য শ্রীউমেশ লাল সিংহ, তিনিও বিজনেসের কমপ্লিট লিষ্ট পান নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য যে বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, আমি তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার—১৯৯।

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Hon'ble *Speaker Sir* starred question No. 199.

Question	Reply
Whether the Goverment of Tripura has any contamplation to set up at Agartala an office of the Accountant General, for speedy disposal of Government business involving financial and Accounts matters as well as for the interest of the public in general ?	The Branch office has already been set up from 1st march, 1967.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—যে ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হয়েছে, এর দ্বারা ত্রিপুরার সমস্ত কাজ চলে কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সমস্ত কাজ চলে না। যেই যেই কাজ চলছে সেইগুলি হল, পে এণ্ড এলাউন্সেস অব নন-গেজেটেড এণ্ড গেজেটেড অফিসার অব ত্রিপুরা, কন্টিনজেন্সী ইনক্লুডিং গ্র্যান্ট ইন এড, স্কলারশিপ ইত্যাদি।

Mr. Speaker :—To-day there is no Unstarred question.

POINT OF PRIVILEGE

Mr. Speaker :—I have considered the notice of Shri Aghore DebBarma raising question of breach of privilege by the C. M. Shri Aghore debBarma has raised two points :—

1) Refusal by the C. M. to reply to the question No. 77 on 5. 4. 67.

2) Violation of the Speaker's ruling of 30. 3. 67 by the C. M. (vide page —7 of the Procedural Instruments of U. P.)

Regarding (1) above it may be pointed out that C. M. did not refuse to reply to the question. He furnished reply to the question saying that' there is no such road/lane in P. W. D, named Banamalipur to Melarmath road/lane'

Shri Aghore DebBarma on further clarification stated that if C. M. had taken information he could furnish reply to the question and in that case the information would have been correct.

C. M. has replied to the question stating that no such road/lane is there under P. W. D. and C. M. 's is corre.

It should be remembered that the ministers are not obliged to answer to a question in a manner that the member would consider satisfactory. In the Legislative Assembly the rules does not provide any remedy for seeking elucidation on a matter of fact which had not been sufficiently clarified in the answer given, member dis-satisfied with the answer may be

constrained to give notice to raise such a matter as requird under rule 54 of the Rules of Procedure.

In view of the position stated above, the contention of Shri Aghore DebBarma that C. M. has violated the ruling of the Speaker of 30. 3. 67 does not stand.

From all these I am of opinion that there is no prima facie case in the question of breach of privilege raised by Shri Aghore DebBarma.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পর্কে স্যাটিসফাইড হই নাই, তবে ....

Mr. Speaker :—Hon'ble Member. I have given my ruling on your motion so if you want to know further, you will please come to my chamber.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে উনার লিষ্টের মধ্যে লেখা আছে পি, ডব্লু. ডি, কিন্তু আমাদের লিষ্টে লেখা আছে লোক্যাল সেলফ ডিপার্টমেন্ট, যাই হউক তিনি এটার উত্তর দিলেন না। কিন্তু কোয়েশ্চান আমাদের লিষ্ট অব বিজনেছে উঠেছে এবং এটা যখন ইনক্লুডেড হয়ে গেছে, এটার রিপ্লাই দিতে বাধ্য। চীফ মিনিষ্টার যদি নাও দেন, মিনিষ্টার ইনচার্জ যিনি আছেন তিনি বাউণ্ড টু রিপ্লাই। কাজেই সেই হিসাবে এটার উত্তর না দিয়ে আমাকে ডিপ্রাইভ করা হয়েছে বলেই আমি মনে করি।

Mr Speaker —I have discussed this matter in detail with you, and after dicussion I have given this ruling on the question of breach of privilege raised by you, If you get anything to say, you will please come to my Chamber.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আর একটা প্রিভিলেজ মোশান ছিল, সেটা হচ্ছে যখন মিনিস্টার প্রফুল্ল কুমার দাস বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন স্পীকার লাল-বাতী জ্বালিয়ে দেন, তারপর স্পীকার নিজে উনার দৃষ্টি আকর্ষন করার পরও উনি বসে পরেন নাই। আমাদের এ্যাসেম্বলী রুলের মধ্যে আছে যদি লালবাতী জ্বালান হয় তাহলে হয় মেম্বা-রকে বসতে হবে, নয়ত স্পীকারের পার্মিশান নিয়ে বলতে হবে। কিন্তু স্পীকার নিজে বারবার উনার দৃষ্টি আকর্ষন করা সত্ত্বেও উনি বসেন নাই এবং স্পীকারের কথা গ্রাহ্য করেন নাই, বাধ্য হয়ে আমি পয়েন্ট অব অর্ডার তুলে তাকে বসতে বাধ্য করেছি। এই ব্যাপারে আমি একটা প্রিভিলেজ মোশান মোভ করেছিলাম যে এটা কনটেম্পট অব দি চেয়ার, অর্থাৎ স্পীকার নিজে বলার পরও, স্পীকারের কথা অগ্রাহ্য করে তিনি বক্তৃতা করেছিলেন। কাজেই সেটা কনটেম্পট অব দি চেয়ার, এই ব্যপারে আমি এটা মোভ করেছিলাম, কিন্তু স্পীকার এর উপর কোন রুলিং দেন নাই।

Mr. Speaker :—You will have the ruling afterwards.

Laying on the table
The Order No, 22A of the Election Commission :

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is the Laying on the Table the Order No. 22A of the Election Commission as required under sub-section (2) of th e section 11 of the delmitation Commission Act, 1962.

Now, I shall call on Shri Umesh Lal Singh to lay before the House, the Order No. 22A of the Election Commission as requird under section (2) of the section 11 of the delimitation act, 1962.

Shri Umesh Lal Singh :— Hon'ble Speaker, Sir, I beg to lay on the Table of the House, the Order No, 22A of the Election Commission as required under sub-section (2) of the section 11 of the Delimitation act, 1962.

Mr. Speaker :— Hon'ble Members may have their copies from the Office of the Assembly Secretariat.

PRESENTATION OF THE APPROPRIATION AND FINANCE ACCOUNTS FOR 1964-65 AND AUDIT REPORT : 1966

Mr. Speaker :— Next item in the List of Business is presentation of the Appropriation and Finance accounts for 1964— 65 and Audit Report, 1966.

Now, I would request the Hon'ble Minister In-charge of Finance Department to proceed to present before the House the Appropriation and Finance Accounts fo r1964—65 and audit Report, 1966, These stand referred to the Public accounts Cam mittee.

Shri Krishnadas Bhattacharjee .--Mr. Speaker, sir, I beg to present before the House the Appropriation and Finance accounts for 1964—65 and audit Report, 1966.

Mr. Speaker :— Members are requested to collect their copies from the Notice Office.

Reports of the Consideration & Adoption of the Committee,

Mr. Speaker :— Next business of the House, the Second Report of the Public accounts Committee on the Appropriation and the Finance accounts of the Union Territory of Tripura and the Report of the Comptroller and auditor General there on is to be taken into consideration.

Now, I shall call on Shri Upendra Kumar Roy, Chairman to move his motion for consideration of the Report.

Shri U. K. Roy :—Mr. Speaker; Sir, I beg to move that the second Report of the Public Accounts Committee on the Appropriation and the Finance Accounts of the Union Territory of Tripura and the Report of the Comptroller and Auditor General thereon be taken into consideration.

Mr Speaker :—Now any member may speak There is none to speak.

The Question before the House is that the Second Report of the Public Accounts Committee on the Appropriation and the Finance Accounts of th Union Territory of Tripura and the Report of the comptroller and Auditor General thereon be taken into consideration.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice-ayes)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(No-voice)

I think AYES have it, AYES have it. The motion is considered.

Now I shall call on Shri Upendra Kumar Roy, Chairman to move his motion for adoption of the Report.

Shri Upendra Kr. Roy :—Mr, Speaker, Sir, I beg to move that the Second Report of the Committee on Public accounts on the Appropriation and the Finance accounts of the Union Territory of Tripura and the Report of the Comptroller and Auditor General thereon be adopted.

Mr. Speaker :—The question before the House is that the Second Report of Committee on Public Accounts on the Appropriation and the Finance accounts of the Union Territory of Tripura and the Report of the Comptroller and Auditor General thereon be adopted.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice-ayes)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(No voice)

I think AYES have it, AYES have it, AYES have it.

The motion is adopted.

Next business of the House, the Second Report of the Committee on Estimates of the Tripura Legislative Assembly is to be taken into consideration.

Now, I shall call on Shri Sunil Chandra Dutta, Chairman to move his motion for consideration of the Report.

Shri Sunil Ch. Dutta :--Mr. Speaker, sir, I beg to move that the Second Report of the Committee on Estimates of the Tripura Legislative Assembly be taken into consideration.

Mr. Speaker – Now member can speak on this report. No member.

Then the question before the House is that the Second Report of the Committee on Estimates of the Tripura Legislative Assembly be taken into consideration.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice—Ayes.)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(no voice)

I think Ayes have it, Ayes have it, Ayes have it.

The motion is considered,

Now I would call on Shri Sunil Chandra Dutta, Chairman to move his motion for adoption of the Report.

Shri Sunil Ch. Dutta :—Mr. Speaker sir, I beg to move that the Second Report of the Committee on Estimates of the Tripura Legislative Assembly be adopted.

Mr. Speaker :—The qestion before the House is that the Second report of the committee on Estimates of the Tripura Legislative Assebly be adopted.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voice—Ayes.)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(No voice)

I think AYES have it, AYES have it, AYES have it,

The motion is adoptsd.

Next business of the House, the Appropriation (No. 3) Bill, 1967 (Bill No 3 of the 1967) is to be intrcduced in the House. I shall request the Hon'ble Krishandas Bhattacherjee, Minister in-charge of Finance Department to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Appropriation (No. 3) Bill, 1967 (Bill No. 3 of 1967).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Krishnadas Battacharjee, Minister in-charge of Finance Department for leave to introduce the Appropriation (No. 3) Bill 1967 (Bill No. 3 of 1967).

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(No voice)

I think Ayes have it *Ayes* have it, Ayes have it.

The leave to introduce the Appropriation [No. 3] Bill, 1967 [Bill No. 3 of 1967] is granted.

(The Secretary read the long title of the Bill)

Mr. Speaker :—I shall call on Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee, Minister in-charge of Finance Department to move his motion to introduce the Appropriation (No. 3) Bill, 1967 (Bill No. 3 of 1967)

Shri Krishnadas Bhattacherjee —Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce the Appropriation (No. 3) Bill, 1967 [Bill No. 3 of 1967]

Mr. Speaker :—The question before the House is the *Appropriation* [No. 3] Bill, 1967 [Bill No. 3 of 1967] be introduced.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

[voice—*Ayes*]

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

[no voice]

I think *Ayes* have it, *Ayes* have it, *Ayes* have it.

The Appropriation [No. 3] Bill, 1967 [Bill No. 3 of 1967] is introduced.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

মিঃ স্পীকার :—*N*ext item in the List of Business is Private Members' Resolution. I would call on Shri Nishi Kanta Sarkar to move his Resolution that this Assembly is of opinion that—

'সামগ্রিকভাবে কৃষির উন্নতিকল্পে ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় সমবায় সমিতি গঠন পূর্বক সর্বপ্রকার সরকারী ঋণ ও সাহায্য বিলির ব্যবস্থা করা হউক এবং যে সকল সমবায় সমিতি অকেজো হইয়া গিয়াছে সেগুলো পুনর্গঠন করা হউক

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই হাউসের সামনে একটা রিজলিউশান রেখেছিলাম যে—

"সামগ্রিক ভাবে কৃষির উন্নতিকল্পে ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় সমবায় সমিতি গঠন পূর্বক সর্বপ্রকার সরকারী ঋণ ও সাহায্য বিলির ব্যবস্থা করা হউক এবং যে সকল সমবায় সমিতি অকেজো হইয়া গিয়াছে সেগুলো পুনর্গঠন করা হউক।"

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই প্রস্তাব রাখার উদ্দেশ্য হল এই যে, আজকে যদি ত্রিপুরাকে খাদ্যে এবং শিল্পে উন্নত করতে হয়, তাহলে আমি দেখছি যে একমাত্র সমবায়ের মাধ্যম ব্যতীত কোন সরকারী ঋণ বা সাহায্য কৃষকদের দেওয়ার কোন রকম সহজ উপায় নাই। গভর্ণমেণ্ট অবশ্য সাহায্য দিয়ে থাকে, কিন্তু ঠিক ঠিক ভাবে সেই সমস্ত সাহায্য তাদের কাছে পৌঁছায় না। তার দুই একটি দৃষ্টান্ত আমি এখানে দেব। আজকে সরকারী সাহায্য পেতে হলে, কৃষি ঋণ পেতে হলে সার বা বীজ ইত্যাদি পেতে হলে আমাদের অনেকগুলি হাত ঘুরে আসতে হয়। যেমন একটা কৃষি ঋণের দরখাস্ত দেওয়া হল এস, ডি ও অফিসে। সেখান থেকে গেল বি, ডি, ও অফিসে সেখান থেকে গেল গ্রাম সেবকের কাছে। গ্রাম সেবকের কাছ থেকে আবার আসবে বি,ডি,ও অফিসে, সেখান থেকে আসবে এস ডি, ও অফিসে, সেখান থেকে কলশীলে, এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে তার অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়। যদি তাকে এক জোড়া গরু কিনতে হয়, তাহলে তার তিন শত সাড়ে তিন শত টাকা লাগে। কিন্তু এস, ডি, ও দের উপর যে একটা ক্ষমতা দেওয়া আছে তার মাধ্যমে সে একশত, দেড় শত বা উপরে তিন শত টাকা পেতে পারে। কিন্তু সেই টাকায় গরু কিনা হয় না। তা ছাড়া বিভিন্ন দিক দিয়েই তাদের অনেক অসুবিধা হয়। চৈত্র মাসে কৃষক যদি টাকা না পায়. জৈষ্ঠ, আষাঢ় শ্রাবন ভাদ্র মাসে টাকা নিয়ে, সেই টাকা কাজে লাগাতে পারে না। তাই আমি দেখছি এক মাত্র সমবায় সমিতি ব্যতীত কৃষকের প্রয়োজন টাকা আর কেউ দিতে পারবে না। কারণ সমবায় সমিতির যে শেয়ার কেপিট্যাল আছে তার উপর নির্ভর করে এই যে সমবায় সমিতির একজিকিউটিভ কমিটি থাকে, তারা তাদের যা টাকা দরকার মনে করে, সেই টাকা কৃষককে দিতে পারে এবং তার পরে তাদের যে উৎপাদন বা ফসলটা সেই ফসলটা সমবায় সমিতি ঠিক সময়ে তাদের থেকে খরিদ করতে পারে বা গুদাম জাত করতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরায় সমবায় সমিতি অবশ্য আছে, কিন্তু এটা আমরা যখন করি এবং সেই নীতি আমরা যখন গ্রহন করি, তখন ত্রিপুরা

ছিল একরকম। দিন দিনই আমরা বুঝতে পারছি, কৃষকরাও বুঝতে পারছে যে একমাত্র সমবায় সমিতি ছাড়া আর অন্য কোন রাস্তা নাই যে কৃষকরা সময়মত সাহায্য পেতে পারে। কাজেই এই সমবায় সমিতির কথা বলতে যেয়ে আমি একথাই বলব যে আমাদের যে গ্রামপঞ্চায়েত বা গ্রাম সভাগুলি প্রত্যেক সাবডিভিশানে আছে, যদিও তারা ক্ষমতা পায় নাই, পরে পাবে, এখন তারা গ্রামের উন্নয়ন মূলক কাজে অংশ গ্রহণ করছে। গ্রোমোর ফুডের দিক দিয়েও এই সভাগুলি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে যাচ্ছে আমরা দেখছি। তাই আমি বলতে চাই প্রত্যেক গাঁও সভার মধ্যে যদি তাদের দ্বারা সমবায় সমিতির কমিটি করে এবং সেই কমিটির মেম্বার, সেক্রেটারী বা প্রেসিডেণ্ট তাদের যদি সরকারের তরফ থেকে একটা তাড়া দেওয়া হয়, এবং তাদের উপর যদি নির্দেশ দেওয়া থাকে যে তারা গাঁও সভার ভিতর প্রত্যেক কৃষককে সেই কমিটির মেম্বার করবে এবং যে ঋণ তোমরা দেবে সেই ঋণ তোমাদের আদায় উশুল করে দিতে হবে তাহলে কাজের একটা সুবিধা হবে। কারণ সরকারী তরফ থেকে যে ঋণ আদায় করা হয়, সেটা ঠিক সময়ে করা হয় না এবং বিশেষ কিছু চেষ্টা সেখানে হয় না। নিয়ম আছে যে তিন বছর পর্য্যন্ত কৃষকরা টাকা রাখতে পারবে তিন বছর পরে যখন তাদের ঋণ পরিশোধ করবার সময় আসে, সেই সময় সরকারী কর্মচারী বা সরকারী সংস্থার যে সমস্ত কর্মচারী তারাও তাগাদা দেয় না, কৃষকরাও নিজের থেকে সেটা ঠিক ঠিক সময়ে দেয় না। তাই আজকে গাঁও সভার মাধ্যমে যদি এ কাজ করা হয়, গাঁও সভার মেম্বারদের যদি সমবায় সমিতির মেম্বার করা হয় বা সেখানে তারা অংশ গ্রহণ করে, তাহলে তারা ঠিক খোঁজ রেখে কৃষকদের প্রথম ফসল উঠার সময়ে সেখানে পৌছালেই টাকা আদায় করা সহজ হয়ে যায়। আমি বক্তব্যের মধ্যে একথাও রাখতে চাই যে সমবায় সমিতি আছে ঠিকই। যারা সমবায় সমিতির মেম্বার নয়, তাদের কৃষি ঋণের জন্য দরখাস্ত করতে হয় এস, ডি, ও'র অফিসে। ফলে একটা গ্রামের মধ্যে দুইটি সংস্থা থেকে ঋণ দেওয়ার ফলে একটা ঝামেলার সৃষ্টি হয়, তাই আমি বলতে চাই যে গ্রামের ছেলেদের দিয়ে, কৃষকের ছেলে যারা মন, এইট পড়ে বসে আছে. কারণ তাদের চাকরী যোগাড় করতে অসুবিধা হয়, তাদের যদি সেই কমিটিতে রাখা হয় মেম্বার করে এবং যেসব সরকারী কর্মচারী বা ষ্টাফ আছে,সেই সংখ্যা সেখানে আরও বাড়ানো দরকার, এবং সেই জায়গায় যেন তাদের নেওয়া হয়। তা ছাড়া আমরা যে সমবায় সমিতি করি, মূলতঃ তার সংগে সরকারী সংস্থাগুলির সাথে খুব বেশী একটা যোগাযোগ আছে বলে আমাদের মনে হয় না। তার কারণ এই রিলিফের সময় বহু সমবায় সমিতি রিলিফের ডিপার্টমেণ্টের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল এবং অনেক টাকা দেওয়া হয়েছিল। আমি আমার সাবডিভিশানের কয়েকটি সমবায় সমিতির নাম বলব, যেমন চন্দ্রপুর সমবায় সমিতি রিলিফের সময় হয়েছিল, তারপর পটিছড়ি, মহারাণী রাজনগর, এই দিকে একটি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছিল। তেমনি,প্রত্যেক সাবডিভিশানেই আছে, সেগুলির সেক্রেটারী নাকি রিলিফের সুপারভাইজার এবং প্রেসিডেণ্ট এস, ডি, ও, তারা সেগুলির কোন খবরা খবর নিচ্ছেন না এবং এটার সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নাই। অনেকগুলি সমিতি আজকে অকেজো অবস্থায় আছে। সমিতিগুলি ঠিকই আছে কিন্তু সেগুলি কাজ

করতে পারছে না। অনেক টাকা বাকী পড়ে গেছে, আদায় হয় নাই, ফলে সেই কমিটিগুলির দ্বারা কোন কাজ হচ্ছে না। নূতন লোকও সেই কমিটিগুলি নিতে চাচ্ছে না, কারণ তারা বলছে যে এইগুলি সরকারের কাছে অনেক টাকা দেনা আছে। যদি আমরা নূতন করে ঢুকি তাহলে সেই টাকার জন্য আমরা দায়ী হব। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এ' সমিতি গুলি আবার নূতন করে তৈরী করা দরকার। যে টাকা কৃষকের কাছে পাওনা আছে, সেইগুলিও তাহলে আদায় হবে এবং সেগুলি সম্পূর্ণ ভাবে গাঁ সভার মেম্বার নিয়ে যাতে গঠন করা যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রত্যেক সমবায় সমিতির গুদামে যদি কৃষকদের ধান চাল কিনে রাখা হয় এবং কৃষকদের টাকা ইত্যাদি সেই সমবায়ের মাধ্যমে দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় গ্রো মোর ফুডের দিকে সুবিধা হবে এবং কুটির শিল্পেরদিক দিয়েও আমাদের ত্রিপুরা কিছুটা অগ্রসর হতে পারবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ছাড়া আজকে কৃষকদের বাঁচবার কোন উপায় নেই। আমি তার দুই একটা নজীর দিতে পারব, যেমন আদিবাসী এলাকায় মহাজন থাকে। যদি আদিবাসীদের বাঁচতে হয় তাহলে ওদের সমবায় সমিতি করে দিতে হবে এবং ওদের মধ্যে ভাল লোক গ্রাম থেকে এনে তাদের সমবায়ের ভার দিতে হবে এবং তাদের সরকার থেকে এবং সমিতি থেকে ও বেতন দিতে হবে। আমি ব্রজেন্দ্রনগরের কথাই বলব। আমি দুয়েক বার বছরে সেখানে যাই, আমি এই রকম সেখানে দেখেছি যে ছয়গড়া মৌজা, উত্তর বড়মুড়া, পূর্ব্বব্রজেন্দ্র নগর যে খানে আদিবাসী বেশী, সেখানে সারা বৎসরেই পরিশ্রম করে ফসল ফলায় কিন্তু ফসলটা আর তাদের কাছে থাকে না। এইগুলি মহাজনদের কাছে চলে যায়। আমি হিসাব করে দেখেছি যে একটা পরিবারে বৎসরে হতে একশ,' দেড়শ, কি দুইশ' টাকার বেশী লাগে না সেই টাকার বিনিময়ে, তাদের কাছ থেকে ১২০০, ১৩০০, ১৬০০ টাকা পর্য্যন্ত আদায় করা হয়। যদি কোন কারণে ২৫ টাকা বা ৫০ টাকা থেকে যায় তাহলে তার পরের বছর তার ডবলের ডবল তাদের দিতে হয়। আমি দেখেছি যে তাদের নামে কোন গরু নাই। এক এক জোড়াগরুই ২০ জোড়া রেখে, তার গোয়ালেই থাকে গরুগুলি। সেজন্য সে বছরে আট মণ ধান দিবে প্রতি গরুর জন্য, এই হল গরুর অবস্থা। জমিরও তাই অবস্থা। আমি দেখেছি সব দিক চিন্তা করে। তারা শহরে বা এস, ডি, ও, অফিসে খুব কমই আসে। মহাজনের কাছেই তারা যায়। ২০।৩০।৫০ টাকা করে যখনি তার চায় তখনি তারা কৃষকদের দেয়। বৈশাখ, জৈষ্ঠ, আষাঢ় শ্রাবন এইতিন মাস মিলিয়ে দিন প্রতি তারা ২০.৩০ টাকা করে দেয়। আর খবর রাখে পাট ভিজালো কিনা, ধান পাকল কিনা, ব্যস, সংগে সংগে কর্ম্মচারী গিয়ে টেনে হেঁচড়ে সব নিয়ে আসে। সরিষার দর তারা ১০।১৫ টাকার বেশী পায় না, যেটা আজকের বাজারে ৬০ টাকা। তাই আমি বলছি যে কৃষির যদি উন্নতি করতে হয় তবে কৃষকের ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং তাদের ঋণ আদায়ের ও ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের ঋণ আদায় করতে যদি নগদ টাকার বিনিময়ে মাল নেওয়া হয় সমবায় সমিতির মাধ্যমে তাহলে কৃষক তার ন্যায্য দাম পাবে, সরকার ও হাতে ধান পাবেন। তাই আমি বলছি যে এক মাত্র সমবায় সমিতির উপর জোর দিয়ে

প্রত্যেকটা কৃষককে যদি সমবায়ের মেম্বার করা যায় তাহলে খুব ভাল হবে। আজকাল সমবায়ের উপকারিতা ও লোকের মনে কিছুটা ঢুকেছে। কিন্তু আগে আমাদের কতগুলি অসুবিধা ছিল। পুরাতন সমবায় সমিতিগুলি ঠিক ঠিক মত কাজ করতে পারেননি। এই জন্য, নূতন যারা ঢুকেছে তারা চিন্তা করছে যে আগের যে দায়িত্ব ছিল এখন যদি আমরা শেয়ার কিনি তাহলে সরকারের তরফথেকে আমাদের উপর চাপ দিয়ে, যদিও আমরা ঋন নিলাম না তবুও আমাদের কাছ থেকেই সরকার ঋন শোধ নিতে পারেন। এই একটা ভাব আমি দেখছি তাদের ভিতর রয়েছে। কৃষকের কাছে সমিতির যে ঋন আছে, সেই টাকা আদায়ের রাস্তাও আছে। এই সমিতি চালু হয়ে গেলে পরে পত্যেকটা কৃষককে যদি মেম্বার করে নেওয়া যায় এবং তাদের ঋণ অনুযায়ী শেয়ার ক্যাপিটেল বাড়িয়ে যদি সেই সমিতি চালু করা যায় তাহলে আমার মনে হয় সরকারের যে টাকা বা সমিতির যে টাকা কৃষকদের কাছে বাকী আছে সেটাও আদায় হবে এবং কৃষির দিক দিয়ে তারা উৎসাহিত হবে এবং আমাদের গ্রো মোর ফুড প্রোগ্রাম সফল হবে। যে সমস্ত ছোট ছোট ছড়া নালা আছে সেগুলি যদি এ সমিতি বা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খুলে দেওয়া হয় বা কাজ করানো হয় তাহলে আমার মনে হয় কৃষির দিক দিয়ে আমরা উন্নতি করতে পারব এবং এ'গ্রাম প্রধানদের দিয়েও আমরা আনাচে কানাচে ও টিলায় ফসল ফলাতে পারব। যে খানে নাকি ছোট ছোট টিলা আছে বা লুঙ্গা আছে সেগুলি যদি তারা বিশেষ আবিষ্কার করে গভর্ণমেন্টকে জানায় এবং ঐগুলি যাতে ফসলের উপযোগী করা যায় সেই দিকে আমাদের চেষ্টা করা উচিত। তাই বিশেষ কিছু বলছি না, আমার বক্তব্য সব সরকারী সংস্থা থেকে যদি সমবায় এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই কৃষকদের সমস্ত জিনিষ দেওয়া হয় এবং বন্টন করা হয় আর ফসলগুলি সংগ্রহ করা হয়, তাহলে আমার মনে হয় কৃষির দিক দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই এগোতে পারব। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—I call on Shri Bidya Ch. Deb Barma to Partipciate in the debate.

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নিশিকান্ত বাবু যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন আমি সেই প্রস্তাবের পক্ষে বলছি। এইগুলি ন্যায্য। কারণ আমি দেখছি যে সমবায় সমিতির মারফতে যতগুলি ঋণ দেওয়া হয় সেগুলি অতি অল্প এটা সেই সমবায় সমিতির মারফত যদি ঋন বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে কৃষির পক্ষে এবং যা আমাদের খাদ্য ভাণ্ড বাড়ানো যায়। কিন্তু পূর্বে যে নিয়ম ছিল তা খুবই খারাপ এবং এর জন্য যখন সারা ত্রিপুরায় সমবায় সমিতির সম্মেলন হয় তখন আমি নিজেও ছিলাম এবং এই প্রশ্ন এনেছিলাম যে বোম্বে অ্যাক্টে নাকি স্থানীয়ভাবে কোন সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হয় না। কিন্তু আমরা চিন্তা করে বলেছি যে যদি বাইরে থেকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয় তাহলে সেখানে যে ঋন আছে সেগুলি আদায় করা সম্ভবপর হবে না তার পক্ষে। কাজেই যেখানে সমবায় সমিতি গড়ে উঠে সেখানে তখন সমবায়ের সেক্রেটারী হতে হয় স্থানীয় লোককে। তা না হলে সমস্ত ঋণ আদায় করা সম্ভব হবে না। কাজেই এই প্রস্তাব আমরা সেখানে করবার পরে তা বাতিল হয়ে যায়। বাতিল হয়ে যাওয়ার পরে প্রত্যেক সমবায় সমিতিগুলি বাইরে থেকে তাদের সেক্রেটারী নিযুক্ত করে এবং তাদের সর-

কারী তরফ থেকে বেতন দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে তাদের নিযুক্ত করার ফলে তারা সেখানকার ঋণগুলি সম্পূর্ণ আদায় করতে পারে নি। কারণ সমস্ত লোকের সঙ্গে তাদের জানাশুনা নেই। কাজেই কোন লোকটার সঙ্গে মিশলে পরে কি করে আমার সমবায়টাকে উন্নত করতে পারব বা কি করে সমস্ত ঋণটাকে আদায় করে সমবায়ের উন্নতি করা যায় সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। সেই চিন্তা বাইরে থেকে যে আসবে তার নাই। কারণ সে একজন কর্ম্মচারী। সেজন্যই ঋণগুলি আদায় হয় না এবং না হওয়াতে বহু সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে মামলা মোকর্দ্দমা সুরু হয়। কিন্তু মামলা করে কি হবে? এটা তো সমিতির পক্ষে একটা ডিসক্রেডিট। সেজন্যেই অনেকে মামলা করেও না। শেয়ার অনুযায়ী ঋণের পরিমানও যতদুর সম্ভব কম দেওয়া হয়। অল্প ঋণে কোন কাজও হয় না। অথচ বেশী ঋণ দিয়েও টাকা আদায় হয় না। সেই দিক থেকে সমবায় সমিতির বহু টাকা বহুজনের কাছে বাকী পড়ে আছে। তারা তা দিতে পারছে না। দিনের পর দিন এইগুলির সুদ্য সংখ্যা বাড়ছে, যারা ৩০, ৪০ টাকা করে নিয়েছিল তাদের সুদ বেড়ে ৮০, ৯০ টাকায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই এই দিকে চিন্তা করে যদি সরকারী ঋণের পরিমান বাড়ানো না যায়, তাহলে কৃষি কাজে যে সাহায্য হবে, সেটা আমরা আশা করতে পারি না। মহাজনদের শোষণে সমস্ত গরীব কৃষক আজ নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। কাজেই আজকে এই সমবায় সমিতির প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। তা ছাড়া এখানে কতকগুলি আইন সৃষ্টি করা দরকার যাতে যেখানে সমবায় সমিতিগুলি আছে, সেখানে লাইসেন্স ছাড়া কেউ যেন ঋণ বা দাদন দিতে না পারে। এই রকম যদি একটা আইন থাকে, তাহলে মহাজনরা কোন রকম ঋণ বা দাদন দিতে সাহস করবে না। আজকে এই সমবায় সমিতিগুলি যদি ঠিক ঠিক ভাবে চালাতে হয়, তাহলে এই সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে পঞ্চায়েত মেম্বার নেওয়া দরকার, এবং তাদের সরকার থেকে একটা এ্যালাউয়েনস দেওয় যদি হয়, তাহলে তারা এই কাজগুলির দিকে ভালভাবে নজর দিবে এবং কাজের পক্ষে সুবিধা হবে বলে আমি মনে করি। আজকে কৃষকদের বাঁচানোর এক মাত্র পথ সমবায়ের মাধ্যমে তাদের কৃষি কাজের সাহায্য করা। কাজেই আমি বলব যে আমাদের ফসল ফলানোর আন্দোলনকে যদি সফল করতে হয়, তাহলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সমবায় সমিতি গঠন করে কৃষকদের সর্বপ্রকার সাহায্য সহায়তা করতে হবে। এই বলেই, আমি মাননীয় সদস্য নিশিকান্ত সরকার মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন তা সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I call on Shri Abiram Deb Barma.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রীনিশিকান্ত সরকার মহাশয় এখানে যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন; আমি সেই প্রস্তাবের সমর্থনে দুই একটি কথা রাখছি। আমরা প্রতি বৎসর দেখি ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষির উন্নতির জন্য এবং কৃষকেরা যাতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে, তারা যাতে বেশী করে ফসল ফলাবার সুযোগ লাভ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করবার জন্য সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্য সরকার পক্ষ থেকে আবেদন, নিবেদন করে অনেক জাকজমক করে প্রচার করা হয়ে থাকে। কিন্তু আজকে যদি আমরা ত্রিপুরা

রাজ্যের সমবায় সমিতিগুলির দিকে তাকিয়ে দেখি, তাহলে কি দেখি ? ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমবায় সমিতিগুলি আছে, সেই সমবায় সমিতিগুলির আজকে শুধু সাইন বোর্ড ছাড়া আর কিছু নাই। এর দ্বারা কৃষকরা উন্নতি লাভ করেছে, কৃষি ফলাবার কাজে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, সে সুবিধা লাভ করে ত্রিপুরা রাজ্যে যে খাদ্য সমস্যা সেই সমস্যাকে সমাধান করার কাজে কতটুকু সহায়ক হচ্ছে, আজকে এই সমিতিগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলেই তার সঠিক চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে। সমবায় আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে তথা গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে দরকার এবং সেটা অপরিহার্য্য, একথা কেউ অস্বীকার করেননা' সবাই স্বীকার করেন। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে কৃষক, যারা আজকে ফসল ফলাচ্ছে, নিরন্ন মানুষের মুখে যারা আজকে দুই মুঠো ভাত তুলে দিচ্ছে, এই কৃষকদের যদি আজকে ফসল ফলাবার কাজে সুযোগ দিতে হয়, তাদেরকে যদি বিভিন্ন উৎপাদনের কাজে বিভিন্ন দিক দিয়ে সহায়তা করতে হয়, তাদেরকে যদি উৎসাহ দিতে হয়, তাহলে এই সমবায় সমিতিগুলিকে সবচেয়ে আগে জোর করে তুলতে হবে। এই সমবায় সমিতিগুলি যাতে করে আজকে কৃষকের সাহায্য, কৃষকের ফসল উৎপাদনের কাজে পুরোপুরি ভাবে সহায়তা করতে পারে, সেই দিকে লক্ষ রাখা দরকার। কাজেই এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীনিশিকান্ত সরকার মহাশয় যে প্রস্তাবটা এনেছেন, আমি তার সমর্থনে একথা বলতে চাই এবং জোরের সংগে দাবী রাখতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের সমিতিগুলিকে যাতে করে কৃষকের ফসল ফলাবার কাজে সহায়তা করতে পারে সেই দিকে নজর রেখে গড়ে তুলা দরকার এবং পুরোপুরি ভাবে সাহায্য দেওয়ার দরকার। যে সমস্ত সমবায় সমিতি ত্রিপুরা রাজ্যে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে, সেগুলির পুনঃ সংস্কার করে, যাতে করে কৃষকের ফসল উৎপাদনের কাজে সহায়ক হতে পারে সেই দিকে নজর রাখার জন্য আজকে আমি এই হাউসে দাবী রাখছি। পঞ্চায়েত গঠন আজকে পাঁচ বছর গত হতে চলেছে, সম্ভবতঃ দুই এক মাসের মধ্যে আবার নির্বাচন হবে, কিন্তু এই পাঁচ বছরের মধ্যে এই পঞ্চায়েত গ্রামের জনসাধারণের কতটুকু উপকার করতে পেরেছে বা গ্রামের জনসাধারণের হয়ে কতটুকু কাজ করতে পেরেছে, গ্রামের কৃষক ভাইদের জন্য কতটুকু সুবিধা করতে পেরেছে এবং গ্রামের কৃষক ভাইদের ফসল ফলানোর কাজে কতটুকু সাহায্য করতে পেরেছে, আজকে যদি আমরা এই পঞ্চায়েতে পাঁচ বছরের কাজের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাহলে দেখতে পাব, কিছুই করতে পারেনি। কারণ পঞ্চায়েতের উপর এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, রেশন কার্ডের মন্তব্য করার কাজ ছাড়া এবং গরু বিক্রির রসিদ দেওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয় নাই। এই অবস্থায় যদি এই পঞ্চায়েতগুলিকে ফেলে রাখা হয়-ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ দীর্ঘদিন আন্দোলন করে এই গ্রাম পঞ্চায়েত এনেছেন, তাদের গ্রামের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কৃষির বিভিন্ন কাজের সাহায্য পাবার জন্য। কিন্তু আনার পর আমারা কি দেখি, আজকে এটা একটা সাইন বোর্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে- এটার কোন ফাংসান নাই, তাকে কোন ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছেনা, ফলে এই

গুলি কোন কাজ করতে পারছে না। কাজেই আমি মনে করি গ্রামের যে সমস্ত কৃষকেরা, মহাজনদের শোষণে শোষিত হয়ে দিনের পর দিন নিঃস হতে চলেছে, আজকে তারা জমি থেকে উৎখাত হতে চলেছে, অ দিবাসী ভাইরা, ত্রিকিউভি ভাইরা এই মহাজনদের কবলে পড়ে আজকে যারা নিঃস হতে চলেছে সেই সম্প্রদায়কে যদি রক্ষা করতে হয়, সামগ্রিক ভাবে কৃষির উন্নতির কাজে তাদেরকে যদি নিয়োগ করতে হয়, তাহলে সমবায় এবং পঞ্চায়েতকে সংস্কার করার দরকার। পাঞ্চায়েত ও সমবায়কে সংস্কার করে কৃষকের সাহায্য, কৃষকের উৎপাদনের কাজে সম্পূর্ণ ভাবে সাহায্য করার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীমিশিকান্ত সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি এটাকে সমর্থন করে হাউসের সামনে এই দাবী রাখতে চাই যে যত শীঘ্র সম্ভব এই সমবায় সমিতিগুলিকে সংস্কার করে এই যে শোষিত, বঞ্চিত কৃষককুল তাদের সাহায্যে যাতে এগিয়ে আসতে পারা যায়, সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। কারণ কৃষক আজ দেশের মেরুদণ্ড, তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে আমি আশা করি এই হাউস এই প্রস্তাবকে পাশ করতে চেষ্টা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি একথাও রাখতে চাই যে যখনই আমরা কোন জনহিতকর কার্য বা কৃষকদের সুবিধার জন্য, কৃষকরা যাতে যথা সময়ে কৃষি ঋণ পায়, তাদের জমিতে ফসল ফলাবার জন্য সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে, এই রকম প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছি, তখনই রুলিং পার্টি সেটা ভোটে বাতিল করেন এবং সেটা কার্যতঃ কোন রূপ নেওয়ার সুযোগ পায় না। আমি মনে করি আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্য সমস্যার দিকে তাকিয়ে এবং এই শোষিত বঞ্চিত কৃষককুলের দিকে তাকিয়ে অন্ততঃ আমাদের সবাই এই প্রস্তাব সাপোর্ট করা উচিত যাতে করে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দিয়ে এবং সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ দিয়ে যাতে কৃষকের ফসল উৎপাদনের কাজে সহায়ক হতে পারি। সেই দিকদিয়ে লক্ষ্য করে আমি এই হাউসের কাছে খুব জোরের সঙ্গে দাবী রাখতে চাই যে সরকার যাতে কঠোর দৃষ্টি দিয়ে এই কাজে হাত দেন। সমবায় সমিতিগুলির যে সমস্ত পরিচালক মণ্ডলী আজকে ঋণের টাকা বিভিন্ন ভাবে অপচয় করছে এইগুলি ঠিক মত তদন্ত করে যাতে তাদের দুর্নীতিগুলি দমন করা যায় সেই জন্য আমি এই হাউসের কাছে দাবী রাখতে চাই। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য এবং আগামী দিনে যাতে ত্রিপুরা রাজ্য খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের উচিত হবে এই প্রস্তাবটাকে কার্যকারী করা এবং এই প্রস্তাবটাকে পাশ করা। আমি মাননীয় সদস্য মিশি বাবুর এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker I call on Hon'ble Minister *Sri* Tarit Mohan Das Gupta.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে যাতে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নতি হয় এবং এক দিকে যেমন নাকি কৃষির উন্নতি হয় এবং আর এক দিকে কৃষিজাত দ্রব্য যাতে সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিক্রি হয় তার যে লাভ বা মুনাফা হবে সেটা যাতে কৃষকের হাতে পৌঁছায় এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা যাতে তাদের মুনাফা কম করতে পারে সেই

জন্য সমবায়ের আবির্ভাব হয়েছে। সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই সমবায়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে। যদিও ত্রিপুরা রাজ্যের সমবায়ের ইতিহাস অতি অল্প সময়ের তবুও এই অল্প সময়ের মধ্যে ত্রিপুরায় অনেকগুলি সমবায় গঠিত হয়েছে। কিন্তু গঠিত হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য এবং মুলধনের অভাবের জন্য যতগুলি সমবায় গঠিত হয়েছে তার সবগুলি কাজ করতে পারেনি। অনেক জায়গায় হয়ত অর্থ পেয়েছে কিন্তু পরিচালন বা অন্যান্য আনুসাংগিক ত্রুটির জন্য যতখানি সফল হওয়া উচিত ছিল তারা ততখানি সফল হতে পারে নি। কোন জায়গায় যেগুলি নাকি কৃষিঋণ দানকারী সমবায় সমিতি সেগুলি যে ঋণ দিয়েছে সেই ঋণ আর আদায় করতে পারে নাই। সেজন্যই সেই সমবায় সমিতিকে আর অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া সম্ভবপর হবে না। কাজেই যে ঋণ সরকার থেকে দেওয়া হচ্ছে সেই ঋণ একবারে অফুরন্ত নয়। ঋণ দানের অর্থ হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাউকে কিছু টাকা দেওয়া এবং সেই সময় অন্তে সে সেই টাকা ফিরিয়ে দেবে, আবার যখন তাদের নেওয়ার প্রয়োজন হবে তখন আবার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেবে। কিন্তু এখানে অনেক ক্ষেত্রেই ঋণ ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। যারা পরিচালক হিসাবে ছিলেন তারা হয়ত নিজেরা গোলমাল করেছেন যার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি রুজু করা হয়েছে। একদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে সমবায় গঠিত হয়েছে। কিন্তু গঠন করার আগে এটা দেখা হয় নি যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এই সমবায় সমিতিগুলি বাস্তবে টিকে থাকতে পারে কিনা। কাজেই একটা সমবায় সমিতি যদি করতে হয় তাহলে যে কয়জনের এর সঙ্গে জড়িত থাকতে হবে তাদের অন্ততঃ একটা পরিপূর্ণ জীবিকার ব্যবস্থা সেই সমবায়ের মধ্য থেকে থাকা উচিত। সেটা যদি না থাকে তাহলে সৎভাবে সেই সমবায়ে কাজ হয় না কাজেই তার যে অতিরিক্ত কাজের ব্যবস্থা সেটাও থাকা দরকার। অর্থাৎ কোন সমবায় যদি এমন হয় যে ৫,০০০ টাকা মুলধন নিয়ে সে কাজ আরম্ভ করে এবং শুধু একটাই তার কাজ হয় তাহলে তার দ্বারা যে আয় হবে সেই আয়ে তার একটা লোকের আনুসাংগিক জীবিকা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, অন্ততঃ কোন কোন ক্ষেত্রে ধরতে হবে যে শতকরা ১০ ভাগ টাকা ফিরে আসবে না সেই ক্ষেত্রে সেখানে লাভের অসুবিধা থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে টাকা বিনিয়োগ করে আগের লোক চলে গিয়েছে। সেখানে সেই টাকা আদায়ে কোন পথ থাকল না। আজকে সমবায় ত্রিপুরাতেই নয়, সারা ভারতবর্ষেই আছে এবং সকল জায়গাতেই এমন কিছু কিছু দেখা যায়, যে সমস্ত সমবায় ঠিক তাযাবেল হয়ে টিকে থাকতে পারছেনা. তার যতটুকু ব্যবসা সমবায়ের মাধ্যমে হওয়া উচিত ছিল ঠিক ততটুকু ব্যবসা হচ্ছে না। কাজেই ভারতবর্ষের সমবায় আন্দোলনের ধারাকে আবার নুতন করে পর্যালোচনা করতে হচ্ছে এবং কোথায় তার ত্রুটি কেন কি হচ্ছে সেটা দেখতে হবে এবং সেটাও জানি যে সমবায় শুধু একটা কাজ নয় সমবায় হতে শুধু ঋণদান বুঝায় না, তার আরও আনুসাংগিক কাজ আছে, ব্যবসা বাণিজ্য আছে, যার জন্য মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ আছে, সার্ভিস কো-অপারেটিভ আছে, বিভিন্ন ধরণের অংশগুলি যাতে কাজ করতে

পারে; তা না হলে অসুবিধা দেখা দেয়। ঋণের জন্য একটা কে অপারেটিভ হল, আবার সেই গ্রামে যদি পাট হয় বা অন্য কোন ক্রপস হয় অথবা অন্য ধরনের কোন ব্যবসা বাণিজ্য করবার সুযোগ থাকে সেগুলিও তাকে করতে হবে। তা না হলে একটা কো-অপারেটিভ টিকতে পারে না। কাজেই সার্ভিস কো-অপারেটিভ হোক বা অন্য কোন কো-পারেটিভ হোক তার মধ্যে একটা রূপান্তরের প্রয়োজন হয়। মাননীয় সদস্য শ্রীনিশিকান্ত সরকার বলেছেন যে রিলিফের কতকগুলি কো-অপারেটিভ আছে, তার মধ্যে কোন কাজ হচ্ছে না। সুতরাং খতিয়ে দেখতে হবে কেন কাজ হচ্ছে না। এমনও হতে পারে যে এ' কো-অপারেটিভগুলি ঋণভারে জর্জরিত এবং মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন যে এইগুলিকে রিভাইব করা দরকার। রিভাইব কথাটা বলতে গেলেই দেখা যায় ঋণ দানের দায়িত্ব এই কো-অপারেটিভগুলির থাকছে। যদি পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা যায় যে এই কো-অপারেটিভগুলির এমন কোন এ্যাসেট নাই বা এমন কোন ব্যবস্থা নাই যার দ্বারা এই-সব ব্যবস্থা করে ঋণ পরিশোধ করতে পারে, এই ধরনের যে কো-অপারেটিভ আছে তাদিগকে লিকুইডেট করে দেওয়াই সংগত। কারণ তাদিগকে যদি লিকুইডেট না করা হয় তাহলে এই ঋণের একটা অংশ এসে পরবর্তী কোঅপারেটিভের মধ্যে পড়বে। যেগুলির দেখা যায় যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্ট্যাবিলিটি নাই তাদিগকে বাঁচিয়ে রাখার আর কোন উপায় থাকে না। সেই রকম ক্ষেত্রে তাদিগকে একেবারেই লিকুইডিশনে দিয়ে নূতন করে কো-অপারেটিভ করা উচিত। তা না হলে সামান্যতম ঋণ থাকলেই সেই ঋণের বোঝা পরবর্তী যারা আসবে সেটাকে যদি আইনগত ভাবে পরিস্কার করে না দেওয়া হয় তাহলে পরে যারা আসবে ব্যক্তিগতভাবে সভ্যদের দায়িত্ব থাকবে, তাদের যে শেয়ার ক্যাপিটেল থাকবে তার মধ্যেই সেটা সীমাবদ্ধ থাকবে, তার বেশী যারা মেম্বার আছেন তাদের থাকবে না। কিন্তু পরিচালক যারা আছেন তাদেরও দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকবে। যদি তাদের ব্যক্তিগত দোষ ত্রুটির জন্য টাকা নষ্ট হয় তাহলে আইনসংগতভাবে তাদের যে দায়িত্ব থাকা উচিত তা তাদের থাকবে। কাজেই সেই দিক দিয়ে যে সমস্ত কো-অপারেটিভগুলি ইকনমিক্যালি ভাইয়েবল হচ্ছে না, সেইগুলিকে লিকুইডেশানে দেওয়া উচিত। এবং লিকুইডেশানে দেওয়াই ভাল বলে আমি মনে করি। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে নূতন ভাবে সমস্তগুলিকে পর্যালোচন করে দেখা হচ্ছে। তার মধ্যে ইকনমিক্যালি ভাইয়েবল যেগুলিকে করা যায়, সেগুলিকে রক্ষা করা হবে এবং সেগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। যখন কো-অপারেটিভগুলি হয়, তখন পঞ্চায়েত গঠিত হয় নি। পঞ্চায়েত গঠন হওয়ার আগেই অনেক গ্রামাঞ্চলে দেখা যাবে যে দুই তিনটি করে কো-অপারেটিভ গঠিত হয়ে বসে আছে এবং কোন কোন জায়গায় কো-অপারেটিভের জুরিসডিকশান এত বড় করা হয়েছে সেটা প্রায় থানা অঞ্চল জুড়ে কো-অপারেটিভ হয়েছে। কাজেই সেই ক্ষেত্রে সমস্ত জিনিষটাকে পর্যালোচনা করা উচিত এবং পর্যালোচনা করে কতকগুলিকে একেবারে লিকুইডেশানে দেওয়া উচিত এবং কতকগুলি যেগুলি ভাইয়েবল আছে,

অর্থনৈতিক সংগতি আছে, এসেট্ আছে, তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। কাজেই এই ধারনার পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রস্তাবটা আজকে এসেছে, তার মধ্যে প্রস্তাবের উদ্দেশ্য খুবই ভালো কিন্তু তার মধ্যে কিছু অসংগতিও রয়েছে। এখানে যেটা বলা হয়েছে যে সবগুলিকে পুনর্গঠন করতে হবে, তাহলে দেখা যায় সবগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমি শুধু দেখাবার জন্যই বলছি, সবগুলি পুনর্গঠন করা ঠিক হবে না বা যাবে না, কতকগুলি লিকুইডাশনে দিতে হবে। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে ফোর্থপ্ল্যানে কো-পারেটিভকে নুতন ভাবে ঢেলে সাজবার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই নীতি গ্রহন করা হয়েছে যে প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে কো-অপারেটিভ যাতে বিস্তাইভ করা যায়। কাজেই মূল যে লক্ষ্য নিয়ে এ প্রস্তাব আনা হয়েছে সরকার সে দিকে লক্ষ রেখে কাজ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলব মাননীয় সদস্য যিনি এই প্রস্তাব মুভ করেছেন, তাকে এই প্রস্তাব উইথড্র করার জন্য। প্রস্তাবকে আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য পঞ্চায়েতের কথা বলেছেন। কিন্তু এর মধ্যে একটা ফারাক আছে। পঞ্চায়েত এলাকায় কো-অপারেটিভ হবে, পঞ্চায়েতের কাজ পঞ্চায়েত করবে, আর কো-অপারেটিভের কাজ কো-অপারেটিভ করবে। পঞ্চায়েতের সারা সদস্য তারা কো-অপারেটিভের সভ্য হতে পারেন এবং সভ্য হয়ে সেই কো-অপারেটিভকে পরিচালনা করতে পারেন। কাজেই সেই দিক দিয়ে এই ধরণের কো-অপারেটিভ অবজেক্টিভ আছে, সেখানে পঞ্চায়েত সদস্যরা কাজ করতে পারেন, তাতে কোন বাধা নাই। কাজেই বর্তমান অবস্থায় আমি যে ব্যাকগ্রাউণ্ড দিয়েছি তার পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে সরকার তরফ থেকে এই চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে আবার কো-অপারেটিভ নুতন করে বিস্তাইভ করে এবং প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত এলাকা যাতে ইকনমিক্যালি ভাইয়েবল ইউনিট হয়, যদি কোন ক্ষেত্রে না হয়, সেখানের অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তন করে সেটা করা হবে, তার প্রচেষ্টা এই চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রয়েছে। কাজেই তার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য শ্রীনিশিকান্ত সরকার যে প্রস্তাবটি মুভ করেছেন, তাকে আমি অনুরোধ করব, তিনি যেন আমার এই বক্তব্যের পরে তার এই প্রস্তাবটা প্রত্যাহার করে নেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে কথা বললেন যে পঞ্চায়েত এবং সমবায় সমিতিগুলি পুনর্গঠন করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, এর পর আমি আমার প্রস্তাব উইথড্র করে নিচ্ছি।

Mr. Speaker :—I think, I shall have to take the leave of the House. The question before the House is that the leave be granted to withdraw the Resolutionmoved by Shri Nishi Kanta Sarkar that this Assembly is of opinion that—

'সামগ্রিকভাবে কৃষির উন্নতিকল্পে ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সমবায় সমিতি

গঠন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার সরকারী ঋণ ও সাহায্য বিলির ব্যবস্থা করা হউক এবং যে সকল সমবায় সমিতি অকেজো হইয়া গিয়াছে সেগুলো পুনর্গঠন করা হউক'।

As many as are of that opinion will please say 'Ayes' (Voice 'yes).

As many as are of contrary opinionwill please say 'Noes' (No Voice)

Mr, Speaker :—I think, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, Ayes have it,

The Resolution is withdrawn with the leave of the House

The House stands adjourned till 11 A. M. on Tuesday the 11th April, 1967.

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

11th. April, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. Tuesday the 11th April. 1967.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, Four Ministers, one Deputy Minister, and tweenty one Members.

QUESTIONS

MR. SPEAKER :—To-day in the List of Business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Short Notice Question, Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A.

SHRI ABHIRAM DEB BARMA : - Question No. 211

SHRI TARIT MOHAN DAS GUPTA :—Hon'ble Speaker, Sir, Short notice Question No. 211.

প্রশ্ন—	উত্তর—
ক) বিলোনীয়া হইতে প্রচুর ধান চাউল পাকিস্তানে চালান হইতেছে, সরকার ইহা অবগত আছেন কি ?	এইরূপএকটা অভিযোগ সরকারী কর্মচারীদের গোচরে আসিয়াছিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট ঘটনা এখন পর্যন্ত গোচরে আসে নাই।
খ) যদি অবগত থাকেন, তবে এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে ?	ধান চাউল যাহাতে পাকিস্তানে গোপনে চালান না হয়, তজ্জন্য পুলিশ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা হইয়াছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কি তদন্ত করবার জন্য প্রস্তুত আছেন, এইরকম ঘটনা হচ্ছে কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—এই প্রশ্ন উঠে না, তার কারণ হচ্ছে সীমান্তে অলরেডি নূতন আরও তিনটি চেক পোষ্ট খোলা হয়েছে যাতে ধান চাউল স্মাগলিং হতে না পারে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—ইহা কি সত্য যে বি ও. পি. পুলিশরা এই ব্যাপারে সহায়তা করছেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—সত্য বলে আমি জানিনা।

মিঃ স্পীকার :—স্টার্ড কোয়েশ্চান। শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— কোয়েশচান নাম্বার ৪১

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—অনারেবল স্পীকার, স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নম্বার ৪১।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) আগরতলা দুর্গাবাড়ীতে বর্ত্তমানে কতটি উদ্বাস্তু পরিবার আশ্রয় লইয়াছেন?	আগরতলা দুর্গাবাড়ীতে বর্ত্তমানে উদ্বাস্তু পরিবার নাই।
খ) এই সকল উদ্বাস্তু পরিবার দুর্গাবাড়ী হইতে কোন উদ্বাস্তু শিবিরে পাঠানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?	উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন পরে না।
গ) এই সকল উদ্বাস্তু পরিবার সরকার হইতে কি কি সাহায্য পাইয়া থাকে?	উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন পরে না।
ঘ) ইহাদের এইভাবে সহরের বুকের উপর থাকার ফলে শহরের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইতে পারে, একথা সরকার স্বীকার করেন কি?	
ঙ) যদি স্বীকার করেন, তবে ইহাদের কোন শিবিরে প্রেরণ করিবেন কি?	

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন, এ' দুর্গাবাড়ীর উদ্বাস্তু যাদের অরুন্ধুতিনগরে পাঠান হয়েছে, তাদের জন্য কোন ঘরের ব্যবস্থা করা হয় নাই।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—যখন পাঠান হয়েছে, তখন ঘর'এর ব্যবস্থা করা হয় নাই, কিন্তু তাদের থাকার জন্য সেখানে যে পঞ্চায়েত ট্রেনিং শিবির আছে, সেই শিবিরটা তাদের ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে এবং পরে তাদের জন্য ঘর এবং অন্যান্য ব্যবস্থা করার জন্য ব্যবস্থা চলছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন, সেখানে তাদের কোন ডোল বা রেশন দেওয়া হচ্ছে না?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—এদের মধ্যে যারা প্রকৃত উদ্বাস্তু বলে প্রমাণিত হয় তাদেরকে দেওয়ার বিধান আছে, এর বেশী জানতে হলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যাদের উদ্বাস্তু হিসাবে গণ্য করা হয়েছে তাদের কোন কোন জায়গায় কত পরিবার আজ পর্যন্ত পাঠান হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত ঃ—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, নবাগত উদ্বাস্তুদের যে তাতিয়াচড়া ক্যাম্পে পাঠানোর কথা ছিল, তাদের পাঠানো হয় নাই কেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত ঃ—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, প্রকৃত উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা কি, কাদের উদ্বাস্তু বলে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—যারা মাইগ্রেশন নিয়ে এসেছে তাদের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নাই, এছাড়া যারা বে-আইনি পথে এসেছেন তাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখতে হয়, তারা স্থানীয় লোক কি না, দুই তিনবার নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন কিনা, এই সব অনুসন্ধান করে দেখতে হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আজ পর্য্যন্ত কত পরিবার দুর্গাবাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ– মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, দুর্গাবাড়ী ক্যাম্প সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাস গুপ্ত ঃ— বর্ত্তমানে ইহা বন্ধ আছে

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ত্রিপুরার বাইরে নবাগত উদ্বাস্তুদের পাঠানোর যে পরিকল্পনা ছিল সেটা কি পরিত্যক্ত হয়েছে, যদি করা হয়ে থাকে, তবে কেন করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িত মোহন দাস গুপ্ত ঃ— পরিত্যক্ত হয়নি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে, তাদের সম্পর্কে সরকারের কি পরিকল্পনা আছে ?

শ্রী তড়িত মোহন দাস গুপ্ত ঃ— অন্য রাজ্যে তাদের যখন পাঠানো হয়, তারা যখন তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেন, তখনই এখান থেকে লোক যাওয়ার জন্য বলেন এবং সেই ভাবে লোক পাঠানো হয়।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলাতে পারেন, যাদের প্রথম ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিল, তাদেরকে এই রাজ্যে আবার পুনর্বাসন ইদানীং দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রী তড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— আমি নোটিশ চাই ।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা :— ১৯৬৬ সাল থেকে এই পর্য্যন্ত ত্রিপুরার বাইরে কত পরিবারকে পাঠানো হয়েছে ?

শ্রী তড়িৎমোহন দাস গুপ্ত :— এটা ঠিক এই প্রশ্নে আসে না, তবে এইমাত্র যে ফিগার পেয়েছি, সেটা মাননীয় সদস্য'এর অবগতির জন্য এখানে বলছি । জুলাই মাসে ৬৫টি ফেমিলি এসেছিল, লোকসংখ্যা হচ্ছে ৩৮৩ জন, ফেব্রুয়ারী মাসে ১৭৬টি ফেমিলি এসেছিল, লোকসংখ্যা ১০৬৪, মার্চের মধ্যে ২৯৭টি ফেমিলি এসেছিল, লোকসংখ্যা ৬৩১ ।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :— বর্ত্তমানে যে পরিবার এখানে আছে, তাদের কি এখানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে না অন্যত্র পাঠানো হবে, এই সম্পর্কে সরকারের কোন সিদ্ধান্ত আছে কিনা ?

শ্রী তড়িৎমোহন দাস গুপ্ত :— এখনও স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :— স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কতদিন লাগবে সরকারের ?

শ্রী তড়িৎমোহন দাস গুপ্ত :— বাইরে কি পরিমাণ লোক পাঠানো যায় সেটা দেখা হচ্ছে । সেটা দেখার পর পরবর্ত্তী পর্য্যায় ভাবা যাবে ?

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :— বর্ত্তমানে যে সমস্ত উদ্বাস্তু ক্যাম্পে আছে তাদের কত করে ডোল দেওয়া হচ্ছে পার ফ্যামিলি ?

শ্রী তড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :— এর আগেও মিটিংএ আমার মনে হয় ফিগার দেওয়া হয়েছে কিন্তু আজকে আমার কাছে ফিগার নাই । আমি নোটিশ চাই ।

MR SPEAKER :—Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—Starred Question No. 120

SHRI T. M. DASGUPTA :—Mr. Speaker Sir, Starred Question No. 120.

Question	Answer
1) Whether UNICEF vehicles are used as Staff Car ;	1) UNICEF Vehicles are used for purpose for which it is meant

Question	Answer
2) If so, whether it is permissible by in the rules framed by the Government of Tripura ;	2) Does not arise.
3) If not, what step the Government proposed to take in the matter ?	3) Does not arise.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই ইউনিসেফ গাড়ী কিসের জন্য আনা হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—ইউনিসেফের কতগুলি গাড়ী বিভিন্ন উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। যেমন কতগুলি দেওয়া হয়েছিল প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের জন্য, সেইগুলি প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে ব্যবহার করা হচ্ছে।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে ইউনিসেফ গাড়ীগুলি মেডিকেল ডিপার্টমেণ্টের জন্য আনা হয়েছিল না পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেণ্টের জন্য আনা হয়েছিল ?

শ্রী তড়িৎমোহন দাস গুপ্ত :—ডুটোর শার্প ডিস্ট্রিংশন আমি এর ঠিক উত্তর দিতে পারব না। প্রাইমারী হেলথ সেন্টার কতগুলি ফ্যামিলি প্ল্যানিং ওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত আছে, মেটারনিটি ওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত আছে, সেইভাবে এসে পৌঁচেছে। কাজেই তার কতটা পাবলিক হেলথের কতটা মেডিকেলের এক্ষুণি সে বিষয়ে কোন ফিগার আমার কাছে নেই।

শ্রী অঘোর দেববর্মা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ইউনিসেফ গাড়ী কতটি আছে এবং কোন কোন জায়গার মধ্যে আছে প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার, ডি, এম, ও জি, বি, মিলিয়ে ?

শ্রী তড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :— আমার এখানে গাড়ীর নাম্বার দেওয়া আছে, ইউনিসেফ বলে লিখা নাই। আমি স্মৃতি থেকে বলছি, ৬টা গাড়ী প্রথম ব্যাচে আসে, পরে ম্যালিরিয়ার জন্য ১টি বা ২টি গাড়ী আসে। অন্যগুলি প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারের জন্য আসে। গাড়ীর পাশে ইউনিসেফ লিখা না থাকার জন্য আমি ঠিক বলতে পারছি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই ইউনিসেফ গাড়ীগুলি কোথায় আছে? আগরতলায় আছে, না অন্য কোন জায়গায় আছে এবং থাকিলে কোন কোন জায়গায় আছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এখন রিপেয়ারের জন্য দুটো এখানে আছে, আর বাকীগুলি মোহনপুর, বিশালগড়, পানিসাগর প্রভৃতি জায়গায় আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বর্তমানে কয়টি ইউনিসেফের গাড়ী চালু আছে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি বলেছি বর্তমানে দুইটি গাড়ী রিপেয়ারে আছে।

MR SPEAKER :—Shri Nishi Kanta Sarker.

SHRI NISHI KANTA SARKER :—Starred Question No 168.

SHRI T. M. DASGUPTA :—Hon'ble Speaker, Sir, starred question No. 168.

Question	Answer
উদয়পুরে ওয়াটার সাপ্লাই পরিকল্পনার কাজ কবে পর্য্যন্ত আরম্ভ হইবে?	উদয়পুরে জলসরবরাহ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করার কোন সঠিক তারিখ এখনও নির্দ্ধারণ হয় নি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—পরিকল্পনা বা স্কীমটা কত বৎসর আগে করা হয়েছিল?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—থার্ড ফাইভ ইয়ারের মধ্যেও কিছু টাকা জল সরবরাহের জন্য ছিল। নানা কারণে সেটা হয় নি। পরে একটা রিভাইজড এস্টিমেট করা হয়. আমি যতদূর জানি, থার্ড ফাইভ ইয়ার প্লানে যে টাকাটা ছিল তার পরিমাণ ২ লক্ষ টাকা পরে তার দ্বারা পরিপূর্ণ কাজটা হয় নি বলে বর্তমানে সমস্ত পরিকল্পনা নিয়ে ৭,২০,০০০ টাকার একটা এস্টিমেট প্রস্তুত করা হয়েছে। সেটা এখন যন্ত্রবিদ্যা সংক্রান্ত এবং বিবেচনাধীন আছে। বিবেচনা শেষ হলে পর আর্থিক মঞ্জুরীর জন্য এইগুলি প্রেরিত হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ২।৩ বার ধরে এস্টিমেট রিভাইজড করতে হয়েছিল কেন?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—প্রথম যে পরিকল্পনাটা ছিল, সেটা ডীপ সিংকিং টিউবওয়েল করে জল সরবরাহ করা যায় কিনা তা অনুসন্ধান করা হয় এবং তারপর দেখা গেল যে শুধু এক ধরণের ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা হয় না, ভিন্ন ধরণের টেকনিশিয়ানের দরকার হয়। আমাদের এখানে রুর‍্যাল পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারের অভাব আছে। সেজন্যই বিভিন্ন ধরণের ইঞ্জিনীয়ার পেতে কিছুটা সময় লেগেছে এবং এস্টিমেট কয়েকবার চেঞ্জ হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি কাজটা কবে শুরু করা হবে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—অর্থনৈতিক অনুমোদন লাভ করার পর কাজটা সুরু করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—এই স্কীমটা কি গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার স্যাংশনের জন্য পাঠানো হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি বলেছি যে বস্ত্রবিদ্যা সংক্রান্ত তদন্তাধীনে আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—এই বিবেচনাধীন কি সেনট্রাল গভর্ণমেণ্টের না রাজ্য সরকারের ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—বর্তমানে রাজ্য সরকারের পর্য্যায়ে আছে।

MR SPEAKER :—Shri Promode Dasgupta.

SHRI PROMODE DASGUPTA :—Starred Question No. 186.

SHRI T M. DASGUPTA :—Mr. Speaker, Sir, Starred Question No. 186.

Question	Answer
1) Whether it is fact that Sanjukta Dokan Karmachari Samity has made a representation to the Labour Department for redressing their grievances ;	Yes
2) If so, the step taken ?	The matter is under active consideration of the Government.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—কত তারিখে সেই রিপ্রেজেণ্টেশন দেওয়া হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানবেন কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—একটা রিপ্রেজেণ্টেশন পাওয়া গিয়েছে ৮/৭/৬৫ তারিখে।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে রিপ্রেজেণ্টেশনের বিষয়বস্তু কি ছিল ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—তার মধ্যে প্রধান যেগুলি সেগুলি হচ্ছে, দেড় দিনের ছুটি দেওয়া হোক, চাকুরীর স্থায়িত্ব বিধান করা হোক, সপ্তাহে ৫০ ঘণ্টা কাজের বিধান করা হোক, ইত্যাদি।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ৮/৭/৬৫, হতে তারিখের ১১/৪/৬৭ মধ্যে কয়টি রিমাইনডার পেয়েছেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এর জন্য, আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কতটা প্রগ্রেস হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—তাদের যে মূল দাবীগুলি আছে সেটা করতে গেলে পরে শ্রমিক কর্মচারী সংক্রান্ত যে আইনটি পশ্চিম বাংলায় আছে, সেই ৬৩ সনের আইন বদল হয়েছে, সুতরাং ত্রিপুরার আইনও বদল করা দরকার এবং এই সম্পর্কে ড্রাফট সেক্রেটারিয়েটে বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—ওয়েস্ট বেঙ্গল সপ এস্টাবিলশমেণ্ট অ্যাক্ট যেটা আছে সেটাকে হুবহু এখানে অ্যাপ্লাই করতে বাধা আছে কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—বিধানসভায় পাশ না হলে পরে সেই আইন চালু করা যায় না। কারণ ত্রিপুরায় যে আইন বলবৎ আছে তাতে ৫৪ ঘণ্টা কাজ করার কথা আছে। আর সপ্তাহে এখানে যে দেড় দিনের ছুটি দাবীকরা হয়েছে কিন্তু এখন ত্রিপুরায় এক দিনের ছুটির ব্যবস্থা আছে। কাজেই এইগুলি দিতে গেলে মূল আইন সংশোধন করা প্রয়োজন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই, ওয়েস্টবেঙ্গলের সপ অ্যাক্ট এখানে হুবহু চালু করতে অ্যাসেম্বলীতে আনার পক্ষে কোন বাধা আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—ত্রিপুরার জন্য হয়ত আগের যে আইন আছে, তার মধ্যে যে বিধান আছে সেই সম্বন্ধে আমি বলতে পারি না কি বাধা আছে না আছে। তবে ত্রিপুরার জন্য এটা নূতন করে ড্রাফট করা বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরার যে অ্যাক্ট চালু আছে, তাতে বোনাস দেওয়ার প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড প্রভিশন আছে কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ত্রিপুরার আইনে রাত্রি নয়টার পরেও কাজ করা নিষেধ, এইরকম প্রভিশন আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি অনেক দোকানে রাত্রি নয়টার পরে কাজ করানো হয় কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে লেবার এস্টাবিলশমেণ্টের কোন ইনস্পেকটর আছে কিনা, ত্রিপুরায় দোকান কর্মচারীদের অসুবিধাগুলি তদন্ত করবার জন্য ?

শ্রীতড়িৎ.মাহন মোহন দাশগুপ্ত :—অসুবিধ গুলি তদন্ত করা হয়।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেই ইনসপেক্টররা তদন্ত করে রিপোর্ট করেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—বর্ত্তমানে রিপোর্ট নাই। তবে ঠিক ভাবে দেখে শুনে বলতে হলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট অনুসারে যে ওয়েজ পাওয়া যায়, সেটা এখানে অ্যাপ্লাই করা হয় কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহ দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে দোকান কর্মচারীরা সপ্তাহে কয়দিন ছুটি ভোগ করেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—বর্ত্তমানে একদিন ভোগ করেন।

MR. SPEAKER :—Shri Suresh Chandra Choudhury

SHRI SURESH CH. CHOUDHURY :—Starred Question No. 202.

SHRI T. M DASGUPTA :—Mr. Speaker Sir, Starred Question No. 202, Materials are under collection

MR. SPEAKER :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

SHRI BIDYA CH DEB BARMA :—Starred Question No 163

SHRI T M. DASGUPTA :—Mr. Speaker, Sir, Starred Question No. 163.

Question	Answer
ক) সরকারী কয়টি পুকুর কোথায় কোথায় লীজ দেওয়া হইয়াছে ?	এ পর্য্যন্ত সরকারী পুকুর কোথায় কোথায় লীজ দেওয়া হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

মহকুমা	অবস্থান	পুকুরের সংখ্যা
উদয়পুর	রাজধরনগর	১
	খিলপাড়া	২
	রাধাকিশোরপুর (উদয়পুর টাউন)	৩
		মোট :—৬

মহকুমা	অবস্থান	পুকুরের সংখ্যা
সদর	বিশ্রামগঞ্জ ট্রাইবেল কলোনী	১
	মধ্যপাড়া	১
	অভয়নগর	১
	বনমালীপুর	২
	মেলারমাঠ	১
	এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের দক্ষিণে	১
	কৃষ্ণনগর	১
	বিশালগড়	১
	পাথালিয়া	১
	মোট :—	১১
কমলপুর	থানার নিকট	১
	এস, ডি, ওর অফিসের নিকট	১
	এস, ডি, ওর কোর্টের নিকট	১
	কমলপুর তহশীল অফিসের নিকট	১
	মোটর ষ্ট্যাণ্ডের নিকট	১
	রাইপাশা পুকুর	১
	গণ্ডাছড়া লেক	১
	মোট :—	৭
সোনামোড়া	সোনামোড়া টাউন	১
বিলোনীয়া	বিলোনীয়া টাউন	৫
	দুম্বমুখ তহশীল এলাকা	২
	মোট :—	৭

মহকুমা	অবস্থান	পুকুরের সংখ্যা
ধর্মনগর	ফটিকুলী	১
	নবীনছড়া	২
	কাঞ্চনপুর	১
	উবিছড়া	১
	চুরাইবাড়ী	১
	ফ্রিছড়া	১
	তুইসামা	২
	মোট :—	৯
কৈলাসহর	কৈলাসহর তহশীল কাছারী এলাকা	৫
	ফটিকরায় তহশীল কাছারী এলাকা	৬
	ছাওমনু তহশীল কাছারী এলাকা	৪
	মোট :—	১৫
অমরপুর	অমরপুর টাউন	১
খোয়াই	খোয়াই টাউন	২
	সোনাতোলা	১
	কৃষ্ণপুর	১
	মোট :—	৪
	সর্বমোট :—	৬১

খ) যাহাদের লীজ্ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মৎস্যজীবি সমাজের অন্তর্ভুক্ত কয়জন ?

৪ (চারি) জন ।

গ) সরকার কি মৎস্যজীবিদের উপরে মাছের চাষের দায়িত্ব দেওয়া সমীচিন মনে করেন ?

আগ্রহশীল মৎস্যজীবিদের উপর মাছের চাষের দায়িত্ব দিতে সরকারের কোন আপত্তি নাই ।

ঘ) যদি তাহা করেন তবে ঐ ব্যাপারে মৎস্যজীবিদের কি কি অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা তাহারা দিতেছেন ?	সরকারী পুকুর লীজ দেওয়ার সংশ্লিষ্ট আইনে মৎস্যজীবিদের অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কোন বিধান নাই।

শ্রী নিশিকান্ত সরকার :—উদয়পুর ৬টি, কোন্ কোন্ পুকুরগুলি ?

শ্রী তড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—রাজনগরে একটি, খিলপাড়া ২টি ও রাধাকিশোরপুর ৩টি।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— আগরতলা টাউন মধ্যপাড়ার সরকারী পুকুরটি কাকে লীজ দেওয়া হয়েছে এবং কোন্ ভিত্তিতে লীজ দেওয়া হয়েছে, এই পুকুরটি লীজ দেওয়ার ব্যাপারে কোন ডাক হয় কিনা ?

শ্রী তড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—সাধারণতঃ যে সমস্ত পুকুর লীজ দেওয়া হয়েছে সেগুলি ডাক করেই লীজ দেওয়া হয়।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— এই পুকুরগুলি কি মৎস্যজীবিদের দেওয়া হয়েছে, না অন্য কাউকে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :— যে বিধান আছে তাতে হায়েস্ট বিডারকে দেওয়ার বিধান অনুযায়ী দেওয়া হয়ে থাকে। তবে তাদের মধ্যে ৪ জন মৎস্যজীবি আছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন মহারাজগঞ্জ বাজারের মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি মৎস্য চাষ সংক্রান্ত কোন স্কীম রাজ্যসরকারের হাতে দিয়েছেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—এই প্রশ্নটা ঠিক সরাসরি এখানে আসে না।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— রাধাকিশোরপুর যে তিনটি পুকুর লীজ দেওয়া হয়েছে বললেন তাদের নাম কি কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :— নাম জানতে হলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— সরকারী যে পুকুরগুলি লীজ দেওয়া হয়েছে সেগুলি কোথায় কোথায় ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :— আগরতলা শহরের মধ্যে যদি হয়ে থাকে তাহলে সেগুলির কোন লিস্ট আমার কাছে এখন নাই, কারণ সেটা মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনাধীন।

মিঃ স্পীকার :— তিনি বোধ হয় সদর সাবডিভিশানের কথা বলছেন।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :— বিশ্রামগঞ্জ ট্রাইবেল কলোনীতে একটি, মধ্যপাড়ায় একটি, অভয়নগর একটি, বনমালীপুর ১টি, মেলারমাঠ একটি, এমপ্লয়মেন্ট এক্‌চেঞ্জ এর দক্ষিণ দিকে একটি, কৃষ্ণনগর দুইটি, বিশালগড় একটি, কাঠালিয়া একটি, মোট ১১ টি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী : সোনামুড়াতে তো একটি পুকুর লীজ দেওয়া হয়েছে, আর বাকী কয়টি পুকুর লীজ দেওয়ার বাকী আছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত : — এর জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বনমালীপুরে দুইটা দিঘীর কোন দিঘীটার কথা বলছেন ? একটা বোধজং দিঘী আর একটা বনমালীপুর আছে ? কোনটার কথা বলছেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন মোহন দাশগুপ্ত :—বনমালীপুরে দুইটা দিঘী লেখা আছে। উনি যখন বলেছেন বোধ হয় দুইটা দিঘীই আছে। এর বেশী আমার কাছে নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা : বোধজং দিঘীটা বর্তমানে কাহাকে লীজ দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত : আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মৎস্য চাষের ব্যাপারে মৎস্য চাষীদের কেন দিঘী দেওয়া হয় না ? এর কি গরীব বলে দেওয়া হচ্ছে না, না কি অন্য কোন কারণে ?

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :— যথেষ্ট বিড যারা করে, ডাক হয়, ডাকের মধ্যে যারা সর্ব্বোচ্চ ডাক নিতে পারেন তাদিগকে দেওয়া হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কোন্ দিঘী কত হাজার টাকা ইজারা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :— এর জন্য আমি নোটিশ চাই, কারণ এই বৎসরে ডাক সবগুলি বোধ হয় ক্লোজড্ হয়নি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—এই দিঘীগুলি কি একত্রে এক বছরের জন্য লীজ দেওয়া হয়, না পাঁচ বছরের জন্য দেওয়া হয় ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত : এরজন্য আমি নোটিশ চাই। তবে আমি বলতে পারি যে এই বছর কতগুলি দিঘী পাঁচ বছরের জন্য দেওয়ার কথা। কিন্তু ঠিক চুক্তিতে কি আছে তার জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—গরীব মৎস্য চাষীরা যে মৎস্য চাষের সুযোগ পায় না তাদের আর্থিক সাহায্যের কি ব্যবস্থা সরকার করেছেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দ'সগুপ্ত :— এই প্রশ্ন আসে না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ।

~~শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত~~ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই দিঘীর মারফতে সরকারের কত আয় হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :— এরজন্য আমি নোটিশ চাই ।

Mr. SPEAKER :—Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—Starred question No. 121.

SHRI T. M DAS GUPTA :—Mr Speaker, Sir, Starred Question No. 121.

Question	Answer
1) Whether the pay scale of compounders under erstwhile Territorial Council has been revised ;	1) Yes
2) if not, the reasons thereof?	2) Does not arise....

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কমপাউণ্ডারগন বর্ত্তমানে কত করে বেতন পাচ্ছেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :— তাদের নিউ স্কেল হচ্ছে ১২৫ ৩-'৪০-৪-১৫৬ ই. বি. -৪-২০০ টাকা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা : —পুরাণো স্কেলে তারা কত করে বেতন পেতেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :— পুরাণো স্কেল ছিল ৫৫-১৩০ টাকা ।

MR. SPEAKER :—Shri Nishi Kanta Sarkar

SHRI NISHI KANTA SARKAR :—Starred Question No 174.

SHRI T. M DAS GUPTA :—Mr. Speaker, Sir, Starrred Question No. 174.

Question	Answer
(ক) ধ্বজনগর ইণ্ডাষ্ট্রিকে "প্রদীপ ইণ্ডাষ্ট্রি" নাম দিয়ে কোন লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল কিনা ;	(ক) না।
(খ) (১) দেওয়া হইলে বৈদেশিক মাল আমদানীর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কিনা ;	(খ) (১) প্রশ্ন উঠে না।
(২) দেওয়া হইলে ঐ নামীয় ইণ্ডাষ্ট্রী কোন বৈদেশিক মাল আমদানী করিয়াছে কিনা ;	(২) ঐ
(৩) করিয়া থাকিলে আমদানীকৃত মাল কি ভাবে আছে ;	(৩) ঐ
(গ) ইণ্ডাষ্ট্রীকে যে সরকারী ঘর করা আছে তাহার ভাড়া যথাযথ আদায় হইতেছে কিনা ?	(গ) ঘর ভাড়া সাব্যস্ত হওয়া সাপেক্ষে ১৫০৲ টাকা অগ্রিম আদায় হইয়াছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—এই প্রদীপ ইণ্ডাস্ট্রির পরিচালক কাহারা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—এর জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—প্রদীপ ইনডাস্ট্রি ধ্বজনগরে কিছুদিন কাজ চালিয়েছিল কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত : আমি নোটিশ চাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—এই প্রদীপ ইনডাস্টি সরকার হতে কোন লোন পেয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই প্রদীপ ইনডাস্ট্রিতে কি কি কাজ করানো হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—যেন্‌নী তারা এখন ফিটিংসের কাজ করছে এবং তার জন্য ওয়েস্ট টিন প্লেট আনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—এই প্রদীপ ইনডাষ্ট্রিতে কতজন লোক কাজ করে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—এই প্রদীপ ইনডাষ্ট্রীর ঠিকানাটা কোথায় ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—ইনডাষ্ট্রিয়াল এস্টেট উদয়পুর।

MR SPEAKER :—Shri Abiram Deb Barma.

SHRI ABHIRAM DEB BARMA :—STARRED QUESTION NO. 181.

SHRI T M. DAS GUPTA :—Mr. Speaker, Sir, Starred Question No. 181.

Question	Answer
ক) যে সকল তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারী চাকুরীতে ভর্ত্তি হইবার পর সরকারী ডাক্তারদের নিকট হইতে মেডিকেল সার্টিফিকেট লইয়া সরকারের নিকট দাখিল করেন, তাহাদের নিকট হইতে সরকারী ডাক্তারেরা কত করিয়া ফি আদায় করেন ;	ক) আমাদের জানা নাই।
খ) ঐ সার্টিফিকেট যাহাতে বিনা খরচে তাহারা পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা হইবে কি ?	খ) বর্ত্তমানে সম্ভব না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—তারা যাতে বিনা ফিতে সার্টিফিকেট পেতে পারে সরকার তার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ—আমি বলেছি বর্তমানে এটা সম্ভবপর নয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কেন সম্ভব হচ্ছে না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ—কিছু নিয়ম থাকার দরুণ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা - কি অসুবিধা আছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ—কিছু নিয়মকানুনের জন্য।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—নিয়মকানুনগুলি কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

MR. SPEAKER :—Shri Promode Rn. Das Gupta.

SHRI PROMODE RN. DAS GUPTA :—Starred Question No. 188.

SHRI T. M. DAS GUPTA :—Mr. Speaker, Sir, Starred Question No. 188

Question	Answer
1) Whether it is fact that under the recommendation of the Wage Board, Govt. of India, States and Union Territories are bound to supply ration to the tea gardens for distribution to the workers ;	No.
2) If so, the step taken ?	Does not arise.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ওয়েজ বোর্ডের রিকমনডেশনটা কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এটা হচ্ছে অ্যাডভাইসরি নেচারের। পার্টিকুলারলী রিকমেণ্ডেশনের কপি দিতে হলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানেন কি ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং আসাম ওয়েজ বোর্ডের রিকমেণ্ডেশন অনুসারে সমস্ত বাগানকে রেশন দেওয়া হচ্ছে গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এর জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে রেশন না দেওয়ার জন্য অনেক বাগানের শ্রমিকরা রেশন পাচ্ছে না এবং তার জন্য তারা মিনিমাম ওয়েজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—বর্তমানে কিছু কিছু বাগানে আটা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং গত মার্চ মাস থেকে মনতলা, মেখলীপাড়া, গোপালনগর, লক্ষীলুংগা এবং তুফানিয়া টি এস্টেটে মোট ৪,৪৯২ কে, জি গম সরকারের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ত্রিপুরায় কয়টি বাগান ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই। এই প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রশ্নটা এসেছে এই জন্য যে তিনি কতগুলি বাগানের নাম করেছেন যেগুলিতে আটা দেওয়া হচ্ছে। সেজন্যই আমি এই প্রশ্ন তুলেছি যে ত্রিপুরায় কতগুলি বাগান আছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :- আমি রাফলী বলতে পারি ৫৪টির মত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এর মধ্যে কতগুলি বাগানকে আটা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমার কাছে যে কয়টা ফিগার আছে, তা আমি দিয়েছি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—ত্রিপুরায় মোট শ্রমিক সংখ্যা কত ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—কারেক্ট ফিগার আমার কাছে নাই। বস্তী মিলিয়ে ১৮ হাজারের মত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এর মধ্যে কতজনকে সরকারের তরফ থেকে তাদের রেশন দেওয়ার জন্য আটা দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—যে কয়টি ফিগার আমার কাছে আছে তা আমি দিয়েছি। আর বাকীগুলি আমার কাছে এখানে এসে পৌঁছায় নাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—আপনার কাছে যে ফিগার আছে তাতে কতজন শ্রমিকের কতদিন কাভার করে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এর ফিগার আমি বলতে পারব না যে কয়জনকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—বর্তমানে যে আটা দেওয়া হচ্ছে সেটা পর্য্যপ্ত কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—নিয়মানুযায়ী যেভাবে দেওয়ার কথা সেভাবেই দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে যাতে প্রত্যেক শ্রমিকরা রেশন কার্ড পায় তার ব্যবস্থা করা যয় কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—যাতে সকলেই রেশন পায় সরকারের সেদিকে দৃষ্টি আছে।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—বাগানের শ্রমিকদের যে রেশম দেওয়া হচ্ছে এটা কি রেশন কার্ড মারফত দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এটা বাগানের মালিকরা একসঙ্গে কিনে নিয়ে গেছেন। তারা তাদের শ্রমিকদের রেশনের কোটা অনুযায়ী বিলি করবেন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—ত্রিপুরার বাগানগুলিকে লোক্যাল মার্কেট থেকে ধান কিনবার কোন পার্মিট দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, যে কটি বাগান মালিকরা বন্ধ করে দিয়েছে তাদের শ্রমিকরা রেশন পায় কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—হরেন্দ্র নগর বাগান, তুফানিয়া বাগান ইত্যাদি কয়টি বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাদের মধ্যে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—যে সমস্ত বাগানে এখন আটা দেওয়া হয় নাই সেই সমস্ত বাগানে কত দিনের মধ্যে আটা দেওয়া হবে ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—তাদিগকে আটা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে, তারা নিলেই তাদিগকে দেওয়া হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখতে রাজী আছেন কিনা কতগুলি বাগান শ্রমিকদের রেশন দিচ্ছে আর কতগুলি দিচ্ছে না ?

শ্রীতড়িৎমোহন মোহন দাশগুপ্ত :—এই বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখা হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জনদাসগুপ্ত :— যদি তদন্ত করে দেখা যায় যে অনেক বাগান তাদের শ্রমিকদের রেশন দিচ্ছেন না যেহেতু সরকার থেকে তারা সাপ্লাই পাচ্ছেন না, তাহলে সেই বাগান মালিকরা যাতে বাজার থেকে ধান কিনতে পারে তার জন্য পারমিট দিতে সরকার রাজী আছেন কিনা এবং সরকার এটা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :— সরকার এটা বিবেচনা করবেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—এই বিবেচনা কতদিন পর্য্যন্ত চলবে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমস্যাটা শেষ হয়।

MR. SPEAKER :—Shri Suresh Chandra Choudhury.

SHRI SURESH CH. CHOUDHURY :—Question No. 203.

SHRI T. M DASGUPTA :—Mr. Speaker Sir, the reply to question No 203. is under collection.

MR. SPEAKER :— Then Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Question	Answer
ক) ছাপাখানার শ্রমিক কর্মচারীদের পক্ষ হইতে কোন দাবীর তালিকা সরকার পাইবেন কি ;	ক) ত্রিপুরা প্রেস কর্মচারী পক্ষ হইতে ত্রিপুরার প্রেস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নিকট লিখা চিঠির প্রতিলিপি শ্রম অধিকারকে দেওয়া হইয়াছে।
খ) ইহা কি সত্য যে ছাপাখানার শ্রমিক কর্মচারীরা ৩১ শে মার্চ্চের মধ্যে তাহাদের দাবী পূরণ না হইলে অন্য পন্থা গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন ;	খ) হ্যাঁ।
গ) শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী সমূহ কি কি ;	গ) লিখিতভাবে জানানো হয় নাই।
ঘ) এই দাবীর তালিকা গ্রহণ করা সম্পর্কে সরকার কি শীঘ্র সিদ্ধান্ত লইবেন ?	গ) নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে ছাপাখানার শ্রমিকের চাকরীর কোন স্থায়িত্ব নাই ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—অনেকগুলি প্রেস আছে, কাজেই এই সম্বন্ধে নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী আইন অনুসারে ঠিক করে দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—এই বিষয়ে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—অন্য পন্থা বলা হয়েছে, অন্য পন্থার কোন এক্সপ্লেনেশন আছে কিনা ?

শ্রী তড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—চিঠিতে অন্য পন্থাই লিখা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—তাদের দাবী কি কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—লিখিতভাবে যে চিঠি দেওয়া হয় তাতে মূল দাবী উল্লেখ করা হয় না। কিন্তু পরে মালিক পক্ষের কাছে তারা যে মোটামুটি দাবীগুলি পেশ করেছেন তা থেকে জানা যায় যে তারা পূজা বোনাস চেয়েছেন। বর্তমান স্টাফের ২৫ টাকা করে অন্যদের বেলায় ১০ টাকা করে পূজা বোনাস দেবেন। ১৪ই অক্টোবরের মালিক পক্ষের সঙ্গে এক বৈঠকে তা ঠিক করা হয়েছে। আর অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার দিতে হবে, আর অন্য ডিমাণ্ড সম্বন্ধে কিছু লিখা নাই। তারা উভয় পক্ষে একটা সাবকমিটি করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন বলে লেবার অফিসকে জানিয়েছেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কোন্ কোন্ মালিক বৎসরে কত টাকা বোনাস দেন ?

শ্রী তড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি শ্রমিকদের দাবী সম্পর্কে সরকার পক্ষ হইতে কি অর্ডার দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—তাদের সঙ্গে কোন করেস্পনডেন্স হয় নাই, এর জন্য তাদিগকে লিখিতভাবে কিছু জানানো হয় নাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই শ্রমিকদের বেতন সহ ছুটি কতদিন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিদলীয় চুক্তি যদি কোন মালিক অমান্য করে তাহলে বর্তমান শ্রম আইন যেটা ত্রিপুরাতে চালু আছে সেই আইন বলে মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় কিনা?

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :—এই সম্পর্কে আমি সরাসরি বলতে পারব না কি বিধান আছে। তবে আইনের বিধান অনুযায়ী অভাব অভিযোগ দূর করার চেস্টা করা হবে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—এই ক্ষেত্রের কথা আমি সরাসরি বলতে পারছি না, কি বিধান আছে। তবে আইনের বিধান সব জায়গায় চালু করার চেষ্টা করা হয়েছে ।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—৩১শে মার্চ্চ তো শেষ হয়েছে, এর মধ্যে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহনদাসগুপ্ত:—১৩ই অক্টোবর তারিখে তাদের একটা মিটমাট হয়ে গেছে ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত : –যদি ত্রিদলীয় চুক্তি কোন এমপ্লয়ী অমান্য করে তাহলে আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার কোন প্রভিশন আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—নোটিশ চাই ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যদি এমন কোন প্রভিশন না থাকে তাহলে মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষ যাতে এই চুক্তি মানতে বাধ্য হন সেইরকম কোন আইন করবেন কিনা যত শীঘ্র সম্ভব ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—আমার যতদূর ধারণা এই সম্পর্কিত সমস্ত লেজিসলেশনগুলি সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট করে থাকেন। বাট আই অ্যাম সাবজেক্ট টু কারেকশন ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্ত্তমানে ছাপাখানার শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধার জন্য কোন আইন আছে কিনা ত্রিপুরাতে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আলাদা করে ছাপাখানার জন্য কিছু আছে কিনা তারজন্য আমি নোটিশ চাই ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যদি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই হয়ে থাকে তাহলে এই আইন যাতে সংশোধন করা হয় শ্রমিকদের স্বার্থে সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাবেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—অনুরোধ জানানো হবে।

MR. SPEAKER :—Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—Starred Question No. 140

SHRI T. M. DAS GUPTA :—Mr. Speaker Sir, Starre : Question No. 140.

Question	Answer
1. Whether the Small Industries Corporation has any scheme to start any Smal! Industry. Viz ; Calandering, sugar factory, hosiery factory manufacturing of s-ati food etc 2. If so, steps taken on that direction ?	Previously, the Tripura Small Industries Corporation Ltd. was considering setting up of some Industrial Units of its own, viz ; Calandering, sizing and dyeing plant, khandsari sugar factory, hosiery factory, manufacturing of sati food and fruit canning etc. But it has now been decided that the calendering and sizing plant will be started depaitmentally The existing dye-house at Agartala is also being expanded. Hence establishment of these units by the Corporation is not consideied necessary As regards other units which were proposed to be started earlier by the Corporation, it has also been decided to explore the possibility of setting up of these Small Industries in the private sector by providing financial assistance fiom the Corporation. An advertisement inviting application is being issued in that behalf.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বিলোনীয়ার যীরু পোদ্দার নামীয় কোন ব্যক্তি শটী ফুডের ইণ্ডাস্ট্রির জন্য লোনের কোন আবেদন করেছেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সমস্ত ইণ্ডাস্ট্রিস এখানে করার কথা সেই স্কীমটা কোন ইধারে করা হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত : কোম্পানী রেজিষ্টার্ড করা হয় ১৯৬৫ সনের এপ্রিল মাসে।

MR. SPEAKER : –Shri Nishi Kanta Sarker.

SHRI NISHI KANTA SARKAR :—Starred Question No 175.

SHRI T. M DASGUPTA :—Mr. Speaker Sir, Starred Question No 175

প্রশ্ন—	উত্তর—
(ক) লোকেল ডেভে-লাপমেণ্ট ও সি ডি প্রোগ্রাম অনুযায়ী যে সব টিউবওয়েল ও রিংওয়েল দেওয়া হয় তাহার শতকরা ১২½% হিসাবে জনসাধারণ হইতে লওয়া হয় কিনা ঐ শতকরা ১২½% পার্সেণ্ট বাতিলের সম্ভাবনা আছে কিনা ?	ভারত সরকারের নির্দ্দেশানুযায়ী লোকেল ডেভেলাপমেণ্ট ও সি ডি প্রোগ্রামে শতকরা ৫০ ভাগ জনসাধারণ হইতে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। (অনুন্নত ও উপজাতি অধ্যুসিত এলেকায় স্থানীয় সরকারের বিবেচনা অনুসারে কমান যায়।) জনসাধারণের অংশ অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগ নগদ, ভূমি অথবা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে দিতে পারে। শতকরা ন্যূনতম ১২½ হারে জনসাধারণ হইতে টিউবওয়েল ও রিংওয়েল খনন বাবত নেওয়া হয়। জনসাধারণের দেয় অংশ মাপ করার জন্য ভারত সরকারের নিকট প্রস্তাব করা হয়েছিল। যেহেতু উপরোক্ত প্রোগ্রামগুলির উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণকে তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে জাগরিত করা, সেইজন্য ভারত সরকার আমাদের প্রস্তাবে রাজি হন নাই।
খ) সরকার হইতে টিউবওয়েল/রিংওয়েল মেরামত করা হয় কিনা ? এবং কোন ডিপার্টমেণ্ট হইতে উহা মেরামত করা হয় ?	টিউবওয়েল ও রিংওয়েল প্রয়োজনানুসারে মেরামত করা হয়। R. W. S. ডিপার্টমেণ্ট হইতে মেরামত করা হয়।

শ্রী নিশিকান্ত সরকার ঃ—এই যে সাড়ে বার পারসেণ্ট করে টাকা নেওয়া হয় এটা কোন ভিত্তিতে ? মাননীয় অধ্যক্ষ আমার একটা টিউবওয়েল বসাতে কত টাকা লাগবে সেটা ঠিক না হতেই আগে থেকে কি করে সাড়ে বার পার্সেণ্ট করে টিউবওয়েলের জন্য নেওয়া হয় সেই টিউবওয়েলগুলি মেরামত হয় কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :— এটা এস্‌টিমেটের বেসিসে দেওয়ার কথা।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—এই যে সাড়ে বার পার্সেণ্ট করে টিউবওয়েলের জন্য নেওয়া হয় সেই টিউবওয়েলগুলি মেরামত হয় কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এর জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—এই যে রিংওয়েল দেওয়া হয়েছে সরকার কি তার রিপেয়ার করেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—যেগুলি নষ্ট হয় সেগুলিকে রিপেয়ার করার ব্যবস্থা আছে এবং যেখানে একবারেই কাজ হয় না এবং জনসাধারণ যদি জানায় তাহলে সেগুলিকে তুলে অন্য জায়গায় লাগানোর ব্যবস্থা আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্া :—টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল দেওয়ার ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতকে জিজ্ঞাসা করা হয় কিনা কোথায় রিংওয়েল বসালে গ্রামবাসীরা ঠিকমত জল পেতে পারে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এটাতো এই প্রশ্নের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল বসানোর সময়ে একটা বণ্ড নেওয়া হয় ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সরকার যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সাড়ে বার পার্সেণ্ট জন সাধারণের নিকট হতে নিচ্ছেন সেই উদ্দেশ্য যথার্থতা প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—প্রতিপালন করবার চেস্টা করা হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট বা সি. ডি, প্রোগ্রাম থেকে যে সমস্ত টিউবওয়েল বা রিংওয়েল করা হয়েছে, নস্ট হওয়ার পর বহু দরখাস্ত করা সত্ত্বেও সেগুলি মেরামত করা হচ্ছে না কেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—এই ধরণের নজীর থাকলে ভবিষ্যতে কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে যথাযথ ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সাড়ে বার পার্সেণ্ট যে টিউবওয়েল বা রিংওয়েল এরজন্য কনট্রিবিউশন নেওয়া হয় সেটাতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য মেরামতের কাজ চলে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—এই বিষয়ে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, যে সমস্ত টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল নস্ট হওয়ার পর দরখাস্ত করার পরেও রিপেয়ার করা হচ্ছে না এই সম্পর্কে তদন্ত করার ব্যবস্থা করবেন কি ?

MR. SPEAKER :—The question hour is over. There are two unstarred question Nos. 118 asked by Shri Aghore Deb Barma and 177 asked by Shri Nishi Kanta Sarkar. The Minister may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred Questions.

SHRI T. M. DAS GUPTA :—Mr. Speaker, Sir, I lay on the Table of the House the reply of the Unstarred questions.

POINT OF PRIVILEGE

MR. SPEAKER :—Shri Aghore Deb Barma, M. L. A., in course of the proceedings of the Assembly yesterday, drew my attention to a point of breach of privilege by Shri Prafulla Kamar Das, Minister on the ground that the Hon'ble Minister inspite of Speaker's direction to stop his speech by lighting the red light continued to speak which was violation of the Speaker's direction. I do not find any breach of privilege in the question raised by Shri Deb Barma, M. L. A. and the point raised by him is ruled out.

LAYING ON THE TABLE OF THE TRIPURA KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD RULES, 1967.

MR. SPEAKER :—Next Item in the List of Business is the Laying on the Table of the Tripura Khadi & Village Industries Board Rules, 1967.

Now, I would request the Hon'ble Minister in-charge of Industries Department to lay on the Table of the House, THE TRIPURA KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD RULES 1967.

SHRI T. M. DASGUPTA :—Hon'ble Speaker, Sir, I beg to lay on the Table of the House THE TRIPURA KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD RULE, 1967.

MR SPEAKER :—Hon'ble Members may have their copies from the Library of the Assembly Secretariat.

PRESENTATION OF PETITIONS

MR. SPEAKER :—Next item in the List of Business is Presentation of Petitions. I would call on Sarvasree Aghore Deb Barma, Bidya Chandra Deb Barma and Abhiram Deb Barma to present to the House the petitions regarding enactment of a law so that—

(a) The land revenue payable by the poorer section of rayots in Tripura be abolished ;

(b) The land revenue payable by rayots of other categories be reduced by fifty percent ; and

(c) The arrear land revenue upto the year of 1967 be cancelled.

MR. SPEAKER :—First, I call on Shri Aghore Deb Barma to submit his petition.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—রুল ২১৭ মতে আমি জনস্বাক্ষর সম্বলিত দরখাস্ত হাউসের সামনে উপস্থিত করছি।

Sir, I beg to present a petition sighned by Shri Rasik Lal Roy and others regarding remission of arrear land revenue.

MR. SPEAKER :—Then I would Call on Shri Bidya Chandra Deb Barma.

SHRI BIDYA CH. DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ত্রিপুরায় ভূমি রাজস্ব হার আইন সংশোধন ও বকেয়া ভূমি রাজস্ব মকুব করার উপর ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে একটা আইন পাশ করার জন্য ত্রিপুরা বিধানসভার নিকট শ্রীমহেন্দ্র দেববর্মা এবং অন্যান্যদের স্বাক্ষর সম্বলিত (৫৬৫ জনের দস্তখত একখানা দরখাস্ত আপনার মাধ্যমে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মাকে আহ্বান করছি তাঁর পিটিশন পেশ করার জন্য।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ত্রিপুরা রাজ্যের ভূমি রাজস্ব হার সংশোধন এবং ভূমির খাজনা মকুবের জন্য এখানে একটা গণ দরখাস্ত মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে পেশ করছি।

CONSIDERATION & ADOPTION OF THE REPORTS OF THE COMMITTEE ON PRIVILEGES.

—o—

MR. SPEAKER :—Next business of the House, the 1st & 2nd Reports of the Committee on Privileges are to be taken into consideration.

Now, I shall call on Shri Umesh Lal Singh, Chairman to move his motion for consideration of the Reports

SHRI UMESH LAL SINGH :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the 1st & 2nd Reports of the Committee on Privileges be taken into cosideration forthwith

MR. SPEAKER :—Now any member can speak. No member Then the question before the House is that the 1st & 2nd Reports of the Committee on Privileges be taken into consideration forthwith.

As many as are of that opinion will please say AYES.
(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.
(No voice)

I think 'AYES' have it. (Pause)
'AYES' have it. 'AYES' have it.
The motion is considered.

MR SPEAKER :—Now, I shall call on Shri Umesh Lal Singh, Chairman to move his motion that the House agrees with the recommendations contained in the 1st & 2nd Reports of the Committee on Privileges.

SHRI UMESH LAL SINGH :—Mr Speaker Sir, I beg to move that this House agrees with the recommedations contained in the 1st & 2nd Reports of the Committee on Privileges.

MR. SPEAKER :—The question before the House is that—

SHRI T. M. DAS GUPTA :—Mr. Speaker Sir, আমরা ভাল করে এটাকে দেখতে পারিনি। আমাদের আগামী মিটিং এ এটাকে ডিস্কাসন করার জন্য সময় দেওয়া হোক।

MR. SPEAKER :—I think we cannot allow time for discussion in this stage on the report. Consideration motion has already been passed. So in this stage we cannot allow it to be discussed.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এইগুলির কপি পাইনি। এইগুলি আমাকে সাপ্লাই করা হয় নাই। বিষয়বস্তু কিছুই বুঝলাম না। ডিস্কাসন করতে হলে রিপোর্ট-গুলি পাওয়া দরকার। এখন এখানে প্রেজেণ্টেশন এবং পাসিং এইগুলি আমরা কি করে ডিস্কাসন করব ?

MR. SPEAKER :—Copies of the Report were supplied to the Hon'ble Members. Let me ascertain the dates.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHERJEE :—মিঃ স্পীকার স্যার, হাউসের কনসিডারেশনের জন্য এসেছে, এখন হাউস এটা accept করবে কি করবে না সেটা দেখবে। সুতরাং এই সম্পর্কে একটু সময় দিলে ভাল হয়। রিসেসের পরে আমরা আলোচনা করব। বিরোধী দলের সদস্যরা ও বলেছেন তারা দেখেন নি। উভয় পক্ষই যখন আলোচনার জন্য রাজী তখন একটু সময় দিলে ভাল হয়।

MR. SPEAKER :—I have been told that the copies have been supplied to all the Members. I will inform you the date of delivery.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেগুলি থাকলেও দেখা হয়নি এবং যদি ১০।১৫ মিনিট মাননীয় স্পীকার মহোদয় সময় দেন তাহলে আমাদের পার্টি লীডারের সংগে আলোচনা করে নিতে পারি তাহলে সেটা ভাল হবে।

MR. SPEAKER :—Hon'ble Minister, please let me speak on this point you have raised.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে অবশ্য অনেক সময় আমার কাছে কাগজ যায়, আমি ছাড়া ও অন্য কেউ দস্তখত দিয়ে রাখেন। যে ভাবেই হোক আমি এটা দেখিনি। এটা সম্পর্কে না জেনে তো আমি আলোচনা করতে পারি না।

মিঃ স্পীকার :—আপনার দেখবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু আপনাকে রিপোর্টের কপি দেওয়া হয়েছিল এবং এই স্টেজে আপনাকে আমরা রুল অনুসারে সময় দিতে পারি না। তবে এটা হাউসের উপর ডিপেণ্ড করে।

অঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে অ্যাসেম্বলী রুলস এটা আমরা অ্যাসেম্বলীতে করেছি। এই রুলস্ ইচ্ছা করলে হাউস অ্যামেণ্ড করতে পারে।

কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—Hon'ble Speaker has got right to allow us some time.

MR. SPEAKER :—Alright if both the party agrees, I may allow time for the second half of to-day for debate. How much time ?

SHRI KRISHNADAS BHATTACHERJEE :—We shall take it after recess.

MR SPEAKER :—For how much time ?

SHRI T. M. DASGUPTA :—Let us see whether we shall discuss it or not I also did not see. It might be supplied. But it did not reach me for my perusal.

SHRI UMESH LAL SINGH :—Hon'ble Speaker, Sir, this is an important matter and requires sometime. I think time will be a lengthy one. Kindly allow sufficient time for discussion.

MR. SPEAKER :—Alright. Both the parties agree to discuss the report. Then I am giving you half an hour time after recess for discussion on this report

Consideration & Passing of the Appropriation (No. 3) Bill, 1967 (Bill No. 3 of 1967)

MR. SPEAKER :—Next Business of the House, the Appropriation (No 3) Bill, 1967 (Bill No. 3 of 1967) is to be taken into consideration I shall request the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee, Minister in-charge of Finance

Department to move his motion for consideration of the Appropriation (No. 3) Bill, 1967 (Bill No. 3 of 1967).

SHRI KRISHNADAS BHATTCHERJEE :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Appropriation (No. 3) Bill 1967 (Bill No. 3 of 1967) be taken into consideration at once.

MR. SPEAKER :—Now any member can speak.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটের যে মুল ব্যয়বরাদ্দ আইটেম ওয়াইজ একটা একটা করে হয়ে গেছে। এখন শুধু প্রশ্ন যে, যে বিলটা এখানে ফাইন্যাল করা হচ্ছে সেটা সরকারকে অর্থাৎ কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষকে এই টাকা উঠানোর যে ক্ষমতা এবং খরচ করার ক্ষমতা যেন দেওয়া হয়। এটা হচ্ছে বিলের বিষয়বস্তু। এই সম্পর্কে মোটা মুটিভাবে প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের উপর বলা হয়ে গেছে। তবে এই কথা আমি বলতে চাই যে যদিও ১৯, ৭৮ লক্ষ টাকা ত্রিপুরার চাহিদা অনুপাতে কম কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যদি এই টাকা আজকে রুলিং পার্টি ক্ষুদ্র দৃষ্টিভংগী না রেখে উদার দৃষ্টিভংগী নিয়ে সামগ্রিকভাগে জনসাধারনের উন্নতির, অগ্রগতির জন্য খরচ করেন তাহলে এইকথা স্বীকার করতে বাধ্য যে আজকে সমস্যা বহুল ত্রিপুরার মধ্যে খানিকটা হলেও অর্থনৈতিকভাবে জনসাধারণের উপকারে আসবে। কিন্তু আজকে প্রশ্ন হচ্ছে রুলিং পার্টি যে সমস্ত কাণ্ডকীর্তি—

MR. SPEAKER :—Honble Member, you can only discuss on the principale.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উদাহরণ হিসাবে আমি বলছি যেমন ট্রাইবেলদের সম্পর্কে অনেক সময় বলা হয় অনেক মিনিস্টার বা অফিসার ট্রাইবেলদের উপকারের জন্য, তাদের অস্তিত্ব রাখার জন্য যেন দিন রাত্রি তাদের ঘুম নাই কিন্তু একটা কথা আমি রাখতে চাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ট্রাইবেলদের প্রতি তাদের কত যে দরদ তার একটা ঘটনাই যথেষ্ট। যেমন গত বছরের সঙ্গে যদি তুলনা করি তখন কেউ ছিল না আমাদের কংগ্রেস পার্টিতে। তাই বাধ্য হয়ে রাজপ্রসাদ চৌধুরীকে মিনিস্টার করতে হয়েছে। কিন্তু আজকে সকলেই জানেন যে তিনি একজন নিরক্ষর, তিনি একজন বকলম, তিনি লিখতে পড়তে জানেন না। এই যে অবস্থাট—

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ—পয়েণ্ট অব অর্ডার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এভাবে কাউকে আক্রমণ করা যায় কিনা ব্যক্তিগতভাবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার স্যার, একজন মন্ত্রীকে বকলম বলা এটা আমি আনপার্লামেন্টারী বলে মনে করি।

MR. SPEAKER :—Yes, you please withdraw.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমি স্পীকারের রুলিং মেনে উইথড্র করছি। যাক আজকে রুলিং পার্টির পক্ষে থেকে ট্রাইবেলদের চাকরী ইত্যাদির ব্যাপারে, যেমন মার্কল অফিসার ইত্যাদির চাকরীর বেলায় বলা হয় তারার কোয়ালিফিকেশন নাই তাই দেওয়া হবে না। কিন্তু উনারাই আজ নজীর খাড়া করছেন যে লেখাপড়া না জানলেও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাতে পারে। আর চাকরীর বেলায় তারার কোয়ালিফিকেশনের দরকার হয়, কিন্তু নিরক্ষর হলেও মন্ত্রী হওয়া চলে আজকে ট্রাইবেলদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত আছে, তাদের কর্মক্ষমতা আছে। আজকে যদি সত্যিই উপজাতির জন্য সরকারের দরদ থাকত তাহলে এইসব শিক্ষিত যুবকদের নেওয়া হত। কিন্তু আমি জানি এটা আমার পার্সোন্যাল প্রাজের ব্যাপার নয়, আমি ব্যক্তিগতভাবে আক্রমন করে বলছি না। আমি পলিসিগত ভাবে বলছি। একদিন দুইদিনের ব্যাপার নয়। মিষ্টার আর, পি, সি, তাঁর ডিপার্টমেণ্টে যদি আমরা প্রশ্ন করি তাহলে উনার পক্ষে ক্ষমতা নাই—

MR SPEAKER :—Hon'ble Member, you cannot mention the name of any member.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—নাম আমি বললাম, যে মিনিষ্টার হাউসের মধ্যে একটা কোয়েশ্চানের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন না আজকে ফরমে; তাকে ট্রাইবেলদের ডেভেলাপমেণ্টের সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে রাখা হয়েছে। তার মানে এটা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা কলঙ্ক, উপজাতির একটা কলঙ্ক। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমি এই কথা বলতে চাই যে রুলিং পার্টি উপজাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে চান। তাদের অস্তিত্ব শেষ করতে চান। যদি তাদের মনে আন্তরিকতা থাকত তাহলে আজকে নিশ্চয় এই অবস্থা হত না। এটা শুধু উপজাতির কলঙ্ক নয়, এটা সামগ্রিক ত্রিপুরা রাজ্যের কলঙ্ক। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলের উপর আমার যে বক্তব্য আমি রাখছি অর্থাৎ উপজাতির খাতে বহু টাকা পয়সা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছে, কিন্তু আজকে এই মিনিস্টারের পক্ষে যথাযথ ভাবে উপজাতির কাজে লাগে, তাদের উপকার করতে পারে এইরকম কোন ক্ষমতা আছে বলে আমি মনে করতে পারি না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে শুধু প্রহসন, অর্থাৎ উপজাতিদের সঙ্গে একটা প্রহসন করা হচ্ছে। এই প্রহসনের মাধ্যমে উপজাতির উন্নতির অগ্রগতির বা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার কোন আশা আমরা করতে পারছি না। কাজেই আমি সামগ্রিকভাবে কৃষি বিভাগের কথাও বলেছি, বনকর বিভাগের কথাও বলেছি, কৃষি বিভাগের মধ্যে আজকে যদি রুলিং পার্টি প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতি করতে চান তাহলে এই কৃষিখাতের ব্যয় বরাদ্দ টাকাগুলি

যাতে ঠিক ঠিকভাবে যথা সময়ে খরচ করা হয় এবং কৃষকদের যেন যথাসময়ে সাহায্য বা লোন দেওয়া হয়। আমরা দেখেছি আলুর বীজ সাপ্লাই করার ব্যাপারে বা কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যাপারে যে এইগুলি যথাসময়ে দেওয়া হয় না। দরখাস্ত করতে করতে কৃষকের কৃষির সময় পার হয়ে যায়। এই যে অবস্থা আজকে দেখছি তাতে সকল দিকেই ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নাই। এই সমস্ত টাকাগুলি ফসল উৎপাদনের ব্যাপারে, সাহায্য করার ব্যাপারে বা স্মল ইরিগেশনের মধ্যে যথেষ্ট সেচ পরিকল্পনা করা হয়েছে সেগুলিও ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বলতে চাই যে এখানে বাজেটের টাকা দিয়ে পূর্বে যা করা হয়েছে অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে যে ভাবে অর্থের অপচয় ঘটানো হয়েছে, আজকে বাজেটের এই ব্যয় বরাদ্দের টাকা সেই ভাবে যেন খরচ করা না হয়। যদি রুলিং পার্টি এই কথা মনে করে থাকেন ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নতি হউক বা না হউক, ত্রিপুরা রাজ্যে যা খুশী হোক আমার দল পুষ্ট হবে, অর্থাৎ এই পি, ডব্লিউ, ডি, খাতে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ আছে, কৃষি খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ আছে, ইণ্ডাষ্ট্রি খাতে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ আছে বা বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ আছে এই টাকাগুলি দিয়ে আজকে যদি রুলিং পার্টি এই কথা মনে করে থাকেন যে অমর চক্রবর্ত্তী কেন আরও কয়েকজন ধনী আমরা সৃষ্টি করব অর্থাৎ আমাদের দল ভারী করব, এই যদি দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে থাকে ত হলে ত্রিপুরা রাজ্যে সামগ্রিক উন্নতি অগ্রগতি ব্যাহত হবে। কাজেই আমি এই কথা বলতে চাই যে, যে ব্যয় বরাদ্দ আমরা রাখি তা যদি জনসাধারণের দিকে চেয়ে ব্যবহার করা না হয়, দলের লোকদের কিছু টাকা পাওয়াইয়া দেওয়ার মনোভাব নিয়ে যদি খরচ করি তা হলে ত্রিপুরার জনসাধারণ মেনে নেবে না, তারা ত্রিপুরার উন্নতি অগ্রগতি চায়। তা যদি না হয় তা হলে যা দরকার তাই তারা করবে। আজকে একদিকে উপজাতি জুমিয়ারা আছে, হাজার হাজার উদ্বাস্তু এখনও আসছে, তারা হাহাকার করে মরে যাচ্ছে। রুলিং পার্টি টেস্ট রিলিফের খাতে বা বিভিন্ন খাতে টাকা পয়সা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরী রেখেছেন। কিন্তু আজকে শুধু টেস্ট রিলিফের খাতেই নয়, রুলিং পার্টি যদি এই কথা মনে করেন যে ত্রিপুরার অভাব অভিযোগ, দারিদ্র্য শুধু টেস্ট রিলিফের কাজ দিয়ে আমরা সমাধান করব তাহলে সেটা অত্যন্ত ভুল হবে। বাস্তব অবস্থার সংগে সংগতি না রেখে কিছু করলে তাতে কোন ফল হবে না। যেমন আমরা দেখতে পাই ইণ্ডাস্টির খাতে বহু লক্ষ লক্ষ টাকা প্রত্যেক বছরে আমরা খরচ করেছি ত্রিপুরার উন্নতির অগ্রগতি নামে; কিন্তু এইগুলি দ্বারা ত্রিপুরার অর্থনৈতিক মান যে খুব একটা উন্নতি হয়েছে তা নয়। কাজেই আমি বলতে চাই যে এইরকম ক্ষুদ্র দৃষ্টিভংগী যেন পরিত্যাগ করা হয়। শুধু তাই নয়, আজকে একটা দুইটা ঘটনা নয়, ইণ্ডাস্ট্রি আর বনকর বিভাগের কথা যথেষ্ট আলোচনা হয়ে গেছে। এই সম্পর্কে রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্যরাও আমার সংগে একমত। বনকরের যে নীতি সেটা যদি চলতে থাকে তাহলে জনকল্যাণের জন্য যে বন সৃষ্টি হয়েছে সেটা জন-উৎপীড়ন হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই জনতার মঙ্গলের জন্যই যদি আমরা বন রক্ষা করে থাকি তাহলে জনতার যাতে মঙ্গল হয় সেই ভাবেই তার নীতি নির্দ্ধারণ করা দরকার। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিভিন্ন খাতের মধ্যে যে ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছে এই বাজেটের সমস্ত টাকা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের ভাগ্যের সঙ্গে তা জড়িত। কাজেই আমি আশা করব

যে আমাদের রুলিং পার্টি ত্রিপুরার সামগ্রিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে তাদের নিজেদের দোষ অন্যের ঘাড়ে না চাপিয়ে বাজেটের ব্যয় বরাদ্দের টাকা যেন যথাযথভাবে খরচ করেন। এই বক্তব্য রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— I would now call on Honble Finance Minister to give his reply.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHERJEE—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় প্রথমেই যে উক্তি করেছেন সেটা অত্যন্ত আপত্তিজনক। তিনি আমাদের একজন মন্ত্রীকে বকলম বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে শিক্ষিত লোক থাকতে এই অশিক্ষিত লোককে নিয়ে কি কাজ হবে এবং তিনি কোন কাজ করতে পারেন না। এটা আর কিছুই নয়, তাঁর উক্তি থেকে পরিস্কার বুঝা যায় তাঁরা দাম্ভিকতার কতটুকু পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছেন এবং এর থেকেই তাদের বিপর্যয়ের কারণ বুঝা যায়। কারণ ভারতের বেশীর ভাগ লোকেই যেখানে নিরক্ষর সেখানে শুধু আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের উপর নয়, সারা ভারতের জনগনের প্রতি একটা অপমানকর উক্তি করেছেন। এর জন্যই বিরোধী দলের বিপর্যয় ঘটেছে। বিহারের মন্ত্রী সভার দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে যে বিহারে কংগ্রেস বিরোধী দলে তারা একজন কুলির সর্দারকে মন্ত্রী করে নিয়েছেন। তিনি ছিলেন লেবারের সর্দার। এখানে প্রশ্নটা শিক্ষিতের বা অশিক্ষিতের নয়। মোহাম্মদ ইস্মাইলের কি পরিচয় ? তিনি আজকে এতবড় নেতৃস্থানে পৌছলেন কি করে ?

(এ ভয়েস—তার সঙ্গে তুলনা হয় ?)

ত্রিপুরার বেলায় তুলনা হয়। রাজপ্রসাদ চৌধুরীর দান উপজাতি সমাজের প্রতি কি আছে তা যাদের জানা তারাই এর মর্ম্ম উপলব্ধি করবেন এবং এখনও তিনি উপজাতিদের প্রতি যে দরদ নিয়ে কাজ করছেন সেটা যদি উপলব্ধি করেন তাহলে তিনি বুঝবেন যে তিনি কি করেন। একটা শিক্ষিত লোক কি করতে পারে ? আজকে বিহারের মন্ত্রী যদি কুলির সর্দার হতে পারেন তবে আমাদের এখানে রাজপ্রসাদ চৌধুরীর মত লোককে নিতে কোন বাধা থাকতে পারে না। আর অভিজ্ঞতার একটা মূল্য আছে। লেখাপড়া জানলেই যে কাজ করতে পারবেন এমন কোন মানে নেই। কারণ দেখা গেছে যে অনেক লেখা পড়া জানা মন্ত্রী নিয়েও তার দপ্তর ফেল করে। সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন সেটা হল জনগণের প্রতি দরদ এবং এই দরদের থেকেই কাজ করবার ক্ষমতা আসবে। জনসাধারণের প্রতি যদি মমতা থাকে তাহলে আপনা আপনিই কাজেই প্রেরণা বেরিয়ে আসবে যেটা রাজপ্রসাদ চৌধুরীর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। প্রতি পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে তিনি উপজাতিদের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচন করছেন। তিনি যেখানে টেস্ট রিলিফের কাজের প্রয়োজন সেখানে টেস্ট রিলিফ দিয়ে উপজাতিকে রক্ষা করেছেন এবং তিনি বেশীর ভাগ সময়েই মন্ত্রীপদে থাকা কালীন পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান এবং তার সঙ্গে যে জন সমর্থন আছে তার সঙ্গে মাননীয় সদস্যের ভোটের যে তফাতটা সেটা যদি একটু দেখেন চোখ খুলে তাহলে দেখতে পাবেন জনগণ কাকে সমর্থন করেন, জনগণ কাকে চান।

জনগণ কি অঘোর দেববর্ম্মার মত শিক্ষিত মানুষকে চান না কি রাজপ্রসাদ চৌধুরীর মত অশিক্ষিত লোককে চান সেটা ভোটের ডিফারেন্সে দেখতে পারেন। মাত্র কয়েক ভোটের ডিফারেন্সে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। হয়ত তিনিও ডিগবাজী খেতেন। কৃষ্ণ ঠাকুর তাঁকে ডিগবাজী খাইয়ে দিয়ে ছিলেন। তাঁর কপাল ভাল তাই তিনি বেরিয়ে এসেছেন না হলে দেখতেন যে তিনি কিভাবে অ্যাসেম্বলীতে কথা বলেন। তিনি কত ভোটে বেরিয়ে এসেছেন আর আমাদের রাজপ্রসাদ চৌধুরী কত ভোটে এসেছেন তিনি এটা থেকে যেন শিক্ষা গ্রহন করেন যে লোক কাকে চায়। মাননীয় অঘোর দেববর্ম্মার মত লোককে চায়, না রাজপ্রাসাদ চৌধুরীর মত লোককে চায়। তিনি মানুষ নন্ বলেই তিনি মানুষের অপমান করেছেন, আজকে তিনি জনসাধারণকে অপমান করেছন। সেই মানুষ্যত্ব লাভের জন্য তাঁকে আমি বলব রাজপ্রসাদ চৌধুরীর নিকট থেকে শিক্ষা করতে।

তারপর তিনি বলেছেন যে এই অর্থ ঠিকমত ব্যয় হচ্ছে না। আমরা আগেই বলেছি যে বাজেটের প্রতিটি টাকা এই ত্রিপুরার জনসাধারণের কল্যানের জন্য ব্যয় হবে এবং হচ্ছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে তাঁরা এই বিষয়ে সমালোচনা করতে পারেন, সমালোচনা করবার অধিকার সবারই আছে। যদি কাজে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয় সেটা তারা করবেন। সেটা ফেস করতে রাজী আছি। কিন্তু একজন অশিক্ষিত মন্ত্রী রাখলে টাকাটা অপব্যয় হবে এই জাতীয় উক্তি অত্যন্ত অমার্জনীয়। মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্মা মহাশয় জানেন না যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের প্রতিটি পয়সা ঠিক কাজে যথোপযুক্ত ভাবে ব্যয়িত হয়। এর একটা পয়সা ও অপব্যয় হয় না এবং প্রতিটি পয়সা ত্রিপুরার উপজাতীয় কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রীরাজপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় নিজে এটা তদারক করে নিজে পার্সোন্যাল অ্যাটেনশান দিয়ে সেগুলি যাতে যথাযথভাবে ব্যয় হয় তার ব্যবস্থা করেছেন। যদিও তিনি শিক্ষিত নন কিন্তু তার অভিজ্ঞতা প্রচুর। এই হাউসে যারা রয়েছেন সেই অনেক সদস্যের চাইতে বেশী অভিজ্ঞতা তিনি রাখেন এবং তার দাম অনেক বেশী। যাই হোক সর্বশেষে আমি বিশেষ আলোচনা করতে চাই না। বাজেট অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল বক্তৃতার জন্য হাউসের কাছে প্লেস করেছি এবং আমরা যাতে এই অর্থ ব্যয় করতে পারি তার জন্যই এটা চাওয়া এবং আমরা আগেও আশ্বাস দিয়েছি, এখনও আশ্বাস দিচ্ছি যে আমরা প্রতিটি অর্থ, প্রতিটি পয়সা ত্রিপুরার উন্নতির জন্য ব্যয় করব এবং আমাদের যে মন্ত্রী মহোদয়গণ যাঁরা আছেন বিভিন্ন দপ্তরের, তাঁরা এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন যাতে প্রতিটি পয়সা বিশেষ করে জনকল্যানের কাজে নিয়োজিত হয় তার জন্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখবেন এই আশ্বাস আমি হাউসকে দিচ্ছি।

MR. SPEAKER :—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Krishnadas Bhattacherjee, Minister in-Charge of Finance Department that the Appropriation (No. 3) Bill, 1967 (Bill No 3 of 1967) be taken into consideration at once.

As many as are of that opinion will ple. s. say 'AYES'

(voices : AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'
(No, voice)
I think 'AYES' have it (Pause)
'AYES' have it. 'AYES' have it.
The motion is carried.

MR. SPEAKER :—Cl_2 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'
(Voice :— AYES)
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'
(No voice)
I think AYES have it (pause)
AYES have it, AYES have it.

MR. SPEAKER :—Cl_3 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'
(Voices :—AYES)
As many as are of contrary opinion will please say NOES
(No voice)
I think AYES have it (Pause)
'AYES' have it, AYES have it.

MR. SPEAKER :—Schedule do stand part of the Bill.
As many as are of that opinion will please say 'AYES'
(Voices-AYES)
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'
(No. voice)
I think .'AYES' have it. (Pause)
'AYES' have it 'AYES' have it.

MR. SPEAKER :—Cl_1 do stand part of the Bill.
As many as are of that opinion will please say—'Ayes'
(Voices—'Ayes')
As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.
(No voiee).
I think, 'Ayes' have it, (pause)
'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

MR. SPEAKER :—The Title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voices—AYES)

As many as are contrary opinion will please say 'NOES'

(No voice)

I think 'AYES' have it. (Pause)

'AYES' have it. 'AYES' have it.

MR. SPEAKER :—Next Business is the Passing of the Appropriation (No. 3) Bill, 1967 (Bill No. 3 of 1967). I shall request the Hon'ble Krishnadas Bhattacherjee, Minister in-charge of Finance Department to move his motion for Passing of the Bill.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHERJEE :—Mr Speaker Sir, I beg to move that the Appropriation (No. 3) Bill, 1967 (Bill No 3 of 1967) as settled in the Assembly be Passed.

MR. SPEAKER :—The question before the House is that the Appropriation (No. 3) Bill, 1967 (Bill No. 3 of 1967) as settled in the Assembly be passed.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice —AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(No voice)

I think AYES have it. (Pause)

'AYES' have it. 'AYES' have it.

The Bill is passed

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION.

MR. SPEAKER :—Next item in the list of Business is Private Members' RESOLUTION. I would call on Shri Nishi kanta Sarkar to move his Resolution that this Assembly. is of opinion that—ত্রিপুরা সরকারের পূর্ত বিভাগের কাজের পুরানো রেইট সিডিউল যাহা এখনও প্রচলিত আছে, তাহা বর্দ্ধিত করা হউক। Shri Nishi kanta Sarkar to move his resolution

SHRI NISHI KANTA SARKAR—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে রিজলিউশনট রেখেছি এটা আমি উইথড্র করলাম, কারণ আমি জানতে পেয়েছি যে পূর্ত বিভাগের পুরানো রেইটটা পরিবর্ত্তন করা হয়ে গেছে। এইজন্য আমি আমার প্রস্তাব উইথড্র করছি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার কাছ থেকে সময় নিয়েছিলাম। আমি এই রিপোর্টটি পড়ে দেখেছি যে আমার তরফ থেকে কোন আলোচনার বিষয়বস্তু আর এর মধ্যে নেই, কারণ একটা কমিটি যেটা করেছেন সেটাতে আমি আলোচনার জন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই আমি যে সময় বা আপত্তি করেছিলাম, আমি সেই নিয়ম যেটা অ্যাসেম্বলীর মধ্যে আছে সেটা আমি ভংগ করতে চাই না। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয় যেভাবে করতে বলেছেন আমার তাতে পূর্ণ সম্মতি আছে।

MR. SPEAKER :—Now, I shall call on Shri Umesh Lal Singh, Chairman to move his motions that the House agrees with the recommendations contained in the 1st & 2nd Reports of the Committee on Privileges

SHRI UMESH LAL SINGH :—Mr Speaker Sir, I beg to move that this House agrees with the recommedations contained in the 1st & 2nd Reports of the Committee on Privileges.

MR. SPEAKER :—The question before the House is the motion moved by Shri Umesh Lal Sinha that this House agrees with the recommendations contained in the 1st & 2nd Reports of the Committee on Privileges.

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voices—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No voice)

I think 'AYES' have it. (Pause)

'AYES' have it. 'AYES' have it.

The motion is carried.

MR. SPEAKER :—I have it in command from the Administrator that the Assembly do now stand prorogued.

PAPERS LAID ON THE TABLE.

Starred Question No. 189.

By Shri Promode Ran Das Gupta

Question	Answer
a) The step taken by the Government to revise the Tripura Co-operative Act, 1925, in conformity with the spirit of the resolution passed in the previous Assembly ?	Steps are being taken to amend the existing Act. wherever necessary keeping in view of the local consideration.

Starred question No 204 by Shri Suresh Chandra Choudhury.

প্রশ্ন—	উত্তর—
১) বিলোনীয়া বিভাগের কোন কোন স্কুলের গৃহনির্ম্মাণের দায়িত্ব পূর্ত্তবিভাগ গ্রহণ করিয়াছে ;	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
২) যদি করিয়া থাকে তবে কোন কোন স্কুলের কাজ আরম্ভ হইয়াছে ;	
৩) যদি আরম্ভ না হইয়া থাকে, কারণ কি ?	

Starred question No 209 by Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন—	উত্তর—
১। ২৮/৩/৬৭ ইং তারিখে বিধানসভার বৈঠকে ৫৩ নং তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের ২য় অংশের উত্তরে ভারত সরকারের যে Latest Direction এর কথা বলা হইয়াছে সেই Latest Direction এর যথাযথ মর্ম কি ?	জনস্বার্থের খাতিরে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

Un-starred question No. 177 by Shri Nishi Kanta Sarker.

Question	Reply
(ক) উদয়পুর এলাকায় ধ্বজনগর ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এষ্টেটে কি কি প্রকারের ইণ্ডাষ্ট্রী চালু আছে ?	(ক) (১) ছুতারের কাজ। (২) কর্ম্মকারের কাজ।

Question	Reply
(খ) চালু থাকিলে ইহাতে কি কি মেসিনারী ব্যবহৃত হইতেছে এবং	(খ) (১) ছুতারের কাজে ব্যবহৃত মেসিনারী
	(ক) সার্কুলার "স"
	(খ) থিকনেস্ প্লেনার।
	(গ) গ্রাইণ্ডার মেসিন।
	(ঘ) ব্যাণ্ড 'স' মেসিন।
	(ঙ) ইউনভারসেল উড্ ওয়ার্কিং মেসিন।
	২। কর্মকারের কাজে ব্যবহৃত মেসিনারী
	(১) ওয়েল্ডিং ট্রান্স ফরমার।
	(২) ড্রিলিং মেসিন।
	(৩) লেদ মেসিন।
	(৪) হ্যাণ্ড্রিল মেসিন।
	(৫) পাইপ বেণ্ডিং মেসিন।
	(৬) নিউমেটিক হেমার।
	(৭) স্প্রে মেসিন।
	(৮) গ্রাইণ্ডার মেসিন।
(গ) কি কি কাজ হইতেছে;	(ক) (১) ছুতার বিভাগে নিম্নলিখিত কাজ হইতেছে।
	(১) কাষ্ঠনির্মিত আফিস ও বাড়ীতে ব্যবহারযোগ্য সর্ব্বরকমের আসবাবপত্র তৈরী।
	(২) অন্যান্য মেরামতী কাজ।
	(২) কর্মকার বিভাগে নিম্নলিখিত কাজ হইতেছে।
	(১) অফিস ও বাড়ীতে ব্যবহারযোগ্য লৌহনির্মিত সর্ব্বরকমের আসবাবপত্র তৈরী।
	(২) কৃষি ও চা বাগানের যন্ত্রপাতি।
	(৩) হাসপাতালের খাট ও অন্যান্য আসবাবপত্র।
	(৩) রং করানো ও অন্যান্য মেরামতী কাজ।

UNSTARRED QUESTION NO. 110 BY SHRI AGHORE DEB BARMA

Question	Reply
(1) Physical turget laid down for the irrigation, soil conservation and drainage in each C. I and T. D. Block during 1965-66 and 1966-67 ?	As in Annexure 'A' and 'B'

'ANNEXURE' 'A'

SL. No.	Name of the Block	Physical tergets laid down for 1965—66.		
		Irrigation	Soil Conservtion	drainage
	C. D. BLOCK :			
1.	Sadar North Stage I, Mohanpur	1,250 acres.	131 acres.	—
2.	Udaipur Stage I Block.	500 "	0'5 "	112'5 acres.
3.	Sonamara Stage I Block.	310 "	20 "	318'75 "
4.	Sadar South Stage I Block. Bishalgarh.	72 "	10 "	—
5.	Teliamura Stage I Block.	230 "	12 "	312 "
6.	Kamalpur Stage II Block.	2,500 "	—	500 "
7.	Belonia Stage II Block.	1,520 "	0'5 "	150 "
8.	Khowai Stage II Block.	253'5 "	2 "	234 "
9.	Rajnagar Stage II Block.	76 "	0'5 "	—
10.	Sadar East Post Stage Block. Jirania.	1,000 "	—	—
11.	Dharmanagar Post Stage II Block.	No fixed target	No fixed target	No fixed target
12.	Kailasahar Post Stage II Block.	144 acres.	1 acre.	20 acres
	M P. BLOCK :			
1.	Amarpur Stage II Block.	500 acres.	—	200 "
	T. D. BLOCK :			
1.	Sabroom T. D. Stage II Block.	800 "	—	—
2.	Dumburnagar S. D. Stage II Block.	100 "	4 "	
3	Kanchanpur-Longai T. D, Stage II Block.	400 "	—	50 "
4	Chaumanu T. D. Post Stage II Block	—	1 "	—
	TOTAL :—	9,655'5 acres.	182'5 acres.	1,897'25 acres

ANNEXURE 'B'

SL. No.	Name of the Block	Physical targets laid down for 1965—66.		
		Irrigation	Soil Conservtion	drainage
	C. D. BLOCK :			
1.	Sadar North Stage I Mohanpur.	250 acres.	60 acres.	—
2.	Udaipur Stage I.	300 „	1 „	106'6 acres.
3.	Sonamura Stage	690 „	100 „	500 „
4.	Sadar South Stage I, Bishalgarh	200 „	—	—
5.	Teliamura Stage I	300 „	20 „	—
6.	Kamalpur Stage II.	150 „	80 „	—
7.	Belonia Stage 1	250 „	—	—
8.	Khowai Stage II	200 „	1'5	—
9.	Rajnagar Stage II.	125 „	1 "	—
10.	Sadar East Post Stage II, Jirania.	160 „	—	—
11.	Dharmanagar Post Stage II	200 „	0'5 „	50 „
12.	Kailasahar Post Stage III	80 „	—	—
	M. P. BLOCK :			
13,	Amarpur Stage II.	220 „	—	—
	T. D. BLOCK :			
14.	Sabroom T. D. Stage II.	400 „	—	—
15.	Dumburnagar Stage II.	250 „	2 „	—
16	Kanchanpur-Longhi T. D. Stage II.	100 „	30 „	20 „
17.	Chaumanu T. D. Stage II	125 „	50 „	450 ,
	TOTAL :—	4,000 acres.	346 acres.	1,1266' acres.

—x—